রেশমী ফাঁস

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

বার। আনা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪০

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

কালিকা প্রেস, ২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন কলিকাতা—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী মুদ্রিত

রেশমী ফাঁস

১

রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজের ফেরিওয়ালার চীৎকারে সমস্ত কলিকাতা সেদিন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

জোর খবর বাবু! জোর খবর!! রাণীর গলা থেকে দেড়-কোটী টাকা দামের হার চুরি! চোর উধাও! জোর খবর বাবু!

দৈনিক বসুধারার পৃষ্ঠা জুড়িয়া বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে—

সমুদ্র-গড়ের রাণীর গলা হইতে দেড় কোটী টাকা মূল্যের মুক্তার মালা চুরি!!

বল্-নাচের আসরে অদ্ভুত দুঃসাহসিক চুরি!

জন-সমুদ্রের মধ্যে চোর নিরুদ্দেশ!!

(আমাদের নিজস্ব সংবাদ দাতার বিবরণ)

গত রাত্রে সমুদ্রগড়ের রাণী তাঁহার প্রাসাদে যে বল্-নাচের আয়োজন করেন তাহাতে একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সমুদ্রগড়ের রাণী সাহেবারা বংশ-পরম্পরায় যে মহামূল্যবান্ মুক্তাহার পরিয়া থাকেন, গতকল্য রাত্রে সেই হার রাণীর কণ্ঠ হইতে চুরি গিয়াছে। হারগাছি বহুদিন হইতে বহু রাজা-মহারাজার বিস্ময় ও ঈর্ষ্যার বস্তু হইয়া সমুদ্রগড় রাজ-ভাণ্ডারের শোভা এবং সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিল। গতকল্য রাত্রে রাণী তাঁহার ইউরোপীয় বন্ধু-বান্ধবী, অন্যান্য রাজা ও রাজ-বংশীয়দের লইয়া একটি বল্-নাচের আয়োজন করেন। তদুপলক্ষে যথারীতি তাঁহার কণ্ঠদেশে সেই মুক্তার মালা শোভা পাইতেছিল।

কিছুক্ষণ নাচের পর শ্রান্ত হইয়া রাণী যখন একটি লতা-বিতানের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন সেই সময় কুঞ্জের পাশ হইতে কোন লোক হাত বাড়াইয়া মালাটি তাঁহার গলা হইতে ছিনাইয়া লয়। রাণী তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেখানে রাণীর ভ্রাতা নরেন্দ্রকুমার ব্যতীত আর কেহই উপস্থিত ছিলেন না। নরেন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রাজাকে খবর দেন। রাজা আসিয়া লোক-লস্কর লইয়া চারিদিকে তন্নতন্ন করিয়া অন্বেষণ করেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, শুধু বাগানের একপার্শ্বে লতাগুলি ছিন্নভিন্ন এবং তাহারই আশে-পাশে মাটীতে পায়ের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই অনুমান করেন যে চোর পাঁচীল ডিঙাইয়া পলাইয়াছে। তখন বাহিরেও বিস্তর অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু চোর ধরা পড়ে নাই।

দৈনিক চন্দ্রিকার খবর অধিকতর চমকপ্রদ, তাহাতে এইরূপ খবর বাহির হইয়াছে—

সমুদ্রগড়ের রাণীর মুক্তাহার অপহৃত !

রহস্যময় চুরি !!

চোর ধরা পড়িয়াছে কিন্তু বামাল পাওয়া যায় নাই !!! গত রাত্রে সমুদ্রগড়ের রাণীর বল্‌-নাচে এক ভীষণ বিপত্তি ঘটিয়াছে। নাচ তখন পুরাদমে চলিতেছে; রাণী অদূরবর্ত্তী কুঞ্জান্তরালে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় কে বা কাহারা রাণীর পিছন দিক হইতে আক্রমণ করে এবং তাঁহার গলা হইতে বহুমূল্য মুক্তার মালা ছিনাইয়া লয়। রাজ-শ্যালক নরেন্দ্রকুমার রাণীর চীৎকারে ঘটনাস্থলে আসিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারেন ও তৎক্ষণাৎ

সকলকে সংবাদ দেন। তখন সিপাহী-শান্ত্রী লইয়া চতুর্দ্দিকে চোরের অনুসন্ধান করা হয়। পদচিহ্ন ও অন্যান্য লক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে চোর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অনুসন্ধানকারীরা বাহিরে আসিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অন্বেষণ করেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য বাড়ী ফিরিবার অন্য একটি পথ ধরেন। সেই পথে একটা ভগ্নপ্রায় বাড়ীর প্রাচীরের নীচে তাঁহারা একটি লোককে রহস্যময় ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করেন। অনুসন্ধানের ফলে তাহার নিকট হইতে একটি কাদা-মাখা মুক্তা পাওয়া যায়। সে মুক্তাটি যে রাণীর কণ্ঠের মুক্তা-মালার তাহাতে আর কোন সংশয় নাই—লোকটিকে পুলিশে দেওয়া হইয়াছে। তাহার নাম—হরেন্দ্রনাথ দত্ত। লোকটিকে বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সমস্ত ঘটনার ভিতর কোন গভীর রহস্য লুক্কায়িত আছে। পুলিশ-তদন্ত জোর চলিতেছে।

রোমাঞ্চকর সংবাদের সন্ধান পাইয়া অনেকেই যেমন নির্ব্বিচারে খবরের কাগজ ক্রয় করিতেছিল, তেমনি ঘটনাটি পাঠ করিবামাত্র ভুলিয়া যাইতেও তাহাদের বেশী সময় লাগিতেছিল না। সকলেই যে যাহার নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত, এই ঘটনা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় কাহার আছে?

সকলে না হোক, অন্ততঃ একব্যক্তি এই ঘটনা পড়িয়া অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল;—ঘটনাটি তাহার মাথার মধ্যে হাজার রকমের চিন্তার জাল বিস্তার করিতেছিল, সকালে খবরের কাগজ পড়িবার পর হইতেই সে পৃথিবীর অন্য সমস্ত কাজ

ভুলিয়া কেবল সেই একটি মাত্র চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল।

মুক্তামালা অপহরণের ব্যাপার এত অধিক মাত্রায় যাহাকে বিচলিত করিয়াছিল তাহার নাম—তরুণ গুপ্ত ! সখের গোয়েন্দা-গিরি তাহার জীবনের একমাত্র বাতিক। পুলিসের বড় সাহেবের সহিত তাহার পিতার বহুদিনের বন্ধুত্ব ছিল—সেই সুযোগে সে বড় সাহেবের বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং সমস্ত বেসরকারী তদন্তে সাহেবের দক্ষিণ হস্ত।

ঘটনাটি পাঠ করিবার পর হইতে তরুণ আপন মনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ! এ রহস্য সে যদি ভেদ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার জীবনের একটি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে।

খবর পড়িয়াই তরুণ বাহির হইয়া গিয়াছিল। ফিরিল অধিক বেলায়। স্নানাহার সারিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া সে পুনরায় বাহির হইবার আয়োজন করিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া সে একখানি ট্যাক্সির জন্য দু'এক পা অগ্রসর হইয়া সহসা দেখিল—কিছু দূরে যে পুলিশ-ষ্টেশন আছে তাহার সম্মুখে বিস্তর লোক জমা হইয়াছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কাছে গিয়া দেখিল—ফাঁড়ির দরজায় যে নোটিশ লট্‌কান থাকে তাহাতে একটি প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন আঁটা রহিয়াছে। সেই বিজ্ঞাপনই পথিক-মণ্ডলীর আকর্ষণের বস্তু।

তরুণ আরও একটু কাছে গিয়া বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিল। তাহাতে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে—

পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার !! পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার !!!

চাংলী নামক একজন ভীষণ চীনাদস্যু সদলবলে চীন-

বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে। কর্তৃপক্ষ জানিতে পারিয়াছেন যে, চাংলী কয়েকদিন আগে কলিকাতায় পৌছিয়াছে। যে বা যাহারা চাংলীকে ধরাইয়া দিতে পারিবেন বা তাহার প্রকৃত সন্ধান দিতে পারিবেন চীন-কর্তৃপক্ষ তাহাকে বা তাহাদিগকে উক্ত অর্থ পুরস্কার দিবেন। লোকটার একটি চক্ষু কাণা, নাকের উপর একটা কাটা দাগ আছে। মাথায় দীর্ঘ বেণী। নীচে প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

অনুমত্যনুসারে ইত্যাদি………………।

ঘোষণা-পত্র পড়িয়া তরুণ নীচেকার চেহারাটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইল—ভীষণ আকৃতি, কিম্ভূতকিমাকার! একবার দেখিলে সে চেহারা বোধ করি চিরদিনের মত মনের মধ্যে রহিয়া যায়।

তরুণ মৃদু হাসিয়া অসংখ্য কৌতূহলী দর্শকের ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া সম্মুখে একখানা ট্যাক্সী দেখিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিল।

২

পুলিশ তদন্ত-সমিতির বড়-কর্তা ডেভেনহাম সাহেব তখন খাস্‌কাম্‌রাতে কাজ করিতেছিলেন; তরুণকে সমাদর করিয়া বসাইয়া বলিলেন—তোমাকেই আমি এই মাত্র মনে মনে চাইছিলাম।

তরুণ সসম্ভ্রমে কহিল—কেন, বলুন তো?

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—তুমি কেন এসেছো, আগে তাই বল। হয়ত, দেখবো, দুজনেরই চিন্তাধারা একই পথে চলেছে।

তরুণ কহিল—কাল রাত্রে সমুদ্রগড়ের রাজবাড়ীতে যে চুরি হয়েছে, আমি সেই সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।

সাহেব কহিলেন—কাল রাত্রে সমুদ্রগড়ের রাজবাড়ীতে যে চুরি হয়েছে, আমি সেই সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যেই তোমায় অনুসন্ধান করছিলাম!

তরুণ কহিল—উপর থেকে যা দেখা যাচ্ছে, সত্য বস্তু তা নয়, এ ব্যাপারের মধ্যে কিছু গোলযোগ আছে।

তারপর সোজাসুজি তাহার মনেব কথা প্রকাশ করিল।

আমার বড় ইচ্ছা, বেসরকারীভাবে এই কেস্‌টার তদন্ত করি।

সাহেব কহিলেন—তোমার মতো আমারও ধারণা হয়েছে—এর মধ্যে গোল আছে। আমি সানন্দে তোমার ইচ্ছাকে অনুমোদন করছি। এ সম্বন্ধে তুমি কি ভেবেছ বল দেখি—তোমার বক্তব্য শুনি।

তরুণ কহিল—খবরের কাগজের ঘটনাটি প'ড়ে আমি সমস্ত দিনে যে যে কাজগুলি করেছি, আপনাকে তারই ইতিবৃত্ত বলি; তাহ'লেই আপনি আমার বক্তব্য বুঝতে পা'রবেন।

সাহেব কহিলেন—ও! তুমি এর মধ্যে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছ নাকি! শুনি, শুনি।

সকালে ঘটনাটি প'ড়ে দেখলাম, চোর ধরা পড়েছে। মুক্তো হাতে পাঁচীলের ধারে দাঁড়িয়েছিল; ভদ্রলোক চোর! ব্যাপারটা কেমন যেন সন্দেহজনক ব'লে মনে হ'ল। লোকটির বিষয় জানবার জন্যে হাজতে গেলাম। আমায় লোকটির সঙ্গে দেখা করতে দিলে না বটে কিন্তু তার ঠিকানা ও অন্যান্য পরিচয়

পেলাম। লোকটির নাম হরেন্দ্র! শিক্ষিত যুবক! হাজত থেকে ঠিকানা পেয়ে বাসস্থানটা দেখবার ও পাড়া থেকে তার সম্বন্ধে কিছু জানবার কৌতূহল হ'ল। সেখান হ'তে বরাবর অনুসন্ধান ক'রে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে প্রথমে বেরিয়ে এলো, একটা বুড়ী ঝি—আমায় দেখে এই মারে কি এই মারে! তারপর আমি পুলিসের লোক জেনে সে বেচারা ভীত হ'য়ে প'ড়ল। আমি তখন ব'ল্লাম—একবার হরেনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গোটাকতক বিষয় আলোচনা ক'রতে চাই। ভয় নেই, আমি তাঁকে সাহায্যই ক'রব; জুলুম ক'রতে আসি নি।

সাহেব একমনে শুনিতেছিলেন; সিগারটা মুখ হইতে নামাইয়া কহিলেন—তারপর?

তরুণ বলিল—হরেন্দ্রের স্ত্রী শিক্ষিতা; আমার সামনে অসঙ্কোচে বেরিয়ে এলেন। মেয়েটির মধ্যে অসামান্য গাম্ভীর্য্য ও আত্মমর্য্যাদা আছে। তার কাছে হরেন্দ্রের বিষয় যা শুনলাম, উপন্যাসের মতে তা বিচিত্র! হরেনের মা মারা যাবার পর তার বাপ যখন প্রকাশ্যেই নিজের বাড়ীতে তাঁর রক্ষিতা স্ত্রীলোক-টাকে এনে রাখলেন, তখন হরেন তার বাপের এ ব্যবহার সহ্য করতে পারলে না—কলহ হ'ল।

সাহেব বলিলেন—বল কি! এত কাণ্ড? তারপর?

তরুণ তখন সংক্ষেপে হরেন্দ্রের স্ত্রী মায়ার কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলিল। হরেন্দ্র পিতার সহিত কলহ করিয়া একবস্ত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসে, জীবনে কখনো আর সে বাড়ীর দ্বার অতিক্রম করে নাই—কোনরূপ অর্থ প্রার্থনা করা তো দূরের কথা!

মাতার জীবিতকালেই হরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। তাহার

স্ত্রী মায়াও তেজস্বিনী তরুণী; সে তাহার পিতার ও শ্বশুরের নিষেধ না শুনিয়া হরেনের অনুগামিনী হয়। স্বামীর সহিত স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া কলিকাতার এক অপরিসর গলির মধ্যে একখানি ছোট বাড়ীভাড়া করিয়া উভয়ে সংসার-যাত্রা আরম্ভ করে। ছাত্র পড়াইয়া ও পত্রিকা প্রভৃতিতে সাংবাদিকের কাজ করিয়া হরেন্দ্রের দিন একরকম কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সেদিন রাত্রে সহসা মায়ার কলেরা হইবার উপক্রম হইলে হরেন্দ্র অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার আনিতে বাহির হইয়া যায়। সমস্ত রাত অতিবাহিত করিয়া সকালে মায়া আপনা-আপনি সুস্থ হইয়া ওঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার স্বামীর এক ছাত্রের নিকট হইতে পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হইবার কথা জানিতে পারে। হরেন্দ্র সম্পূর্ণ নিরপরাধ—এ কথা মায়া ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বলিতে পারে। হরেন্দ্রের দ্বারা কোন ছোট কাজ কখনো হইতে পারে না এইরূপ ধারণা তার।

বিচিত্র এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া ডেভেনহ্যাম সাহেব বিস্মিত হইলেন। তারপর তরুণকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি এই মহিলাটিকে ও তার এ সমস্ত কথা বিশ্বাস করো?

তরুণ কহিল—করি! মেয়েটির কথাবার্ত্তায় ও ব্যবহারে এমনি একটি সুস্পষ্ট সত্যের ছাপ আছে যা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না। আপনি যদি সেখানে থাকতেন, আপনারও বিশ্বাস ক'রতে দ্বিধা হ'ত না।

সাহেব কহিলেন—এই স্ত্রীলোকটীকে দেখে তোমার যা মনে হয়েছে, ধৃত স্বামীকে দেখে,—তার সঙ্গে অল্প দু'একটা কথা ব'লে আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে। লোকটিকে আমি কোন প্রশ্ন

বা জেরা করিনি। সে সব ক'রবে তুমি। আমারও বিশ্বাস— যাকে ধরা হয়েছে, সে প্রকৃত অপরাধী নয়।

তরুণ কহিল—হরেনের সঙ্গে আমি একবার দেখা ক'রব।

নিশ্চয় ক'রবে; এখুনি যাও। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। সব কথা তার কাছ থেকে জেনে নেবে। বিশেষ ক'রে, সেই রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন ক'রবে। তোমার ওপর যখন এ কেসের ভার দিলাম তখন জেনে রেখো, তুমি তোমার নিজের ও সেই সঙ্গে আমার সুনামের জন্যে দায়ী! যখনই প্রয়োজন হবে, আমাকে তোমার কাজে লাগাবে; সব সময়েই তোমাকে সাহায্য ক'রতে আমি প্রস্তুত থাকবো।

সাহেব হাজতের সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট্-এর উপর পত্র লিখিয়া দিলেন। পত্র লইয়া তরুণ প্রস্থান করিল।

হাজতে যখন তরুণ উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা। হাজতের ঘর হইতে হরেন্দ্রকে বাহিরে আনিয়া তরুণ তাহাকে লইয়া আর একটি ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিল; বাহিরে অবশ্য একজন সিপাহী দাঁড়াইয়া রহিল।

হরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ত্রিশের মধ্যে। সুন্দর সুগঠিত দেহ। প্রশস্ত ললাটে তেজের দীপ্তি। তাহাকে দেখিয়া তরুণের মনে হইল, উপযুক্ত স্ত্রীর উপযুক্ত স্বামীই বটে! অপরাধ ইহাদের কাছে আসিতে ভয় পায়—তাহা নিঃসংশয়ে সত্য!

হরেন্দ্র বসিলে তরুণ তাহাকে সহাস্যে প্রশ্ন করিল—আমাকে চেনেন না নিশ্চয়।

হরেন্দ্র তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—হয়ত কোথাও আপনাকে দেখে থাকবো, কিন্তু চিনি না।

আমার নাম, তরুণ গুপ্ত। আমি একজন বেসরকারী গোয়েন্দা!

হরেন্দ্র কহিল—ওঃ! আপনি কি এই কেসের তদন্ত কচ্ছেন? আমাকে জেরা ক'রতে এসেছেন? কিন্তু আমি ত বলেছি আমার সব কথা; তার বেশী—

তরুণ তাহাকে থামাইয়া কহিল—এক মিনিট! আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। এ কেসের তদন্ত আমি ক'রব—কিন্তু তা সরকারের পক্ষে ও আপনার বিপক্ষে নয়। আমি এ কেস্ বেসরকারী ভাবে আপনার পক্ষে তদন্ত করব। অর্থাৎ প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বা'র করাই আমার লক্ষ্য। সে কাজে আমি আপনার সাহায্য চাই! আমার বিশ্বাস আপনি নিরপরাধ; আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে!

স্ত্রীর নামে হরেন্দ্র সচকিত হইয়া উঠিল; কহিল—মায়া? মায়ার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলেন? কেমন আছে সে? বলুন।

ভাল আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। এ-কথা আপনাকে ব'লতে বাধা নেই যে, এই কেসের তদন্ত আরম্ভ ক'রে প্রথমেই আমার একটি মস্ত লাভ হয়েছে। আমার নিজের বোন্ ছিল না—এতদিনে আমি একটি ভগ্নী পেয়েছি। মায়া আমাকে তার দাদার পদে অভিষিক্ত ক'রেছে, এবং আমাকে তার সাহায্যকারী রূপে বরণ ক'রেছে! সেইজন্যে আমার কর্ত্তব্য আরও দায়িত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। এখন আপনি আমায় সাহায্য করুন!

তরুণের কথা শুনিয়া হরেন্দ্রের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল; কহিল—কি ক'রতে হবে, বলুন!

কাল রাত্রের ইতিহাস আমার কাছে খুলে বলুন; কোন্

কথা গোপন ক'রবেন না। ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছিলেন; তারপর কি হ'ল ?

হরেন্দ্র কহিল—আমাদের বাড়ীর সরু পথের পাশেই প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা; সেই রাস্তার বাঁকে একটা পুরানো বাগান-বাড়ী আছে—

জানি। সেই বাগান-বাড়ীর পাঁচীলের নীচেই আপনাকে ধরা হয়েছিল।

হ্যাঁ। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে চলেছি, পথের বাঁকে বাগান-বাড়ীটার কাছ বরাবর এসে হঠাৎ দেখ্‌লাম, অন্ধকারে দুজন লোক পাঁচীলের নীচে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করছে—একজন আর একজনের হাত থেকে কি-একটা জিনিষ কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে, এই ভাব। লোক দুটোকে দূর থেকে দেখেই আমার সন্দেহ হ'ল; হাঁক দিলাম—কে ওখানে ? আমার গলা পাবামাত্রই দু'জনেই চমকে উঠে থেমে গেল; তারপর প্রথমে একজন, পরমুহূর্ত্তেই অন্যজন লাফ দিয়ে পাঁচীল ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে প'ড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মিনিট কয়েক মাত্র! এর মধ্যেই এই ব্যাপার ঘ'টে গেল। আমি হতভম্ব হ'য়ে, লোকদুটো যেখানে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করছিল সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় পায়ের কাছে মাটীর ওপর কি যেন দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল। ভালো ক'রে চেয়ে, নীচু হ'তেই দেখলাম, গোলাকার একটি ছোট্ট পায়রার ডিমের মতো কি একটা বস্তু থেকে ঐ রকম জ্যোতি বা'র হচ্ছে। বিস্ময়ে ও কৌতূহলে তখন মায়ার অসুখের কথা আমি ভুলে গেছি; তাড়াতাড়ি মাটি থেকে সেই ডিমটি

হাতে তুলে নিয়ে দেখ্‌লাম—মুক্তো! অসম্ভব দামী একটি মুক্তো!! অবাক হ'য়ে মুক্তোটি দেখছি, এমন সময় পিছনে বহু লোকের পায়ের শব্দ পেলাম। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে আমি মুক্তোটিকে মুঠার মধ্যে ভ'রে, এগিয়ে যাব, এমন সময় তারা এসে 'চোর' 'চোর' শব্দে আমাকে ঘিরে ধরল! বিস্ময়ে ও ভয়ে তখন আমি বিহ্বল হ'য়ে গেলাম।

তরুণ কহিল—আশ্চর্য্য নয়। তারপর?

—তারপর তারা সবাই মিলে আমার কাপড় জামা খোঁজ ক'রতে থাকে। মুক্তোটি বেরিয়ে পড়তেই তারা আমায় ধ'রে নিয়ে একেবারে থানায় এনে হাজির করে। তার পরের কথা আর কি ব'লব?

তরুণ কহিল—আচ্ছা, যে বাগান-বাড়ীর ভিতর লোকদুটী লাফাইয়া পড়িল, সে বাড়ীটা কার? সেখানে কে থাকে?

নাম-ধাম ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি বেলেঘাটার কোন এক মহাজনের। তিনি নিজে থাকেন না, থাকে তাঁর একজন সরকার। বাগান পুকুর তত্ত্বাবধান করে আর করে ভাড়া আদায়। বাগানটির মধ্যে তিন চার খানা ছোট ছোট বাড়ী আছে, তাতে তিন চারটে ভাড়াটে থাকে।

এদের আপনি চেনেন?

না। তবে পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি—যারা থাকে তারা সবাই বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক। একজন রিটায়ার্ড্ মুন্সেফ, একজন প্রফেসর, আর একজন সাহেব।

তরুণ আর কোন প্রশ্ন করিল না, হরেন্দ্রকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র কহিল—নিজের জন্যে ভাবিনে। কিন্তু মায়া? তাকে দেখবার যে কেউ নেই।

কেউ নেই, এ-কথা সত্যি নয়, হরেন্দ্র বাবু! তাকে দেখবার জন্যে তার এই দাদা আছে, কোন কর্ত্তব্যে সে অবহেলা ক'রবে না।

হরেন্দ্র জোড় হাতে তরুণকে প্রণাম করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। তরুণ বাহির হইয়া গেল।



রাত্রের আহার সত্বর সমাধা করিয়া তরুণ ফোনে মিঃ ডেভেনহ্যামকে তাহার সহিত হরেন্দ্রের সাক্ষাতের বিবরণ জানাইল।

ডেভেনহ্যাম সাহেব বলিলেন—নতুন খবর তো কিছু পাওয়া গেল না। এখন কি ক'রবে ঠিক ক'রলে?

তরুণ জবাব দিল—আজ রাত্রেই আমি বাগান-বাড়ীটায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে চাই। ওখান থেকে তদন্তের কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারি কি না, দেখবো!

বেশ, তা ক'রে দেখতে পারো। কিন্তু হুঁসিয়ার, যেন সেখানকার লোকজনের কাছে ধরা প'ড় না; তাহ'লে মুস্কিল হবে। তারা না-জেনে তোমায় পুলিসে দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে লোক-জানাজানি হ'য়ে যাবে।

তরুণ কহিল—আজ্ঞে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; অত কাঁচা কাজ আমি ক'রব না।

ডেভেনহ্যাম সাহেব বলিলেন—আর একটা কথা জেনে রাখো—এই চুরির বিষয় সবচেয়ে বেশী কে জানে, জানো?—যার গলা থেকে চুরি হয়েছে, সেই রাণী নিজে।

তরুণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না! কহিল—সেকি! তাহ'লে তিনি পুলিসকে কিছু ব'লছেন না কেন?

নিশ্চয় কোন গূঢ় কারণ আছে। কিন্তু এ-কথা এখন থাক্। আমি কিছু কিছু খোঁজখবর পেয়েছি; আরও পাবো। সব কথা যথাসময়ে তুমি শুনতে পাবে। এখন যে কাজে যাচ্ছো, সে কাজে সফল হ'য়ে এসো এই প্রার্থনা করি।

সাহেব ফোন ছাড়িয়া দিলেন। রাত্রি বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া তরুণও কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

নিঝুম, নিস্তব্ধ পল্লী। তরুণ যখন সেই বাগান-বাড়ীটার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন আশে-পাশে বাড়ীর দ্বার বন্ধ হইয়াছে এবং পল্লীবাসীর অধিকাংশই নিদ্রার কোলে মগ্ন।

তরুণ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বাগানের ভিতর যে বাড়ীটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহারই উপরকার দু'একটা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। পাশাপাশি আর সব বাড়ীগুলির ঘর অন্ধকার। তরুণ আর একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া পাঁচীল বাহিয়া উপরে উঠিল এবং একলাফে বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িল।

জনশূন্য নিস্তব্ধ উদ্যান,—দূর হইতে ঝিল্লীর রব ভাসিয়া

আসিতেছে; আকাশে তখনো চাঁদ উঠে নাই; চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার! তরুণ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাগানের মধ্যে যে তিন চারি খানি ছোট ছোট বাড়ী সেগুলি একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকারই বিশ্লিষ্ট অংশ। সম্মুখের বাড়ীটির মাঝখানে সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি বাহিয়াই তিন চার ঘর ভাড়াটিয়াদের নিজ নিজ অংশে উঠিতে হয়।

তরুণ শুনিয়াছিল, জমিদারের কর্ম্মচারীটি নীচেকার দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকে; সে প্রথমে সাবধানে সেই ঘরের দিকেই অগ্রসর হইল! ধীরে ধীরে সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে দেখিল, দ্বারে তালা বন্ধ! তরুণ খুসী হইল! বুঝিল, কর্ম্মচারীটি কার্য্যান্তরে অন্য কোথাও গিয়াছে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সেই ঘরটি পরীক্ষা করিয়া লওয়া সহজ হইবে।

প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র তরুণের সঙ্গে ছিল; তাহারই একটার সাহায্যে সে অনায়াসেই দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং সম্মুখে টর্চ্চের আলো ধরিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অনতিপরিসর ঘরের ভিতর অতিশয় সামান্য আসবাব-পত্র; এক কোণে একটি আমকাঠের তক্তাপোষ, তাহার উপর বিছানাটি গুটানো রহিয়াছে; আর একদিকে একখানি পুরানো টেবিল, দু'একখানা চৌকি, একখানা ইজি-চেয়ার—

টর্চ্চের আলো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া তরুণ ঘরটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময় ইজি-চেয়ারের উপর আলো পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল।

একটি লোক একখানি শাদা চাদরে বুক হইতে পা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া তাহার উপর শুইয়া ঘুমাইতেছে !!

তরুণের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না !! বাহির হইতে দ্বার বন্ধ আর ঘরের মধ্যে লোকটি এমন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে ? তরুণ তাহার মুখের উপর টর্চ্চের তীব্র আলো নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল, লোকটি কি সত্যই ঘুমাইতেছে ?

অগ্রসর হইয়া লোকটির কাছে দাঁড়াইতেই তরুণের সন্দেহ বাড়িল ; সে তাহার হাত লোকটির কপালের উপর রাখিতেই বুঝিতে পারিল—নিস্পন্দ দেহ, হিম অসাড় হইয়া আছে !

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হইতেছে কিনা তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার জন্য তরুণ নিদ্রিত লোকটির গায়ের কাপড়খানা সরাইয়া ফেলিল ; এবং সরাইয়া ফেলিয়াই একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে কিয়দ্দূর সরিয়া গেল—

দেখা গেল, চাদরের নীচে লোকটির সমস্ত দেহ বুকের তাজা রক্তে লাল হইয়া আছে ! বুকের উপর প্রকাণ্ড ক্ষতের মুখ হইতে তখনো অল্পঅল্প জমাট রক্ত বাহির হইতেছে ; বুকের ঠিক উপরেই ছুরি বসাইয়া তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে ! তরুণের কণ্টকিত দেহ সে-দৃশ্য দেখিয়া বার বার শিহরিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত কয়েক সে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সহসা মাথার উপর কিসের শব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া বুঝিতে পারিল, কে বা কাহারা যেন তাহার মাথার উপরকার দ্বিতলের ঘরে দাঁড়াইয়া পা ঠুকিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ ও চাপা কণ্ঠস্বর কাণে আসিল !

তরুণ আশ্চর্য্য হইল,—কৌতূহলী হইল। ব্যাপারটা তাহাকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিল।

বাঁ দিকের মহলগুলি নিস্তব্ধ ও অন্ধকার। তাহাদের অধিবাসিবৃন্দ এতক্ষণে হয়ত গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। তরুণ উপরে উঠিয়া যে-ঘর হইতে চাপা কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। উত্তেজনায় তাহার বুক কাঁপিতেছিল।

দ্বার বন্ধ। ভিতরে একাধিক লোক কি-একটা বিষয় লইয়া চাপাস্বরে তর্ক করিতেছে। দ্বারের অল্প ফাঁক দিয়া আলোর রেখা বাহির হইয়া আসিতেছে। তরুণ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে দ্বারের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর, কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সাহসে ভর করিয়া আঙুলের আগা দিয়া দরজাটি ঠেলিয়া ঈষৎ ফাঁক করিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল।

প্রশস্ত ঘর। একপাশে লৌহ পালঙ্কে বিস্তৃত শয্যা; অপর পাশে একটি মেহগনির আলমারী। ঘরের মধ্যস্থলে একটি গোলাকার টেবিলের উপর একটি নীল-ঢাকা-লাগানো রীডিং ল্যাম্প জ্বলিতেছে এবং তাহারই দুই ধারে বসিয়া দুইজন লোক। তরুণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

দ্বারের দিকে পিছন করিয়া যে লোকটি বসিয়াছিল তাহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের উপর। মাথার উপর প্রকাণ্ড টাকের পাশে সমস্ত চুলগুলিই পাকিয়া গিয়াছে। বয়স অধিক হইলেও লোকটি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট। অপর ব্যক্তি মধ্য বয়সী; শীর্ণ শুষ্ক চেহারা, মুখের উপর চিন্তার কালো ছায়া!

সহসা তাহাদের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর আলোর নীচে তরুণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সবিস্ময়ে সে দেখিল, একটি ছোট পুঁটলির ভিতর হইতে একটা তীব্র জ্যোতি বাহির হইতেছে; সে অপলক নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

লোক দুইটী এতক্ষণ অতিশয় নিম্নকণ্ঠে কথা বলিতেছিল; এইবার টাক-ওয়ালা লোকটি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল—না, তার বেশী নয়; দুটো কি বড় জোর তিনটে মুক্তো এই থেকে খুলে দিচ্ছি—নিয়ে বিদেয় হও! আর, মুক্তো না নাও, নগদ্ দু-হাজার টাকা—তার একটি পয়সা বেশী নয়।

শীর্ণ লোকটি উত্তেজিত ভাবে কহিল—আমি এত কষ্ট ক'রে এত পাপ ক'রে জিনিষটা উপার্জ্জন করলুম, আপনি কোন্ অধিকারে তার ভাগ চাইচেন?

টাক কহিল—ধীরে, বাপু ধীরে! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ অধিকারে ও জিনিষটা আর-একজনের কাছ থেকে নিয়েছিলে? শুধু তাই নয়, তাকে শেষ অবধি হত্যা করেছো! নরহত্যা;—তার ফল কি জানো—ফাঁসী!! এই মুহূর্ত্তে যদি পুলিস ডেকে তোমায় ধরিয়ে দিই, তাহ'লে কি হয় বুঝেছো? মুক্তো তো যাবেই, উপরন্তু প্রেমের ফাঁস গলায় পরতে হবে। আর তাতে আমার লাভ বৈ লোকসান নেই, বুঝেছ? বামাল-শুদ্ধ তোমায় ধরিয়ে দিতে পারলে—রাজা আর মহারাণীর কাছ থেকে প্রচুর পুরস্কার পাবো। এখন বুঝছো—কোন্ অধিকারে এই জিনিষের দাবী করছি আমি? এতকাল মুন্সেফী ক'রে এলুম, অধিকার অনধিকারের কথাগুলো জানি বৈকি!!

তরুণের চোখের সম্মুখে সমস্ত ব্যাপার এক নিমেষে পরিষ্কার

হইয়া গেল। অদৃষ্টক্রমে সে যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়া একেবারে সাক্ষাৎ অপহরণকারীদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা মনে করিয়া উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বুঝিতে পারিল, নীচেকার হত লোকটিই আসল চোর; তাহাকে হত্যা করিয়া ওই শীর্ণ লোকটি মুক্তাহারটি সংগ্রহ করিয়াছে, এখন আবার বৃদ্ধ মুন্সেফটী তাহা হস্তগত করিতে চায়।

শীর্ণ লোকটি বলিল—বেশ, তাহ'লে আধা আধি ভাগ ক'রে নিন!

টাক কহিল—না, পরের রক্তে যদি হাত দিতেই হয়, তাহ'লে আধাআধি নয়; কিছু টাকা তোমায় দিচ্ছি তাই নিয়ে স'রে পড়। আর বাপু তুমি যে অর্দ্ধেক চাইছো তোমার দৌড় তো জানি, ওগুলো নিয়ে তুমি ক'রবে কি, বেচবে কোথায়? যে জহুরীর কাছে যাবে সেই পুলিশ ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেবে।

সহসা তরুণের যেন মনে হইল, লোকদুটীর পিছনে দরজার উপর যে ভারী পর্দ্দাখানা ঝুলিতেছিল, সেখানা নড়িয়া দুলিয়া উঠিল। সে চকিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। লোকদুইটী নিজেদের কথায় মগ্ন ছিল, এই সামান্য ব্যাপার তাহাদের নজরে পড়িল না।

শীর্ণ লোকটি উত্তেজিতভাবে কহিল—বেচা-না-বেচা আমার ইচ্ছে? সে কথা যাক, যে মুক্তোগুলোর জন্যে একটা খুন পর্য্যন্ত করলুম, সেগুলো অত অল্পে আমি দেবো না। দশটা মুক্তো আর পঞ্চাশহাজার টাকা—এই আমার শেষ কথা।

টাক কহিল—আমি যা বলেছি, সেই আমার শেষ কথা, তার চেয়ে এক-পয়সাও বেশী নয়।

শীর্ণ লোকটি সহসা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—যার জন্যে একটা খুন করেছি, দরকার হ'লে তার জন্যে আর একটা করতেও কুণ্ঠিত নই! এই বলিয়া চক্ষুর নিমেষে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিল!

ঘরের মধ্যে অপার্থিব নিস্তব্ধতা! বাহিরে সীমাহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভয়-চকিত নেত্রে তরুণ দেখিল, ঘরের আলোর রশ্মি শীর্ণ লোকটির হস্তধৃত ছোরাখানির উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে। আর একটা নরহত্যা সংঘটিত হইল বলিয়া।

কিন্তু মুন্সেফ বাবুও কম নহেন;—বৃথাই তিনি এতদিন সরকারের অন্ন গ্রহণ করেন নাই। ছুরি বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও তাঁহার পকেট হইতে ছোট একটি পিস্তল বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং তাহা শীর্ণ লোকটির দিকে উদ্যত করিয়া কহিলেন—আস্তে, বাপু আস্তে! আমাকে কি তুমি এমনই বোকা ঠাওরালে যে প্রস্তুত না হ'য়েই আমি তোমার সঙ্গে লেন-দেন ক'রতে এসেছি! এখন ছুরি গুটিয়ে নাও, তা না হ'লে আবার কি হ'তে কি হবে—

শীর্ণ লোকটির হাত হইতে ছুরি খসিয়া পড়িল; দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে তাহার সম্মুখের শক্তিমান প্রৌঢ়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

টাকি হাসিয়া কহিল—বেশ, যখন এত কষ্ট করেছো তখন না হয় সবশুদ্ধ আরও কিছু বাড়িয়ে দিচ্ছি। নিয়ে এই মুহূর্ত্তে স'রে পড়। মড়াটার ব্যবস্থা আমিই—

সহসা কথা বন্ধ হইয়া গেল। সবিস্ময়ে তরুণ দেখিল,



[illegible]

টাকের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে ; জিব বাহির হইয়া পড়িতেছে! অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

ওধারে চাহিয়া দেখিল—শীর্ণ লোকটিরও একই দশা! তরুণ বিহ্বল হইয়া গেল—সহসা তাহারা এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইল কেমন করিয়া? লক্ষ্য করিয়া এধার ওধার চাহিয়া সে দেখিল পিছনের পর্দ্দার ভিতর হইতে দুইটী সূক্ষ্ম রেশমের ফাঁস বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদের কণ্ঠ জড়াইয়াছে—

এই অত্যাশ্চর্য্য লোমহর্ষণ ব্যাপারে তরুণের হাত-পা মুহূর্ত্তের জন্য যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া গেল। রেশমের ফাঁস দেখিয়া তাহার মনে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা জাগিয়া উঠিল। সে জানিত পৃথিবীতে একমাত্র চীনা-দস্যু ছাড়া ঐরূপ রেশমের ফাঁস আর কেহই ব্যবহার করে না। তবে কি—

তরুণ পকেটে হাত দিয়া তাহার পিস্তল বাহির করিতে যাইবে, দেখিল পকেট শূন্য, পিস্তল নাই। ঠিক সেই সময় তাহার পিছনে ঘাড়ের উপর কে যেন হস্ত স্থাপন করিল। তড়িৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তরুণের সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল একটা বেঁটে চীনাম্যান তাহার ললাটের উপর পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুহূর্ত্তে তরুণ চিনিল—তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, ক্রূরকর্ম্মা, নিষ্ঠুর নরঘাতক চীনাদস্যু-দলপতি—চাংলী !!

৪

তখন শেষ রাত্রি।

মিঃ ডেভেনহ্যাম তাঁহার খাস কামরায় একাকী বসিয়া কাজ করিতেছেন। ঘরের বাহিরে একজন ইন্সপেক্টার তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতেছে।

মিঃ ডেভেনহ্যাম গভীর চিন্তামগ্ন। এক একবার খানিকটা লিখিতেছেন, বাকী সময় কিসের দুরূহ চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে।

টেবিলের ওধার হইতে কি একটা প্রয়োজনীয় বস্তু লইতে গিয়া তিনি সহসা চকিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার সম্মুখে একখানি চিঠি পড়িয়া রহিয়াছে উপরে তাঁহারই নাম লেখা! কী আশ্চর্য্য! এ চিঠি তো তিনি আগে দেখেন নাই! কে দিয়া গেল?

ঘণ্টা বাজাইতেই একজন সার্জ্জেণ্ট ঘরে প্রবেশ করিল। ডেভেনহ্যাম সাহেব চিঠিখানি তাহাকে দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন—এ চিঠিখানি কে দিয়ে গেল?

সার্জ্জেণ্ট বিস্মিত-নেত্রে লেফাফার দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল—সে কিছুই জানে না।

মানে? এর মধ্যে কে ঢুকেছিল আমার ঘরে?

কেউ না। আমি সমস্তক্ষণ পাহারায় আছি!

তাহ'লে চিঠিখানি কি উড়ে এলো?

সার্জ্জেণ্ট পুঙ্গবের লাল মুখ অধিকতর লাল হইয়া উঠিল; সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সাহেব কহিলেন—ইন্সপেক্টার লাহিড়ী বাইরে অপেক্ষা করছে। ডাকো তাকে।

লাহিড়ী আসিলে সাহেব তাহাকেও প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু সে-ও কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না, তবে এ কথা নিঃসংশয়ে জানাইল যে ইহার মধ্যে কেহই সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে নাই!

সাহেব তখন বিরক্ত হইয়া খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন এবং পত্র শেষে লেখকের নাম খুঁজিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। বিরক্তি উত্তেজনায় পরিণত হইল। তিনি রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে চিঠি পড়িতে লাগিলেন। চিঠিতে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে লেখা ছিল—

বাপু হে! যমের বাড়ী যাইবার জন্য এত সখ হইয়াছে কেন? চীন হইতে ভারতে আসিয়াছিলাম, কিছুদিন শান্তিতে দিনপাত করিব বলিয়া। কিন্তু তোমরা কেন শুধু শুধু আমার পিছনে লাগিলে? ভালো কাজ কর নাই। এখন তাহার ফল ভোগ কর। যাহাদের হাতে আমার তদন্তের ভার দিয়াছ, বলিয়া দিতেছি, তাহাদের একজনকেও জীবিত রাখিব না। আমার ক্ষমতা আছে কিনা তাহার প্রমাণ চাও। বেশ, জানিয়া রাখো—তোমাদের পুলিসের বড় সাহেবকে আজ রাত্রেই নরকে পাঠাইব। সাধ্য থাকে তাহাকে রক্ষা করিও। আর একটি খবর দিই। যে গোয়েন্দাটিকে মুক্তার মালার খোঁজে পাঠাইয়াছিলে, সে ঠিক জায়গাতেই গিয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয়—উপস্থিত সে এবং মুক্তার মালা দুই-ই আমার হাতে পড়িয়াছে। মহারাণীকে বলিও তাহার নির্ব্বুদ্ধিতায় তিনটী লোক খুন হইয়াছে; কাল

জানিতে পারিবে। সুতরাং মুক্তামালায় আর তাহার কোন অধিকার নাই। তাহা এখন আমার। সাবধান! আমার সমস্ত অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করিবে। নচেৎ তোমারও রক্ষা নাই। শুভরাত্রি।—চাংলী।

মিঃ ডেভেনহ্যাম-এর হাত হইতে চিঠি খসিয়া পড়িল। অসহ্য ক্রোধে তাঁহার সমস্ত মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে! তরুণ, তাঁহার পুত্রোপম তরুণ—সে দস্যুর কবলে! তাঁহার আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারীদের জীবন সঙ্কটাপন্ন। ইহার প্রতিকার চাই।

তিনি লাহিড়ীর দিকে ফিরিয়া তাহাকে কহিলেন—লাহিড়ী, তোমায় এখুনি একটা কাজ ক'রতে হবে। কয়েকজন সার্জ্জেণ্ট আর সিপাহী নিয়ে এখনি তুমি ইন্সপেক্টার মুখার্জ্জি বোস আর দত্ত—এই তিনজনের সাহায্যের জন্য যাও। তাদের দেখতে পেলেই তাদের সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। পরে অন্য কাজ করবার অর্ডার দেব—যাও।

আদেশ-পত্র লইয়া লাহিড়ী প্রস্থান করিল। ডেভেনহ্যাম সাহেব তখন অন্য একজন সার্জ্জেণ্টকে ডাকিয়া বলিলেন—ম্যাকফারসন, তুমি এখুনি আরও পাঁচজন সার্জ্জেণ্ট আর বারো-জন পাহারালা নিয়ে বড় সাহেব সার হার্ব্বাটের বাড়ী যাও। আজ বাকী রাত কাল সারা দিন সারা রাত সার হার্ব্বাটের বাড়ী পাহারা দেবে। এমনভাবে পাহারা দেবে যেন একটি মাছিও তাঁর বাড়ীর ভিতর ঢুক্‌তে না পারে—যাও।

সার্জ্জেণ্ট চলিয়া গেল, ডেভেনহ্যাম সাহেব একাকী ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন। পুলিস আপিসে তখন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কী যে ব্যাপার তাহা কেহই বুঝিতেছে না,

শুধু অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। ডেভেনহাম সাহেবের এরূপ বিচলিত ভাব কেহ কখনো দেখে-নাই। সুতরাং ব্যাপার যে সহজ-সাধারণ নয় তাহা সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করিতেছে।

সহসা কি মনে হইতে ডেভেনহাম সাহেব টেলিফোন যন্ত্রটা তুলিয়া লইলেন, তারপর নিম্নকণ্ঠে পুলিসের বড়-সাহেব সার হার্ব্বাটের বাড়ীর নম্বর চাহিলেন।

মিনিট দুয়েক পরেই উত্তর আসিল, ফোন ধরিয়াছেন, সার হার্ব্বাট স্বয়ং! তখন ডেভেনহাম সাহেব ধীরে ধীরে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। সার হার্ব্বাটের বিস্ময় ও ক্রোধের আর অন্ত রহিল না; বলিলেন—বটে! ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে! সহজে ওদের ছাড়া হবে না। হল্‌দে পোকাগুলোকে ভালরকম শিক্ষা দিতে হবে।

ডেভেনহাম সাহেব বলিলেন—চাংলী আমাকে যে চিঠি লিখেছে তাতে সে আপনাকেও হত্যা করবে, এমনি ভয় দেখিয়েছে। আমি কয়েকজন লোক পাঠিয়েছি, আপনার বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে। তারা এখান থেকে রওনা হয়েছে।

সার হার্ব্বাট হাসিয়া উত্তর দিলেন—বটে! ব্যাটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়! আমাকেও—। যাক্, লোক পাঠিয়েছো তার জন্যে ধন্যবাদ! কিন্তু তার দরকার ছিল না; আমার যা বন্দোবস্ত আছে, তাতেই আমি যথেষ্ট নিরাপদ। কারও সাধ্য নেই—

সহসা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মিঃ ডেভেনহাম বিস্মিত হইয়া, বারবার "হ্যাল্লো, হ্যাল্লো" করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন উত্তর

আসিল না, শুধু ঠক্ করিয়া একটা শব্দের দ্বারা বোঝা গেল, সার হার্ব্বাটের রিসিভারটা টেবিলের উপর পড়িয়া গেল।

এক মিনিট! তারপরেই তারের অপর প্রান্ত হইতে শব্দ আসিল—হাল্লো!

ডেভেনহ্যাম সাহেব বলিলেন—ইয়েস!' সার হার্ব্বাট?

উত্তর হইল—সুপ্রভাত মিঃ ডেভেনহ্যাম! চাংলী তার কথার খেলাপ করে না জানবেন। সার হার্ব্বাট এতক্ষণ পরলোকের পথে!!

৫

সার হার্ব্বাটের বাড়ী পাহারা দিবার জন্য সার্জ্জেণ্ট্ ম্যাকফারসনের উপর শেষ পর্য্যন্ত ডেভেনহ্যাম সাহেব আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহার বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল। সুতরাং তাহাকে অন্য কাজে নিয়োজিত করিয়া ডেভেনহ্যাম সাহেব অন্য একজন বাঙালী ইন্সপেক্টারকে প্রেরণ করিলেন।

ইন্সপেক্টার অখিল সিনা কয়েকজন সিপাহী সঙ্গে লইয়া যখন সার হার্ব্বাটের বাড়ী পাহারা দিবার জন্য উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত কলিকাতা সহর নিস্তব্ধ। রাস্তায় লোক-চলাচলের স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে—শুধু চৌরঙ্গীর উপর দিয়া থাকিয়া থাকিয়া দুই একখানা মোটর গাড়ী বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া যাইতেছে।

সার হার্ব্বাটের বাড়ী যে রাস্তায় তাহা অন্য গলি অপেক্ষা নির্জ্জন। সেই নির্জ্জন পথের উপর সিপাহীদের জুতার শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বাড়ীর নিকটে গিয়া দেখা গেল—গেট বন্ধ। সমস্ত বাড়ী অন্ধকার; শুধু ত্রিতলের একটি ঘরের পরদা ভেদ করিয়া আলোর রশ্মি বাহির হইতেছে। বুঝা গেল, উহা সার হার্ব্বাটের শয়ন-কক্ষ এবং তিনি এখনো জাগিয়া আছেন।

ইন্সপেক্টার সিপাহীদিগকে বাড়ীর চারিপাশে সাজাইতে লাগিল। দুই জনকে বাড়ীর পশ্চিমদিকে দেওয়ালের কোণে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অপেক্ষা করিতে আদেশ করিল; তার-পর আর দুইজনকে লইয়া উত্তর দিকের সরু গলিটার মধ্যে দাঁড় করাইল। একজন সিপাহী রাস্তার মোড়ে গিয়া দাঁড়াইল, অন্য একজন সার হার্ব্বাটের বাড়ীর উল্‌টা দিকের দোকান ঘরের রকের উপর বসিয়া সম্মুখের বাড়ীর প্রতি লক্ষ্য রাখিল। প্রত্যেকেই সশস্ত্র; প্রত্যেকেই আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত! তাহাদের উপর হুকুম হইল—রাস্তা দিয়া যে লোক যাইবে তাহাকে আটক করিয়া তাহার কাপড় জামা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিবে এবং চীনা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ থানায় প্রেরণ করিবে। কাজে লাগিতে পারে ভাবিয়া ইন্সপেক্টার মোড়ের মাথায় একখানা ট্যাক্সীও দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল।

বাড়ী ঘেরাও করা শেস হইলে ইন্সপেক্টার সার হার্ব্বাটের সহিত একবার দেখা করিতে মনস্থ করিল।

বাড়ীর বন্ধ দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া কলিং-বেল-এর উপর হাত রাখিতেই ভিতরে লোক-চলাচলের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গেল। পথের স্বল্প আলোয় দেখা গেল একজন সশস্ত্র সার্জ্জেণ্ট পিস্তল উদ্যত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান!

ইন্সপেক্টার অল্প একটু বিস্মিত হইল। সার হার্ব্বাট নিজেও

আয়োজন বড় কম করিয়া রাখেন নাই। মৃদু হাসিয়া ইন্সপেক্টার সার্জ্জেণ্টকে কহিল—বন্ধু! তোমার পিস্তলটা নামাও!

ইন্সপেক্টারকে ভাল রূপে নিরীক্ষণ করিয়া সার্জ্জেণ্ট তাহাকে নিজেদের লোক বলিয়া চিনিতে পারিল; কহিল—এত রাত্রে! কি প্রয়োজন?

ইন্সপেক্টার মৃদু হাসিয়া জবাব দিল—কদিন ধ'রে তোমাব দেখা না পেয়ে বড্ড মনকেমন করৃছিল, সার্জ্জেণ্ট! তাই রাত্রে তোমার সঙ্গে আলাপ করৃতে এসেছি!

গম্ভীরমুখে সার্জ্জেণ্ট কহিল—তোমার রসিকতার সময় এ নয়, ইন্সপেক্টার! গুরুতর বিপদের আশঙ্কায় আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে আছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি! তোমার মতো আর কজন আছে?

তিন জন।

ভালো! আমি এখন একবার সার হার্ব্বাটের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার কি হবে বল দেখি?

এখন! অসম্ভব। সার হার্ব্বাট এখন তাঁর শোবার ঘরে ব'সে রিপোর্ট লিখছেন। এখন সে-ঘরে অন্যের প্রবেশ নিষেধ! ডিকি তাঁর ঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে—সে পর্য্যন্ত এখন ঘরে ঢুক্তে পারবে না।

কিন্তু আমায় যে একবার পারতেই হবে। মিঃ ডেভেনহ্যামের হুকুম!

তা এ-বিষয়ে আমি তোমায় কোন সাহায্য করৃতে পারবো না। তুমি নিজের দায়িত্বে ঘরে প্রবেশ করৃতে পারো।

ইন্সপেক্টার হাসিয়া কহিল—কাজেই!

আর কালবিলম্ব না করিয়া উপরে গেল।

সার হার্ব্বাটের ঘরের বাহিরে ডিকি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার এইরূপে ঘুমাইতে পারার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা সতীর্থ মহলে অবিদিত ছিল না; ইহা লইয়া বন্ধুরা রসিকতা করিয়া তাহাকে ঘোড়ার সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে রাগাইয়া আনন্দ উপভোগ করিত।

ইন্সপেক্টার সোজা গিয়া ডিকির উদরে বুড়ো আঙুলের ধাক্কা দিতেই সে চকিত হইয়া একটানে তাহার বেল্টের মধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিল।

ইন্সপেক্টার হাসিয়া বলিল—থাক্! আর কষ্ট ক'রে দরকার নেই। পিস্তলটা যথাস্থানে রেখে দাও!

ডিকি দুই চোখ মেলিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—না, রাখবো না। তুমি ঠিক ক'রে বলো—তুমি কি আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ইন্সপেক্টার সিনা, অথবা কোন ছদ্মবেশী চীনা, কিংবা কোন অশরীরী আত্মা আমায় ভয় দেখাতে নেমে এসেছো!

ভয়ে উত্তেজনায় ডিকির হাত কাঁপিতেছিল!

চীনা নই ভাই,—আমি সত্যই সিনা। পিস্তলটা রাখো বন্ধু—তা না হ'লে কি শেষে তোমার হাতেই প্রাণটা খোয়াবো!

এইবার ডিকির বিশ্বাস হইল। এ ইন্সপেক্টার সিনাই বটে! ওরূপ রসিকতা করিয়া কথা বলিবার ভঙ্গী আর কাহারো নাই! কহিল—তুমি! তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

যেমন ক'রে মানুষে আসতে পারে, তেমনি ক'রে। যাক্! শোন, আমি একবার সার হার্ব্বাটের সঙ্গে দেখা করব। খবর দাও।

মাই গড্। আমি পারবো না। কড়া হুকুম—আদেশ না পেলে, বিরক্ত করবে না। আমি পারবো না, দাদা! সাহস থাকে, তুমি ভিতরে প্রবেশ কর!

ইন্সপেক্টার মনে মনে ইতস্তত করিতে লাগিল। কি জানি, শেষে কি কমিশনারের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া সে তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইবে! কিন্তু না; ডেভেনহাম সাহেবের হুকুম তাহাকে অমান্য করিলে চলিবে না। দেখা তাহাকে করিতেই হইবে!

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ইন্সপেক্টার সিনা কহিল—ভিতরে আস্‌তে পারি কি?

ভিতরে কোন শব্দ নাই!

ইন্সপেক্টার আবার অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে কহিল—ভিতরে আসবো?

উত্তর নাই!

ইন্সপেক্টার শঙ্কিত হইয়া দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল—আমি ডেভেনহাম সাহেবের কাছ থেকে আসছি—

পরক্ষণেই যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল তাহা দেখিয়া তাহার কথা শেষ হইল না; বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া সে ছুটিয়া সার হার্ব্বাটের নিকটে উপস্থিত হইল!

তাঁহার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে! দুই চোখ যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। টেবিলের পাশে বসিয়া হয় ত লিখিতেছিলেন—কলমটি তখনো তাঁহার দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধরা রহিয়াছে।

ইন্সপেক্টার সবিস্ময়ে দেখিল—তাঁহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন

করিয়া একটি সরু রেশমী সূতা ঝুলিতেছে! সে তাড়াতাড়ি সেই ফাঁসটি কাটিয়া দিল!

ডিকি!

ইয়েস! বলিয়া একলাফে ডিকি ঘরের মধ্যে আসিয়াই বজ্রাহতের মতো নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না।

এসো; আমাকে সাহায্য করো। দুজনে ধারাধরি ক'রে এঁকে এই ইজিচেয়ারটায় শুইয়ে দিই!

ডিকি কহিল—কি কোরে এ-রকম হ'ল?

আমার চেয়ে তোমারই বেশী জানা উচিত!

ইন্সপেক্টার সিনা টেলিফোনের যন্ত্রটা তুলিয়া লইল—

হ্যাল্লো! মিস্! রিজেন্ট—! ইয়েস! হ্যাল্লো! মিষ্টার ডেভেনহ্যাম-এর সঙ্গে কথা কইব! নেই তিনি? এই মাত্র বেরুলেন? কোথায় বেরুলেন, জানেন। না। অলরাইট্!

ভয়ে ভয়ে ডিকি কহিল—সাহেব কি মারা গেছেন?

না। এখনো মারা যান নি বটে। কিন্তু বাঁচবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এই বলিয়া টেলিফোন বই হইতে আর একটি নম্বর খুঁজিয়া লইয়া ইন্সপেক্টার পুনরায় টেলিফোন যন্ত্র তুলিয়া লইয়া আর একটা নম্বর চাহিল—

হ্যাল্লো! ডক্টর গ্রীন? আমি সার হার্ব্বাটের বাড়ী থেকে কথা বলছি। সার হার্ব্বাট? হ্যাঁ পুলিস কমিশনার—হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে পড়েছেন! হ্যাঁ; সাজ্ঘাতিক! একবার আসুন! ধন্যবাদ!

টেলিফোন করিয়া ডিকিকে সার হার্ব্বার্টের উপর নজর রাখিতে বলিয়া ইন্সপেক্টার বাহির হইয়া গিয়া নীচেকার সার্জ্জেণ্ট ও দুইজন জমাদারকে সংক্ষেপে ঘটনার কথা বলিয়া তাহাদিগকে উপরে পাঠাইয়া দিল এবং নিজে পথে বাহির হইয়া আসিল।

তাহাকে দেখিয়াই অপর দিক হইতে একজন জমাদার ছুটিয়া আসিল। ইন্সপেক্টার কহিল—খবর কি, রামলগন?

দোনো ডাকু পাকাড় গিয়া হাজুর!

দোনো ডাকু! চীনা লোক?

হাজুর!

উ-লোক কিধার হায়?

ইন্সপেক্টারের প্রশ্ন শুনিয়া জমাদার অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁক দিল—জুড়িদার হো!

অন্ধকারে অন্য প্রান্ত হইতে অনুরূপ উত্তর আসিল এবং চারজন সিপাহী-কর্ত্তৃক ধৃত জন দুই 'ডাকু'কে লইয়া অন্য এক জমাদার অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইন্সপেক্টারকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

বিস্মিত ইন্সপেক্টার ধৃত লোক দুইটীর পানে তাকাইয়া দেখিল—তাহারা দুইজন মুসলমান খানসামা; যে সাহেবের বাড়ী কাজ করে সেই সাহেবের নামের আদ্যক্ষর তাহাদের পোষাকের উপর মুদ্রিত রহিয়াছে! জমাদারের কীর্ত্তি দেখিয়া তাহার হাসি পাইল; ইচ্ছা হইল জমাদারকে ধমক দিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চার করে। মুখে মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া কম্পিত-কলেবর খানসামা দুইটার প্রতি তাকাইয়া গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—এত রাত্রে তাহারা কোথায় কি কাজে ঘুরিতেছিল?

খানসামা দুইজন ভীতকণ্ঠে যাহা জানাইল তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই যে, তাহারা অদূরবর্ত্তী টমাস সাহেবের বাড়ী কাজ করে। সাহেবের বাড়ীতে আজ খানাপিনা ছিল। অধিক রাত্রে খানাপিনা শেষ হইলে তাহারাও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাহাদের অন্য দুই-একজন দোস্তের সঙ্গে একটু ফুর্ত্তি করিতে বাহির হইয়াছিল, এক্ষণে বাড়ী ফিরিবার পথে এই বিপত্তি! তাহাদের একজনের নাম রহিম, অপরজনের নাম ইমামবক্স। টমাস সাহেবের কাছে তাহারা দশ বছর চাক্‌রী করিতেছে। ইচ্ছা হইলে ধর্ম্মাবতার টমাস-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন!

তাহাদের কথা শেষ হইলে, ইন্সপেক্টার গম্ভীরকণ্ঠে কহিল—এতনা রাতমে আউর কভি মৎ ঘুঁড়না! জমাদার! ছোড় দেও দোনোকো এ-দফে!

মুক্তি পাইয়া খানসামা দুইটা ঊর্দ্ধশ্বাসে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইন্সপেক্টার পুনরায় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় অদূরে মোটর-গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল দুইখানি মোটর বিদ্যুদ্বেগে তাহাদের অভিমুখেই আসিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই গাড়ী দুইখানি আসিয়া সার্ হার্ব্বাটের বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল। প্রথম মোটরখানি হইতে ক্ষিপ্রপদে যিনি নামিলেন, ইন্সপেক্টার তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল!

তাহাকে দেখিয়া ডেভেনহ্যাম সাহেব বলিলেন—সিনা! খবর কি বল?

পিছন হইতে শব্দ হইল—হ্যাল্লো, ডেভেনহ্যাম !

হ্যাল্লো, ডক্টর ! তুমি যে ?

সার হার্ব্বাটের অসুখের খবর শুনে এসেছি। তুমি কিছু জানো না ?

জানি না। তবে এখনই জানবো। সিনা, ব্যাপার কি ?

ইন্সপেক্টার তখন সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। সার হার্ব্বাট যে জীবিত আছেন—তাহাও সে জানাইল।

ডেভেনহ্যাম সাহেব উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বার বার রিং করলুম—কোন জবাব পেলুম না। তাই, ছুটে আসছি ! ডক্টর গ্রীনকে ফোন ক'রে তুমি খুব বুদ্ধির কাজ করেছো, সিনা !

গ্রীন সাহেব বলিলেন—কিন্তু এ রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার কোথাও শুনিনি। প্রহরী-বেষ্টিত পুলিস-কমিশনারের ঘরে আততায়ী নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ ক'রে তাঁকে আক্রমণ ও আহত ক'রে নিরাপদে বেরিয়ে চলে গেল—এ যে উপন্যাসের চেয়েও আশ্চর্য্য ব্যাপার !!

সার হার্ব্বাটের ঘরে গিয়া দেখা গেল, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন; একজন ভৃত্য তাঁহাকে জল পান করাইতেছে! তখনো তিনি উঠিতে পারেন নাই বটে কিন্তু কিয়ৎকাল পূর্ব্বের তাঁহার সেই মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে !

ডাক্তার নাড়ী দেখিলেন; বুক পরীক্ষা করিলেন; তারপর নিজের ব্যাগ হইতে একটা উত্তেজক ঔষধ বাহির করিয়া তাহা কমিশনারের মুখে ঢালিয়া দিলেন।

ঔষধ খাইবার পনেরো মিনিটের মধ্যে সার হার্ব্বার্ট উঠিয়া বসিলেন।

ক্রমে রাত্রি শেস হইয়া গেল। পূর্ব্ব গগনে ধীরে ধীরে আলোর আভাস দেখা দিতে লাগিল। রাত্রি শেষের শীতল বাতাস বহিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে উত্তেজিত লোকগুলির উপর স্নিগ্ধ পরশ বুলাইয়া দিয়া গেল।

আরও দুই একবার ঔষধ খাইবার পর সার হার্ব্বার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ক্রোধে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—উঃ! সয়তান-বেটারা আর একটু হ'লেই আমায় একেবারে শেষ করেছিল আর কি—শুয়োরের বাচ্চারা!

এই বলিয়া তিনি গলায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ফাঁসের দাগ তাঁহার গলা কাটিয়া বসিয়াছে! সহসা বলিয়া উঠিলেন—এর প্রতিশোধ চাই! হলদে পোকাগুলোকে আমি এমন শিক্ষা দেব যা তারা জীবনে ভুলবে না! ডেভেনহাম, আজই সহরের সমস্ত চীনা-পল্লী যেন বিধ্বস্ত ক'রে ফেলা হয়। সন্দেহজনক যাকে পাওয়া যাবে তাকেই যেন হাজতে এনে পোরা হয়। পরের ব্যবস্থা আমি করব।

ডেভেনহাম সাহেব একবার বলিতে চেষ্টা করিলেন যে, সে-কাজটা কি ভালো হইবে? নির্ব্বিচারে সকল চীনা-অধিবাসীর বাড়ী তল্লাস করিলে প্রকৃত অপরাধী কি ধরা পড়িবে?

কিন্তু কমিশনর সাহেব তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। যে ডেপুটি কমিশনরের এলাকার মধ্যে চীনা-পল্লীগুলি অবস্থিত ছিল, ফোন করিয়া তাহাকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

শুধু বলিয়া দিলেন—যেন কোন স্ত্রীলোকের উপর জুলুম না হয়!

গ্রীন সাহেব একটা কাগজে তাঁহার ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন—দেখুন, সার হার্ব্বাট! চীনাদের আপনি ধ্বংস করুন বা যাই করুন, আমার আপত্তি নেই। দুটি বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। প্রথম আজ সারাদিন আপনি বেরুতে পাবেন না; দ্বিতীয়, এই ওষুধটি খাওয়া সম্বন্ধে আপনি অবহেলা করতে পারবেন না। এখন আমি চল্লাম।

নিশ্চয়, ডাক্তার, নিশ্চয়! তোমার আপত্তি আমি মানবো। অনেক ধন্যবাদ!

কমিশনরের সহিত করমর্দ্দন করিয়া গ্রীন সাহেব প্রস্থান করিলেন।

তখন সার হার্ব্বাট আর এক দফা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন! অপদার্থ! সমস্ত সার্জ্জেণ্টগুলো অপদার্থ!! ডেভেনহ্যাম, যে-কজন কাল রাত্রে আমার বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল, তাদের চাকরী গেল এবং এই ইন্সপেক্টার, কি নাম তোমার? সিনা; উত্তম!—এই ইন্সপেক্টার সিনা আজ থেকে সহকারী-কমিশনরের পদে উন্নীত হ'ল। সাহসী ছোকরা! ঠিক সময়ে ও না এসে পৌঁছলে, এতক্ষণ আমার জন্যে তোমাদের কবরের ব্যবস্থা করতে হ'ত! আচ্ছা, এখন তোমরা যেতে পারো। সিনা, তুমি তোমার কয়েকজন বিশ্বাসী সহকারী নিয়ে আজ আমার এখানেই থাকো! আমার শরীর ভাল নয়—কি জানি, হয়ত আমার ওপর আবার আক্রমণ হ'তে পারে।

ডেভেনহ্যাম সাহেব আর দু'একটা প্রয়োজনীয় কথার পর

বাড়ী পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বাকী লোকজন লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সহসা চীনা পাড়ায় বিষম হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। কথা নাই—বার্ত্তা নাই, সহসা একদল পুলিস আসিয়া এক-একটা চীনার বাড়ীতে ঢুকিয়া সারা বাড়ী তছনছ করিয়া দিয়া কয়েকজন চীনাকে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সারা পাড়ায় হৈ হৈ রব উঠিল। চীনা স্ত্রীলোকের দল এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। লোকগুলা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িতে লাগিল।

কয়েদীর গাড়ী বোঝাই হইয়া চীনারা দলে দলে থানায় আসিতে লাগিল! সারা দিন ধরিয়া চীনা-পল্লীতে সে এক মহামারী কাণ্ড চলিতে লাগিল।

চীনা-পাড়ার মধ্যে ন্যানকিং রেস্তরাঁ বলিয়া একটি হোটেল ছিল। তাহার ম্যানেজার ধরা পড়িল; স্বত্বাধিকারী ধরা পড়িল; এমন কি সেখানে বসিয়া কয়েকজন বাঙালী যুবক পানাহার করিতেছিল তাহাদেরও চালান দেওয়া হইল।

একটা অন্ধকার বাড়ীতে পুলিস প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইল—একটি ক্ষুদ্রাকার ঘরের ভিতর জনকয়েক লোক,—তাহাদের মধ্যে একজন পেশোয়ারী, একজন হিন্দুস্থানী, একজন এ-দেশী মুসলমান ও বাকী কয়জন চীনা বসিয়া টাকা ভাগ করিতেছে। তাহাদের পিছনে কয়েকটা কাঁটা পেরেক দিয়া-আঁটা কাঠের বাক্স রহিয়াছে। এরা নিশ্চয় চাংলীর দল

স্থির করিয়া ভীম-বেগে পুলিস তাহাদের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের গ্রেপ্তার করিল।

চাংলীর দল নাই হোক, তাহারা যে দল, তাহাও বড় সহজ দল নহে। বহুকাল ধরিয়া পুলিসের চক্ষু এড়াইয়া সেই দলটি বিদেশে অহিফেন ও কোকেন আমদানী রপ্তানীর গুপ্ত ব্যবসা করিতেছিল—এতদিনে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল। অনুসন্ধানের ফলে পরে প্রকাশ পায় যে সমস্ত ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান ও আমেরিকার বহুস্থানে তাহাদের নিয়োজিত লোক আছে; বিশবৎসর ধরিয়া তাহারা এই ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছে। এতদিন বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কারণ পুলিসের মধ্যে তাহাদের লোক ছিল, পুলিসের গতিবিধি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্লেই তাহারা সংবাদ পাইয়া সাবধান হইত। এবার এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণের খবর তাহারা পায় নাই।

একটি চীনা আড্ডায় এক বড় মজার ব্যাপার ঘটিল। সার্জ্জেণ্ট অক্সহেড বারোজন সিপাহী লইয়া সেই আড্ডায় হানা দিয়াছিল। আড্ডার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—ঘরের ভিতর ন্যূনাধিক বারোজন চীনা মেঝের উপর নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে! ঘরের ভিতর বিশ্রী গন্ধ-যুক্ত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে!

সার্জ্জেণ্ট একজন সিপাহীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—এরা সকলেই ডাকাত। বাঁধো এদের।

সিপাহীরা অসাড়-অনড় চীনাদের লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কোন সাড়া শব্দ নাই। একজন সিপাহী ভীত মুখে আসিয়া সার্জ্জেণ্টকে জানাইল—সাব! ইলোক সব মর্ গিয়া!

মর গিয়া?

হাজুর !

গোরা-পুলিস তখন নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চীনারা সত্যই মরিয়া গিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য একটা চীনার পশ্চাৎদেশে সজোরে এক লাথি মারিল।

লাথি খাইয়া চীনার নেশা ছুটিয়া গেল। সে উঠিয়া রক্তচক্ষু উন্মীলিত করিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। তখন নিদ্রিত চীনাদের ঘুম ভাঙাইবার জন্য সেই প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গোরার বুটের প্রসাদে চীনারা নেশা মুক্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিল !

তখন সার্জ্জেণ্ট অক্সহেড বজ্রগর্জ্জনে কহিল—কে তোমরা ? এখানে কি করছ ?

একজন চীনা হাতজোড় করিয়া ভাঙাভাঙা ইংরাজীতে কহিল —আমরা ভগবানের শিষ্য ! এখানে ভগবানের নাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ভগবানের শিষ্য ! মিথ্যা কথা !

চীনা কহিল—মিথ্যা নয়। মহামান্য চাংলী আমাদের গুরু ! আমরা মিথ্যা বলি না।

চাংলী তোমাদের গুরু ? সে কোথায় ?

চীনা সসম্ভ্রমে কহিল—তিনি ওঘরে নিদ্রা যাচ্ছেন।

রিভল্‌বার বাগাইয়া ধরিয়া সার্জ্জেণ্ট পার্শ্বের কক্ষের দ্বার এক ধাক্কায় খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল, ঘরের মধ্যে একজন বৃহদাকার লম্বা চওড়া চীনা অকাতরে ঘুমাইতেছে ! সার্জ্জেণ্ট গিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল এবং নিমেষের মধ্যে তাহার হাতে হাতকড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর অন্য চীনাদের বাঁধিয়া সার্জ্জেণ্ট অক্সহেড নিজের কৃতিত্বে পুলকিত অন্তরে দুইখানা ট্যাক্সী ডাকিয়া তাহাতে সেই চীনাগুলাকে তুলিয়া থানা অভিমুখে রওনা হইল।

ডেভেনহ্যাম সাহেব তাঁহার আপিস কামরায় বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। সহসা ঘরের মধ্যে কাহার প্রবেশের শব্দ পাইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সার্জ্জেণ্ট অক্সহেড স্মিতমুখে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

খবর কি, সার্জ্জেণ্ট !

সেলাম করিয়া গর্ব্বিত কণ্ঠে অক্সহেড কহিল—চাংলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে !!

ডেভেনহ্যাম সাহেব লাফাইয়া উঠিলেন।

বল কি ? কে ধরলে ? কোথায় ? কেমন ক'রে ?

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে সার্জ্জেণ্ট সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

শুনিয়া ডেভেনহ্যাম সাহেব হতাশ হইয়া পড়িলেন। যে চাংলীকে ধরিবার জন্য আজ চীন-রাজশক্তি ব্যাকুল, যাহার অত্যাচারে সারা দেশ জর্জ্জরিত,—সে যে চীনা পল্লীর অন্ধকার ঘরে চণ্ডু খাইয়া ঝিমাইবার পাত্র নহে, তাহা তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন। মুখে বলিলেন আচ্ছা, নিয়ে এসো চাংলীকে এই ঘরে।

নিমিষের মধ্যে সার্জ্জেণ্ট অক্সহেড চাংলীকে ঘরে লইয়া আসিল।

তাহার দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া ডেভেলহ্যাম সাহেব মুখ ফিরাইলেন। টেবিলের উপর আসল চাংলীর ছবিওয়ালা

কাগজ খানা তখনো পড়িয়াছিল ; তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই স্থূলোদর চীনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার পেশা কি ?

লোকটা আমতা আমতা করিতে লাগিল।

বুঝেছি, তোমার চণ্ডুর আড্ডা আছে। পয়সা নিয়ে জাত ভায়েদের চণ্ডু খাওয়াও। কেমন, নয় ?

লোকটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তোমার নাম কি ?

লোকটা এইবার কথা কহিল ; বলিল—আমার নাম, চাংলী !

ডেভেনহ্যাম সাহেব হাসিয়া বলিলেন—নামটা বদ্‌লে ফেলো। তা না হ'লে ভবিষ্যতে আরও গুরুতর বিপদে পড়বে। অক্সহেড ! এঁকে ছেড়ে দাও !

৬

তরুণের বন্দীদশা ও সার হার্বার্টের [redacted]ত ডেভেনহ্যাম সাহেব উত্তেজিত ও ভীত হইয়া শত্রু-নিপাতের চেষ্টায় নিমগ্ন থাকুন, আমরা ইতিমধ্যে বিখ্যাত সমুদ্রগড়ের ততোধিক বিখ্যাতা রাণীর সহিত পরিচিত হই।

সমুদ্রগড়ের বর্ত্তমান রাণী রাজার দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর রাজা শোকে অধীর হইয়া রাজ্য-শাসন ছাড়িয়া সাগর-পারে যাত্রা করিলেন। সেইখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া, পত্নীশোক প্রশমিত হইলে দেশে ফিরিবেন, এইরূপ ইচ্ছা।

কিছুদিন ভেনিসে থাকিয়া সুইজারল্যাণ্ড ঘুরিয়া রাজা প্যারীতে উপনীত হইলেন। জগতের বিলাস-কেন্দ্র প্যারী ;

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-সার প্যারী; সভ্যতার আদর্শ স্থল প্যারী। রাজা প্যারী দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। তারপর সেখানকার কোন এক অভিজাত বিলাস-কুঞ্জে তথাকার বল্-নাচের আসরে বর্ত্তমান রাণীকে দেখিলেন এবং তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। রাণী তখন অষ্টাদশী। শুধু রূপ ও যৌবনের প্রাচুর্য্যেই নয়—নৃত্যগীত ও মনোহরণের ক্ষমতায় তিনি প্রাচীন কালের উর্ব্বশীর অভিনব সংস্করণ বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না।

মুগ্ধ হইতে রাজার অধিক সময় লাগিল না।

পরদিনই তিনি ইন্দিরা দেবীর পিতার সহিত আলাপ করিয়া সমস্ত পরিচয় অবগত হইলেন। ইন্দিরার পিতা বিহারের একজন বিখ্যাত রাজার নিকট-আত্মীয়। পূর্ব্বে অবস্থা হয়ত রাজার নিকটাত্মীয়ের অনুরূপই ছিল, এখন কিন্তু শুধু নামই সার—ভিতর অন্তঃসারশূন্য! পৈত্রিক বিষয়ের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত মন্টিকালোর জুয়ার আড্ডা প্যারীর মদের আড্ডায় নিঃশেষিত হইয়াছে; এখন ঋণ করিয়া দিন চলে। স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই; পুত্র-কন্যা লইয়া সম্প্রতি প্যারীতে আসিয়াছেন—কী একটা গুপ্ত-ব্যবসায় ব্যপদেশে। পুত্রটি একে অপদার্থ তায় চিররুগ্ন; সুতরাং তাহার দ্বারা বিশেষ কোন আশা নাই। এখন একমাত্র ভরসা এই রূপসী ও বিদুষী কন্যা ইন্দিরা। মেয়েটি যদি এখানে কোন ধনবান স্বামী শিকার করিতে পারে তবেই রক্ষা, নতুবা কপালে কি আছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

খবরবাদ লইয়া সমুদ্রগড়-অধিপতি জানিতে পারিলেন যে, ইন্দিরার রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়া প্যারীতে তাহাদের অনেক বন্ধু

জুটিয়াছে। তাহারাই তাহার পিতাকে প্রায়ই অর্থসাহায্য করে। রাজা বিচক্ষণ ব্যক্তি; নিমেষেই বুঝিয়া লইলেন, এই নারী-রত্নকে লাভ করিতে তাঁহার বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। তিনি একদিন সুবিধা মতো ইন্দিরার পিতার কাছে তাঁহার আবেদন পেশ করিলেন।

ইন্দিরার পিতা কিন্তু প্রথমে সম্মত হইলেন না। তিনি রাজাকে বুঝাইলেন, কন্যার বিবাহ হইয়া গেলেই সমুদয় পাওনাদারগণ তাঁহাকে চাপিয়া ধরিবে। অবিলম্বে তাহাদের সে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে তাহারা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিবে না। কন্যার বিবাহ তিনি অমুক দেশের অমুক এক মহা ধনবান্ রাজার সহিত ঠিক করিতেছেন; সেই রাজ-জামাতা কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সকল ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে। অবশ্য সমুদ্রগড়ের রাজাও যদি সেরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাঁহার হাতে কন্যাকে অর্পণ করিতে তাঁহার আপত্তি নাই।

তখন অনেক দরদস্তুর চলিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল—ইন্দিরার পিতার ঋণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। রাজা তাঁহাকে দেউলিয়া আদালতে নাম লিখাইতে বলিলেন এবং অঙ্গীকার করিলেন যদি ইন্দিরাকে পত্নীরূপে লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে গোপনে দুই লক্ষ টাকা দিবেন। আর বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকার বৃত্তি ব্যবস্থা করিবেন।

অনেক কসা-মাজার পর পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃত্তি বাহাত্তরে উঠিল। তাহার কয়েকদিন পরেই প্যারী সহরে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে ইন্দিরা দেবীর সহিত সমুদ্রগড়ের রাজার বিবাহ

সুসম্পন্ন হইল। তাহার পর সমুদ্রগড়ের রাজা কয়েক দিনের মধ্যেই রাণীকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এ বিবাহ সুখের হইল না। কিছুদিন পরে রাজা আবিষ্কার করিলেন যে তিনি জীবনে একটি অসংশোধনীয় ভুল করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা রূপসী ও বিদুষী বটে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পাতিব্রত্যের আদর্শ তাহাকে এতটকুও স্পর্শ করে নাই।

বিলাস-ব্যসনে ব্যয় তাহার অসাধারণ। প্রমোদ-কাননের ভোগ-বিলাসে তাহার যতটা সময় কাটে তাহার শতাংশের একাংশও স্বামীর সাহচর্য্যে যাপিত হয় না। স্বামীর কোন সংবাদ লওয়া বা তাহার সেবা করা তাহাও রাণী নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করেন না। স্বামী যদি কোন অনুযোগ বা অভিমান প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এ-কথা স্ত্রীর বলিতে বাধে না যে বৃদ্ধ বয়সে যুবতী-নারীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে সকল কথা স্বামীর ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

তাহার উপর দগ্ধ ক্ষতের মুখে লবণের প্রলেপ! প্যারী হইতে রাণী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার দুই জন পুরুষ-বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্যারীর সামরিক বিভাগে কাজ করিত। রাণীর নিমন্ত্রণ পাইয়া সহসা সুদূর কালা-আদমীর দেশে ছয়মাসের ছুটি লইয়া আসিল এবং রাজ-প্রাসাদে থাকিয়া রাজার খরচে চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় উপভোগে রাণীর সহিত আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিল। রাণীর সমস্ত সময় এখন তাহাদের সঙ্গেই অতিবাহিত হয়, রাজা একেবারেই পাত্তা পান না। অনুরোধ, উপরোধ, অভিমান, অনুযোগ সমস্তই বিফল হইল।

ছয় মাসের ছুটী ফুরাইলে প্যারীর বন্ধু দুটী স্বদেশে ফিরিল বটে কিন্তু রাজার ভাগ্য ফিরিল না। রাণী জেদ্ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং কালা-আদমীদের বর্জ্জন করিয়া শ্বেতাঙ্গ-সমাজের সহিত মেলামেশা করিয়া পান-ভোজন-নাচ ইত্যাদির আয়োজন করিয়া প্রাসাদ গুলজার করিয়া তুলিলেন।

এই সময় সহসা তাঁহার আর একটি নূতন আবদারে রাজা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। রাণী কহিলেন—আমি মহারাণী ! আমার বয়-পেজ (ছোক্‌রা-চাকর) চাই। যে-কেউ হ'লে চলবে না ; সম্ভ্রান্ত-বংশের শিক্ষিত ছেলে হওয়া চাই।

তাগাদার আর বিরাম নাই। রাজা দেখিলেন, ব্যবস্থাটা তাঁহার কাজে লাগিতেও পারে। এই অবসরে রাণীর গতিবিধির উপর একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে পারা যাইবে। বহু অনুসন্ধান করিয়া তিনি দরিদ্র অথচ জমীদারবংশীয় মণিলালকে আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাকেই নূতন পদে বাহাল করিলেন।

মণিলালের বয়স বিশ বছর—সুশ্রী ও শিক্ষিত। রাণী আপত্তি করিলেন না বরং রাজার পছন্দ দেখিয়া তাঁহাকে তারিফ করিলেন। রাজা মণিলালকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে কি-ভাবে গোয়েন্দা-গিরির কাজ করিতে হইবে তাহা গোপনে তাহাকে ভাল করিয়া শিখাইয়া দিলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। বরং উল্টা হইল। মণিলাল রাণীর মোহিনী-চক্রে পড়িয়া একেবারে মঝিল। রাণী তাহাকে নিজের ইচ্ছার দাস করিয়া লইল। সে রাণীর এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িল যে রাণীর উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার ছলে রাজার উপর গেয়েন্দাগিরি করিয়া রাণীকে সাবধান করিয়া দিত।

মণিলাল তখন রাণীর মোহে উন্মাদ! রাণীর অঙ্গুলি হেলনে সে তখন রাজাকে হত্যা করিতে পারিত, নিজেকে হত্যা করিতে পারিত—এরূপ শোচনীয় তাহার অবস্থা!

ইহাই রাণীর পূর্ব্ব ইতিহাস।

সেদিন রাণীর অপেক্ষাকৃত সকাল সকাল ঘুম ভাঙিয়াছিল। নিদ্রাভঙ্গের পর সাজ-সজ্জার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল রাজা তাহার সহিত দেখা করিতে চান; আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি এখানে আসিবেন। রাণী যেন প্রস্তুত থাকেন।

বিরক্তিতে রাণী ইন্দিরার ভুরু যুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন মনোহর প্রাতঃকাল, এই সময় ওই কদাকার বৃদ্ধের সঙ্গ কল্পনা করিয়া রাণী বিরক্তি বোধ করিলেন। সাজ-সজ্জা সমাপন করিয়া মুখে একটা ক্লান্তির ভাব আনিয়া রাণী সোফায় বসিয়া রাজার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরেই রাণীর বিশ্রামাগারে রাজা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আষাঢ়ের মেঘের মতো গম্ভীর মুখ, চালচলন ও কথা-বার্ত্তায় অন্তরের উদ্বেলিত ক্রোধ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দাসীকে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করিলেন, দাসী প্রস্থান করিলে রাজা নিজ হাতে দ্বার বন্ধ করিলেন।

রাণী অপাঙ্গে রাজার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল; বুঝিল, আজ সত্যসত্যই রাজা রাগান্বিত হইয়াছেন। তিনি তাহার সম্মুখে বসিতেই রাণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

গম্ভীরকণ্ঠে রাজা কহিলেন—আমি তোমার সঙ্গে দু'একটা বিষয়ে কথা কইতে চাই। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা।

রাণী তাহার স্বভাবসুলভ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কহিলেন—আঃ! তোমার প্রয়োজনীয় কথা তো অনেক শুনেছি! আবার সেই বকুনি—!!

রাজা মাথা নাড়িলেন। মুখে তাঁহার কঠিন দৃঢ়তার রেখা। কহিলেন—হ্যাঁ, আবার সেই বকুনি! কিন্তু এবার সে বকুনি যাতে তুমি অগ্রাহ্য না কর, তার ব্যবস্থা আমি করব! তোমার ব্যবহার আমার অসহ্য হ'য়েছে।

রাণী গ্রীবা উত্তোলন করিয়া কহিলেন—তোমার এই তিরস্কার শুনতে আমি মোটেই রাজী নই!

রাজা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলিলেন—তিরস্কারের দিন পেরিয়ে গেছে, এখন চাবুকের দিন এসেছে। বোধ করি, সেই ব্যবস্থাই আমায় করতে হবে।

অসহ্য বিস্ময়ে রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কি! কি বললে?

রাজার মাথায় তখন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে; রাণীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন—চাবুক, চাবুক! শুনতে পেয়েছো?

সহসা রাজার মুখের প্রতি চাহিয়া রাণী মনে মনে সত্যই ভীত হইয়া পড়িলেন; স্তম্ভিতভাব ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া মৃদু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা?

—স্পর্দ্ধা! কার স্পর্দ্ধা? আমার না তোমার? আমার অর্থে নিজের বাপ ভাইদের নিত্য নিয়মিত পালন করছ—সে ধরি না। কিন্তু আমার পূর্ব্ব-পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে যে এমন দুহাতে নির্ব্বিচারে তুমি তোমার বিলাস প্রবৃত্তি চরিতার্থ

করছ—তার কি কৈফিয়ৎ আছে? তার উপর আমি তোমার স্বামী, আমার প্রতি কর্ত্তব্য তো দূরের কথা তোমার দয়া মায়াও নেই, আমার চোখের ওপর তুমি অন্যপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করছ—এর কি জবাব তুমি দেবে? অনেক সহ্য করেছি কিন্তু আর নয়। এখন থেকে রাজপ্রাসাদে অর্থ দিয়ে ক্রয় করা বাঁদীর মতো তুমি থাকবে; তার বেশী মর্য্যাদার যোগ্য নও তুমি! তুমি অতি হীন, অতি নীচ, অতি ছোট! তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি কিন্তু মণিলালের মৃত্যু আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। আজ থেকে—

রাজার কথা শেষ হইল না; অধীর আগ্রহে রাণী বলিয়া উঠিল—মণিলাল? কি হয়েছে তার? বল, বল?

—মণিলাল খুন হয়েছে! একটা বাগান-বাড়ীর মধ্যে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কে তার বুকে ছুরি বসিয়ে তাকে হত্যা ক'রে রেখে গেছে। আমার বিশ্বাস, এ-মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। যে রাত্রে তোমার গলা থেকে মালা চুরি গেছে সেই রাত থেকে মণিলালকে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় নি। আমার দৃঢ় ধারণা তোমার কোন ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত ছিল, তারপর শত্রুহস্তে বেচারা প্রাণ দিয়েছে।

রাজা ক্ষিপ্ত সিংহের মতো পদচারণা করিতে লাগিলেন। রাণী মৌনমুখে সোফায় বসিয়া রহিলেন—মুখে তাহার অপরাধের কালিমা অতিশয় স্পষ্ট ভাষায় দীপ্যমান।

কয়েক মিনিট নীরবে কাটিয়া যাইবার পর দ্বারে করাঘাত হইল। রাজা হাঁকিলেন—কে?

বাহির হইতে শব্দ আসিল—মহারাজ!

কণ্ঠস্বরে রাজা বুঝিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী দেখা করিতে চায়। দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি চাই ?

মহারাজ ! গোয়েন্দা বিভাগের বড় সাহেব মিঃ ডেভেনহ্যাম এসেছেন ! তিনি এখুনি মহারাণীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজা বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—রাণীর সঙ্গে না আমার সঙ্গে ?

আজ্ঞে না। মহারাণীর সঙ্গেই তিনি দেখা করতে চান। বল্লেন—জরুরী দরকার।

রাজা কহিলেন—আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও।

সেক্রেটারী প্রস্থান করিল। রাজা তখন আপন মনেই বলিলেন—আসবে বৈকি ! এইবার পুলিস আসবে ; আরও কত কে আসবে ! আমার বরাতে এখনও কত দুর্ভোগ আছে তার ঠিক কি ?

পুলিসের নাম শুনিয়া রাণীর ভাবান্তর ঘটিল ; ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় তাঁহার সমস্ত দেহ মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল ; রাজাকে তিনি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কণ্ঠ দিয়া স্বর ফুটিল না।

ইত্যবসরে মিঃ ডেভেনহ্যাম সাহেব ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিজেই সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রথমে রাণী পরে রাজার দিকে মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানাইয়া একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত ঘরের মধ্যে কাহারো মুখে কোন কথা নাই। রাণী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া—রাজার দৃষ্টি সম্মুখের দেওয়ালের উপর নিবদ্ধ ! উপায়ান্তর না দেখিয়া মিঃ ডেভেনহ্যাম কথা আরম্ভ করিলেন ; কহিলেন—আপনাদের বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত ঘটালাম। অত্যন্ত দুঃখিত। মাপ করবেন। আমাদের কর্ত্তব্য

বড় কঠোর! রাজা-বাহাদুর আছেন, ভালোই হয়েছে। কথাবার্ত্তা আপনার সামনে হওয়াই ভালো। মাপ করবেন মহারাণী, আমি আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

রাণী মুখ তুলিয়া বলিলেন—বলুন।

সেদিন রাত্রের চুরি সম্বন্ধে রাজা-বাহাদুরের বক্তব্য আমরা শুনেছি। এখন আপনি কি জানেন, বলুন।

রাণী মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন—সবই তো শুনেছেন। আমি স্ত্রীলোক! আমি আর কি জানবো, বলুন!

আপনি স্ত্রীলোক, তা জানি, কিন্তু এ চুরি সম্বন্ধে আপনিই যে সব-চেয়ে বেশী জানেন, তা-ও জানি। তাই আপনার কাছে এসেছি! আপনার বাবাকে আমি বহুদিন থেকে জানি; তিনি যে এখানে এসেচেন, তাও আমি শুনেছি; তাঁর সঙ্গে আপনার অনুচর মণিলালের দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছিল, তা-ও আমি জানি। আমার মনে হয়, মণিলালের মৃত্যুর জন্যে আপনি কতক পরিমাণে দায়ী। এখন যদি সবকথা খুলে বলেন, তাহ'লে আমাদেরও কাজের সুবিধা হয়, আর আপনাদেরও বারবার বিরক্ত করতে আসি না।

রাণী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর চোখ তুলিয়া সাহেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে এক সঙ্গে ভয়, নিরাশা, বিদ্বেষ, বেদনা ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল। কহিলেন—অনেক কথাই আপনি জানেন। বাকি যা-কিছু সমস্তই আপনাকে বলছি; কিন্তু শপথ করুন, আর কোনদিন আমাদের বিরক্ত করতে আসবেন না।

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—অঙ্গীকার করতে পারি না;

কিন্তু কথা দিলাম, বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে কখনো আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে আসবো না।

রাজা মনে মনে ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু মুখে সে-কথা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন—সাহেব যখন নিজে এসেছেন, তখন সব-কথা না শুনে উনি যাবেন না। বল, যা তোমার বলবার আছে—বল।

রাণী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন—বলব আর কি! উনি তো সবই জানেন।

মিঃ ডেভেনহ্যাম বলিলেন—না। সব আর কি জানি। আপনার বাবা যে কেন লুকিয়ে এখানে এসেচেন তা তো জানি না।

বাবা এখানে এসেছিলেন—আমার গলার মুক্তোর মালা গাছটা নেবার জন্যে।

রাজা ভয়ানক চমকিয়া উঠিলেন। মিঃ ডেভেনহ্যাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন—তারপর?

বাবার কিন্তু এতে খুব বেশী দোষ নেই। প্যারীতে আমাদের একজন পাঞ্জাবী বন্ধু জুটেছিল, সে নাকি পাঞ্জাবের কোন নেটিভ-ষ্টেটের রাজার ভাই। বহুদিন থেকে এই মুক্তোর মালাটার উপর তার লোভ ছিল। আমার বিবাহ হ'য়ে যাবার পর সে বাবাকে এই ব'লে ভয় দেখাতে আরম্ভ করলে যে তিনি যদি আমাকে রাজী করিয়ে ঐ মুক্তোর মালাটা এনে তাকে না দেন তাহ'লে সে আমার নামে কলঙ্ক রটনা করবে। তার ফলে রাজা আমাকে ত্যাগ করবেন এবং বাবার মাসোহারা বন্ধ হ'য়ে যাবে। বাবা প্রথমে রাজী হন নি; তখন লোকটা

বাবাকে টাকার লোভ দেখাতে লাগলো। দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার শেষে এক লাখ। টাকার লোভে ভুলে বাবা আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখতে লাগলেন; শেষে এইখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। তবুও আমি রাজী হই নি। শেষ পর্য্যন্ত বাবা সেই পাঞ্জাবীটার পক্ষ হ'য়ে আমার নামে কলঙ্ক রটনা ক'রবেন ব'লে ভয় দেখাতে লাগলেন,। মহারাজকে আমার বিরুদ্ধে যা চিঠি লেখা হবে তার খসড়া একদিন এনে দেখালেন। তখন আমি অত্যন্ত ভয় পেয়ে বাবার কথায় রাজী হলুম এবং তাঁর নির্দ্দেশ মতো মণিলালকে মালা অপহরণের কাজে নিযুক্ত করলুম।

রাজা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া এই ভীষণ বিচিত্র কাহিনী শুনিতে লাগিলেন; তাঁহার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইল—তুমি! ইন্দিরা!! কী ভয়ানক!!!

মিঃ ডেভেনহ্যামের মুখে একটুকুও চাঞ্চল্য নাই; একাগ্রমনে তিনি রাণীর কথাগুলি অন্তরের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিলেন; শুধু কহিলেন—বলুন! থাম্‌লেন কেন?

রাণী বলিয়া চলিলেন—প্রথমে স্থির হয়েছিল—উৎসবের পর আমি মালাটী গোপনে বাবার নিকট পাঠিয়ে দিয়ে স্নানের ঘরে যাব, পরে ফিরে এসে যখন সাজ সজ্জায় ব্যস্ত থাকবো সেই সময় হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠব—চোর চোর ব'লে। লোক জন রাজা এলে ব'লব—মুখোস পরা দুটী লোক, জোর ক'রে আমার গলা হ'তে মালাটী নিয়ে গেল। এ যুক্তিটী সকলের মনোমত না হওয়ায় পরে স্থির হ'ল যে নাচ-ঘরের পিছনে বাগানে যে বিরাম-কুঞ্জ আছে, সেখানে গিয়ে আমি অপেক্ষা

ক'রব এবং মণিলাল তখন ওই বারান্দার কোণে লুকিয়ে থাকবে। আমার কাছ থেকে মালাগাছটি নিয়ে পিছন দিয়ে নেমে গিয়ে বাগানের পাঁচীল ডিঙিয়ে বাবা যে সাঙ্কেতিক স্থানে অপেক্ষা ক'রবেন সেখানে গিয়ে তাঁকে সেটি দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ ফিরে আসবে। মণিলাল ফিরে এলেই মহারাজের কাছে ছুটে গিয়ে জানাবো যে আমার গলা থেকে মালা কে ছিনিয়ে নিয়েছে! তখন চারিদিকে খোঁজাখুঁজি প'ড়বে এবং শেষে মালাটা চুরি গেছে—এই কথা সবাই জানবে। দাদা ইতিমধ্যে মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং সে-রাত্রে নিমন্ত্রিতও হয়েছিলেন। মহারাজ জানতেন—আমার বাবা প্যারীতে আছেন। বাবার আদেশমত দাদা এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন—পাছে শেষ পর্য্যন্ত আমি রাজী না হই,—এইজন্যে। যথা-সময়ে নির্ব্বিঘ্নে মালাগাছটি গলা থেকে খুলে মণিলালের হাতে দিলুম; মণিলালও তীরের মতো অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি আর দাদা উদ্বিগ্ন-চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলুম,—মণিলাল ফিরে এলেই আমি রাজাকে মালা-চুরির কথা জানাবো। কিন্তু মণিলাল আর আসে না। আধ ঘণ্টা গেল, এক ঘণ্টা হ'য়ে গেল—মণিলালের দেখা নেই। এদিকে খবর এলো রাজা আমার খোঁজ করছেন। তখন আমি দাদার পরামর্শ মতো বাগানের বিরামকুঞ্জে বসলুম এবং দাদা ছুটে গিয়ে রাজাকে মালা-চুরির খবর দিলে। তার পরের কথা সবই আপনারা জানেন। এ-কদিন যে আমার কেমন-ক'রে কেটেছে তা' ভগবানই জানেন। জানি, আমি যা করেছি, তাতে আমার স্বামীর কাছে আমি ক্ষমার অযোগ্য; কিন্তু তবুও তাঁর সামনে

আজ অকপটে সমস্ত কথা ব'লে আমি অন্তরের মধ্যে অনেকখানি শান্তি অনুভব করছি।

একজন অপরিচিত বিদেশীর সম্মুখেই সমুদ্রগড়ের মহারাণী বালিকার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে রাজা মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মিঃ ডেভেনহ্যাম মিষ্ট স্বরে বলিলেন—আপনি যা বল্লেন সমস্ত সত্য ব'লে আমি গ্রহণ করলুম। মহারাণী, আপনি যে এমন অকপটে আমার কাছে সমস্ত কথা খুলে বল্লেন,তার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। রাজা বাহাদুর, আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। মানুষের জীবনে এরূপ ঘটনা আশ্চর্য্য নয়! আপনি আমাকে একজন বিদেশী পুলিস-অফিসার মনে ক'রে দুঃখিত হবেন না, আমাকে আপনার একজন শুভানুধ্যায়ী মনে ক'রে আমাকে ধন্য করুন। জেনে রাখুন, আমার দ্বারা আপনার বা মহারাণীর কোন অনিষ্ট কোন দিন হবে না।

আমাকে আপনি বাঁচালেন। বলিয়া রাজা উঠিয়া আসিয়া সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

সাহেব বলিলেন—আপনি শুনে সুখী হবেন যে, আপনার অলঙ্কার উদ্ধারের জন্য আমি স্বয়ং তদন্ত আরম্ভ করেছি। আর শুনে দুঃখিত হবেন যে—এই বহুমূল্য অলঙ্কারের জন্য শুধু মণিলাল নয়, আমার দু'জন বিশ্বাসী পুলিশ কর্ম্মচারী শত্রুহস্তে প্রাণ দিয়েছে এবং আমার প্রিয়তম সহকারী তাদের হাতে বন্দী! আরও হয়ত অনেক ভীষণ ঘটনা ঘটেছে—সে সব সংবাদ এখনো পাই নি। তবে শুনেছি—আরও দুজন এই সম্পর্কে নিহত

হয়েছে। এ খবর আমি পেয়েছি—যার কাছে এখন মুক্তোর মালা আছে—

রাজা ও রাণী একসঙ্গে প্রশ্ন করিলেন—কার কাছে ?

মিঃ ডেভেনহ্যাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন—স্বনামধন্য চীনা-ডাকাত চাংলীর কাছে !!

রাজা কহিলেন—বলেন কি ? তাহ'লে সেদিন যাকে ধরা হয়েছিল—

সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ! তাকে আজ-কালের মধ্যেই মুক্তি দেবো। আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসি। যাবার আগে এই শুভেচ্ছা জানিয়ে যাই—আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল, এখন থেকে তার অবসান ঘটুক। নমস্কার !

সাহেব বাহির হইয়া গেলেন।

তখন রাণী উঠিয়া আসিয়া অশ্রু-প্লাবিত নেত্রে এবং অনুতাপ বিগলিত স্বরে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে রাজার পায়ের উপর নিজের মস্তক ন্যস্ত করিলেন।

৭

বহুক্ষণ অজ্ঞান হইয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে তরুণ চোখ মেলিয়া চাহিল।

সর্ব্বাঙ্গে তাহার দারুণ বেদনা। মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে ! কিসের তীব্র নেশার প্রতিক্রিয়ায় হাত পা অবশ হইয়া গেছে—বহু চেষ্টা করিয়াও সেগুলিকে সবল করিতে পারা যাইতেছে না।

এমনি করিয়া অবশ-অনড় অবস্থায় আরও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমশঃ দেহে স্বল্প একটু বল লাভ করিয়া তরুণ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

কী সর্ব্বনাশ! তাহার হাত পা শিকল দিয়া বাঁধা! উঠিবার উপায় নাই। শৃঙ্খল একটি দেওয়াল-সংলগ্ন কড়ার সহিত বন্ধ। উঠিলেও চলিয়া যাইবার উপায় নাই।

যে ঘরটিতে তরুণ বসিয়া আছে তাহা মাটীর নীচের ঘর হইবে। যেমনি অন্ধকার তেমনি শীতল। মাথার উপরে ছোট একটি গহ্বর দিয়া ক্ষীণ আলোর রশ্মি ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করিয়াছে; অন্য কোন গবাক্ষ বা আলো আসিবার পথ নাই। ঘরের ক্ষুদ্রাকার দরজাটি অনেক উঁচুতে; একটি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া ওঠা-নামা করিতে হয়।

বসিয়া বসিয়া তরুণ আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা ভাবিয়া দেখিতে লাগিল—

সেই বাগান-বাড়ী! নীচের ঘরে মৃত যুবক। উপরে পৈশাচিক মৃত্যুর সেই তাণ্ডব লীলা!

ধীরে ধীরে তাহার মনে পড়িল কেমন করিয়া পিছন হইতে চাংলী ও তিন চারিজন দস্যু ছুটিয়া আসিয়া নিমেষে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল; তারপর চাংলী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তার মালাটা লইয়া আসিয়া তার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—জবর জিনিষ, না? তারপর একজন লোক আসিয়া তাহার নাকের উপর একটা রুমাল চাপিয়া ধরিল। এক মিনিট; পরক্ষণেই সব অন্ধকার!!

ছবির মতো দৃশ্যটি তরুণের মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল। সে এখন চীনা দস্যুর বন্দী। হয়ত এইখানেই তাহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তরুণ গভীর আচ্ছন্ন অন্তরে বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে ঘরের উপরে একটা শব্দ হইল। পরক্ষণেই দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হইতেই একটি ক্ষীণ আলোর রেখা ঘরে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ দ্বার সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল; ঘরে প্রবেশ করিল লণ্ঠন হাতে একজন চীনাম্যান; তাহার পিছনে পিছনে আরও দুইজন। প্রত্যেকের হাতে এক একখানা প্রকাণ্ড ছোরা, আলোয় তাহা চক্ চক্ করিতেছে।

তরুণের সারা দেহ যেন হিম হইয়া গেল। বোধ হয় তাহারা তাহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। চীনাগুলা অগ্রসর হইয়া আসিয়া লণ্ঠনটা তাহার মুখের উপর ফেলিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল; একজন দুর্ব্বোধ্য চীনাভাষায় কী বলিয়া তাহার পিঠে সজোরে এক লাথি মারিল। তারপর দরজা দিয়া আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। দুই হাতে তাহার দুই'টি কানা-ওঠা থালা, একটা থালায় কতকগুলা ভাত, আর একটায় খানিকটা জল রহিয়াছে। সে পাত্র দুইটা তরুণের সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

তখন অপর দুইজনের মধ্যে একজন ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে কহিল—এই গোয়েন্দা! ঐ তোর খাদ্য! খেয়ে ফ্যাল্!

তরুণ তাহার হাতের বন্ধন দেখাইয়া বলিল—খাব কেমন ক'রে?

চীনাটা গরুর মতো অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া কহিল—এমনি ক'রে মুখ দিয়ে খা। সেই জন্যেই তো থালায় ক'রে জল দিয়েছি!

এই কথার পর দুজনে তরুণকে উদ্দেশ করিয়া খুব খানিকটা হাসাহাসি করিল, পরে দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে তরুণ সেই অন্ন-পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। যেমন নোংরা থালা তেমনি জঘন্য অন্ন। দেখিয়া তরুণের গা গুলাইয়া উঠিল। তখন তাহার তৃষ্ণায় প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অতি কষ্টে নীচু হইয়া থালা হইতে সে খানিকটা জল পান করিল। বহুক্ষণ পরে জল খাইয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া শরীরের আলস্য ভাঙিয়া পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করিল। বাহিরে আবার দ্বার খোলার শব্দ হইল।

এবারে একসঙ্গে অনেকগুলি চীনা ঘরে প্রবেশ করিল। প্রত্যেকের হাতে এক এক খানা বড় ছোরা! তরুণ ভীত বিস্মিত নেত্রে তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিল।

একটা চীনাম্যান অগ্রসর হইয়া একটানে তরুণকে দাঁড় করাইয়া তাহার হাতের শিকলটা খুলিয়া দিয়া দুই হাতে হাত কড়া লাগাইয়া দিল। আর একজন তাহার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল।

তখন প্রথম চীনাটা তাহার মাথায় একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চাঁটি মারিয়া কহিল—চল্ !!

অসহ্য ক্রোধে তরুণের সারা দেহ আগুন হইয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল, এক পদাঘাতে এই শয়তান বেটাকে শোয়াইয়া দিই। কিন্তু হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া এস্থলে সুবিবেচনার কাজ নয় ভাবিয়া তরুণ নীরবে এ অপমান সহ্য করিল।

উদ্যত-ছোরা লইয়া সেই চীনাগুলো—তরুণের চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া তাহাকে সে ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া চলিল।

উপরে উঠিয়া কয়েকটা ঘর পার হইয়া তরুণকে একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘরে আনিয়া হাজির করা হইল। ঘরটা অতিশয় নোংরা; ভিতর হইতে চণ্ডু ও পচা খাদ্যদ্রব্যের দুর্গন্ধ বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তরুণ দেখিল, এক পাশে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া কয়েকটা চীনাম্যান নিম্নস্বরে কথা বলিতেছে; অপরদিকে একটা চওড়া টুলের উপর বসিয়া দুর্বৃত্ত চাংলী একমনে চণ্ডু সেবন করিতেছে। তাহার সম্মুখে আর একটা টুলের উপর কতকগুলা কাগজ-পত্র সাজানো। লোকগুলা তরুণকে টানিয়া আনিয়া চাংলীর সম্মুখে দাঁড় করাইল—যেন প্রহরীরা কয়েদীকে বিচারপতির সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল।

একবার মুখ তুলিয়া তরুণকে দেখিয়া লইয়া চাংলী পুনরায় নিবিষ্টচিত্তে ধূমপানে নিমগ্ন রহিল। তরুণ স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে চাংলী পুনরায় তরুণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কী ক্রূর বিষাক্ত দৃষ্টি! দাঁতের মাড়ি বাহির করিয়া হাসিয়া সে বলিল—কি গো, সখের গোয়েন্দা-মশাই! তোমার গোয়েন্দাগিরির সখ মিটেছে? যাই হোক্, তোমার ওপর আমার বিশেষ রাগ নেই! কারণ আমি জানি, তুমি আমার পিছনে লাগনি; তুমি ঘুরছিলে—মুক্তোর মালার জন্যে! কিন্তু বাপু, তোমার সাহেব বড় বদ্-লোক, আর তাছাড়া লোকটার আস্পর্দ্ধাও কম নয়—আমার পিছনে নিজে লেগেছে, আবার কয়েকটা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। যাক্, তাদের শেষ ক'রে দিয়েছি, মায় তোমাদের বড় সাহেবকে পর্য্যন্ত! কিন্তু

তাতেও তোমার সাহেবের চৈতন্য হয় নি। কাল চীনে পাড়া থেকে অনেক চীনে ধ'রে নিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার একজন অনুচরও ধরা পড়েছে। এখন, যদি আমার লোককে তোমার সাহেব ছেড়ে দেয়, তবেই তুমি ছাড়ান পাবে, নচেৎ তোমার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পর্ক আজই আমি ঘুচিয়ে দেবো।

কথা বলিতে বলিতে চাংলীর চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে লাগিল। তরুণ সভয় চিত্তে মৌনমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা চাংলী হাঁকিল—লি-ফুং! সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘাকৃতি চীনা-দানব সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

চাংলী কহিল—কে-কে ডেভেনহ্যামের কাছে চিঠি নিয়ে গেছে?

আজ্ঞে, কর্ত্তা, ফুলিং আর লীচাং!

আচ্ছা যাও! শোন বাঙ্গালী গোয়েন্দা! আমার এই দু'জন অনুচরকে দিয়ে তোমার সাহেবের কাছে পত্র পাঠিয়েছি। তাতে লিখেছি যে, যদি পত্রপাঠ আমার ধৃত অনুচরকে ছেড়ে দাও এবং পত্রমারফৎ অঙ্গীকার কর যে ভবিষ্যতে আর কখনো আমার পিছনে লোক নিয়োজিত ক'রবে না, তবেই তোমার প্রিয় গোয়েন্দাকে তুমি জীবন্ত ফেরত পাবে। এখন এই পত্রের উত্তরে তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি নিরাপদেই এ যাত্রা ফিরে যাবে। কারণ তোমার সাহেব নিশ্চয়ই আমার অনুচরকে আটকে রেখে তোমার জীবনকে উৎসর্গ ক'রবে না। এখন অপেক্ষা কর, ওরা আসুক ফিরে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কিছুক্ষণ পরেই একজন

চীনাম্যান হাঁফাইতে হাঁফাইতে একেবারে চাংলীর সম্মুখে আসিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

কি খবর লীং চ্যাং?

খবর ভাল নয় কর্ত্তা! ফুলিং ধরা পড়েছে।

ধরা পড়েছে মানে? তোমরা ডেভেনহ্যাম সাহেবকে চিঠি দিয়েছিলে?

চিঠি নিয়ে থানার ফটকের ভেতর ঢুকতেই মার-মার শব্দে কয়েকজন বাঙালী আর গোরা পুলিস আমাদের দিকে ছুটে এলো। আমরা যত বলি যে আমরা ডেভেনহ্যাম সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রব, তারা ততই আমাদের নিয়ে টানা হেঁচড়া ক'রতে লাগলো। ফুলিং এর কাছ থেকে একজন বাঙালী-পুলিস জোর ক'রে চিঠি কেড়ে নিয়ে সেখানা প'ড়ে তাকে মারতে সুরু ক'রলে। আমাকেও বাদ দিলে না। আর একজন গোরা পুলিসকে সম্বোধন ক'রে বল্লে—এদের জন্যই আমাদের তিন বন্ধু প্রাণ দিয়েছে, মারো এদের। মার খেয়ে ফুলিং অজ্ঞান হ'য়ে যায়; আমি অজ্ঞান হবার ভান ক'রে প'ড়ে থাকি। তখন তারা আমাদের একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখে। সেখান থেকে আমি কোনরকমে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু কর্ত্তা, ফুলিংএর অবস্থা ভালো নয়। সে বোধ হয় বাঁচবে না।

ঘটনা শুনিয়া চাংলী ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কতক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইংরাজিতে তরুণকে সকল কথা বর্ণনা করিয়া কহিল—তোমার ভাগ্য খারাপ! আমি তোমায় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু আমার ফুলিং-কে তারা মেরে ফেলবার যোগাড় করেছে, সুতরাং

তোমার নিস্তার নেই। তোমার সহযোগীদের পাপে তুমি ম'রবে!

চাংলী দুইজন সহচরকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা আসিয়া দুই দিক হইতে তরুণকে চাপিয়া ধরিল। চাংলী কহিল—কি ক'রতে হবে, তা জানো? আচ্ছা যাও। কাল সকালে ওর দেহটা ডেভেনহ্যাম-সাহেবের বাড়ী ভেট পাঠাতে হবে—যাও।

তরুণের মাথার মধ্যে তখন অসংখ্য পতঙ্গ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের মেঘ তাহার চোখের সম্মুখে নামিয়া আসিয়াছে—পায়ের নীচে ভূমিকম্প হইতেছে। সে চলিয়াছে। ঘর পার হইল—তারপর সিঁড়ি! সিঁড়িগুলা যেন দুলিতেছে। নীচে নামিয়া আর একটা ঘর—ক্ষুদ্র কক্ষ! কিন্তু এখনো কি তরুণ বাঁচিয়া আছে? কাল তাহার মৃতদেহ ডেভেনহ্যাম-সাহেবের কাছে যাইবে!! তরুণের মনে হইল যেন তাহার মাথার ওপর হইতে অজস্র বরফ গলিয়া সারা দেহ ভাসাইয়া দিতেছে!

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া লোকদুইটা তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার পা দুইটা দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল।

তাহারা প্রস্থান করিতেই তরুণ উঠিয়া বসিল। না, সে এখনো বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তাহাকে উহারা এমন ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া গেল কেন? না খাইতে দিয়া তাহাকে কি মারিবে? কিম্বা, নেপথ্যে তাহার জন্য অন্য কোন ভীষণতম আয়োজন হইতেছে?

বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। সহসা ঘরের কোণের দিকে কি একটা শব্দ শুনিয়া তরুণ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ডালা-খোলা

ঝুড়ির ভিতর হইতে খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। তরুণ দেখিয়াছিল, লোক দুইটা চলিয়া যাইবার সময় ওই ঝুড়িটার ডালা খুলিয়া দিয়া গিয়াছিল। ক্ষণেক পরেই তরুণ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার দেহের রক্ত জমিয়া যেন হিম হইল। তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। প্রথমে শুধু মাথা—তারপর ফণা উদ্যত করিয়া প্রকাণ্ড কালো একটা বিষধর সর্প সেই ঝুড়ির ভিতর হইতে ধীরে ধীরে তরুণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহার মৃত্যুর জন্য এ-কী অভাবিত বীভৎস আয়োজন! হাত বাঁধা, পায়ে শৃঙ্খল, নিরুপায়! তাহাকে চোখ চাহিয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে? পূর্ব্বজন্মে সে কী এতই পাপ করিয়াছিল যে আজ তাহার পরে বিধাতার এই নিষ্ঠুর অভিশাপ!

সাপটা মন্থর গতিতে তরুণের দিকে আসিতে লাগিল। প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াও তরুণ এতটুকুও সরিয়া যাইতে পারিল না। দেহ তাহার অসাড়-নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে!

অন্য কোন মৃত্যু দাও, ভগবান! তাহার জন্য অন্য কোন মরণের ব্যবস্থা কর। মৃত্যুকে সে ভয় করে না; কিন্তু এ কী অস্বাভাবিক যন্ত্রণাময় মৃত্যু! হে ভগবান! তরুণকে সর্প-দংশনের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দাও!

তাহার অন্তিম-সময়ের এই আকুল আকুতি পরমেশ্বরের চরণে পৌঁছাইল কিনা, কে জানে। সাপটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ফোঁস্ করিয়া ফণা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িতে লাগিল।

তরুণের দুই শ্রান্ত চক্ষু তাহা দেখিয়া ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল।

বিষধর সর্পের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ঘরের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তরুণ তাহার দংশনের অপেক্ষা করিয়া আছে। মৃত্যুর আশঙ্কায় ঘরের বাতাস পর্য্যন্ত যেন অসাড়-নিস্পন্দ! পৃথিবীতে আলো নাই—আতঙ্কে তরুণের নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। সাপটা বোধ হয় আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়াছে। এত নিকটে আসিয়াছে যে তরুণ স্পষ্ট তাহার সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারিতেছে। এইবার—হইয়া গেছে। এমন সময় সহসা একটা শব্দ হইল,—কী একটা ভারী পদার্থ যেন মাটিতে পড়িল। তরুণ নিস্পন্দ হইয়া কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল। সাপটা কি তাহাকে দংশন করিয়াছে? কৈ না। কিন্তু তাহার ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ আর তো শোনা যাইতেছে না। সাপটা চলিয়া গেল নাকি?

ধীরে ধীরে তরুণ চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া দেখিল—সাপটা চলিয়া যায় নাই, তাহারই দেহের একান্ত সন্নিকটে মাটিতে অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার উদ্যত ফণা মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। সাশ্চর্য্যে তরুণ দেখিল, ছোট্ট একটি সুতীক্ষ্ণাগ্র তীর তাহার ফণায় বিদ্ধ!!

অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা!! বিহ্বল-নেত্রে দ্বারের দিকে ফিরিয়া তরুণ দেখিল, দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটি চীনা-বালিকা! বয়স পনের ষোল হইবে। মুখে তাহার অপরূপ মমতার ছায়া। হাতে তাহার চীন-দেশের তীর ছুড়িবার একটি কারুকার্য্যখচিত ধনুক। নিমেষে তরুণ বুঝিল,

এই বালিকার হাতের অব্যর্থ সন্ধানে মৃত্যু তাহাকে স্পর্শ করিতে আসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সে এই বিদেশী মেয়েটির মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

ত্রস্ত হইয়া মেয়েটি একবার দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল; তারপর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তরুণকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিতে লাগিল।

প্রথমে পায়ের, পরে হাতের বন্ধন খোলা হইলে, মেয়েটি ক্ষিপ্র পদে দ্বারের কাছে চলিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া বাহিরে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া তরুণকে হাতছানি দিয়া আহ্বান করিল এবং তাহাকে অনুসরণ করিতে ইসারা করিল। তরুণ নির্ব্বাক হইয়া মেয়েটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই ঘর পার হইয়া, সংকীর্ণ একটা পথ অতিক্রম করিয়া মেয়েটির পিছনে পিছনে সে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর সমস্ত নীচের তলাটাই অতিশয় অন্ধকার, ভাঙা-চোরা ও স্যাঁৎ-সেঁতে। তাই নীচে কেহই থাকে না। উপরের লোকেরা নেশায় গল্পে তখন এমনই মজগুল যে নীচের তলার এই বিচিত্র নাটকের কিছুমাত্র তাহারা জানিতে পারিল না। তখন ভোর হইয়াছে। বাহিরে পশু-পক্ষীর কলগুঞ্জন শোনা যাইতেছে। মুক্তির প্রত্যাশিত আনন্দে তরুণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বহু ঘর পার হইয়া মেয়েটি বাড়ীর পিছন দিকের একটি দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দ্বার খুলিয়া তরুণের চোখে চোখ রাখিয়া তাহাকে বাহির হইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল।

দ্বার খুলিতেই বাড়ীর বাহিরের সুবিস্তীর্ণ পথরেখা তরুণকে

আনন্দে উদ্বেল করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই কৃতজ্ঞ চিত্তে সে তাহার জীবন ও মুক্তি-দাত্রী তরুণীর প্রতি তাকাইল। তাহাকে সে প্রাণের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাইতে চায়। কিন্তু ভাষা নাই; তাহার অন্তরের ধন্যবাদ এই মেয়েটিকে জানাইতে পারে এমন ভাষা নাই। মেয়েটি নতনেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত তাহার কী সুন্দর, কী লাবণ্য-ব্যঞ্জক!! কিন্তু আর দেরী করিবার অবসর নাই; বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে। ক্ষিপ্র পদে তরুণ দ্বার পার হইয়া পথের উপর গিয়া দাঁড়াইল। পিছন ফিরিয়া আর-একবার সে মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

চোখোচোখী হইতেই মেয়েটি ম্লান ও মৃদু একটু হাসিয়া, মাথা নোয়াইয়া তরুণকে তাহার শেষ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মুহূর্ত্তমাত্র! পরক্ষণেই তরুণ দৌড়াইতে আরম্ভ করিল! হাত পা যে তাহার এমন করিয়া আবার কোনদিন সচল হইয়া উঠিবে তাহা সে ভাবে নাই। ছুটিয়া চলিতে তাহার অত্যন্ত আরাম বোধ হইতেছে।

এই ট্যাক্সী! সবুর! চালাও! ওধার নেই। ইধার। হ্যাঁ। চালাও, জোরসে!

হাওয়ায় তরুণের চুল উড়িতেছে! কিন্তু ট্যাক্সীর গতি কি মৃদু! তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, জগতের সমস্ত স্পীড-রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া তাহার মোটর ছুটিয়া চলুক। জোরসে চালাও! আরো জোর!

দেখিতে দেখিতে গাড়ী পুলিশ ষ্টেশনে আসিয়া প্রবেশ

করিল; তরুণ গাড়ী হইতে লাফ দিয়া নামিয়া ডেভেনহ্যাম-সাহেবের ঘরের দিকে ছুটিল! কিন্তু এ কি! সাহেবের ঘরের ভিতর হইতে একটা চীনাম্যান বাহির হইয়া আসে কেন? সাহেব কোথায়?

চীনাম্যান প্রথমে তরুণকে দেখিতে পায় নাই; যখন দেখিতে পাইল, তখন অস্ফুট একটা হর্ষধ্বনি করিয়া ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল—এ কি! তরুণ, তুমি? বেঁচে ফিরে এসেছো তাহ'লে? ঈশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ।

এই বলিয়া চীনাম্যান সবেগে তরুণকে আলিঙ্গন করিল।

তরুণ প্রথমটা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সে বলিল—এখন আর অন্য কোন কথা নয়। শীগ্‌গির বেরিয়ে চলুন, ট্যাক্সী নীচে দাঁড়িয়ে আছে। জনকয়েক সার্জ্জেণ্টকে আর একখানা মোটরে আমাদের পিছনে আসতে বলুন। যেতে যেতে কথা হবে। দেরী ক'রলে ফল হবে না।

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে মিঃ ডেভেনহ্যামের আদেশে অভিযান প্রস্তুত হইল। তিনখানা মোটরে ঊর্দ্ধশ্বাসে চাংলীর গুপ্ত গহ্বর-এর উদ্দেশ্যে ছুটিল। ট্যাক্সীতে বসিয়া তরুণ এক নিঃশ্বাসে সংক্ষেপে সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া, শেষে কহিল—এতক্ষণে তারা বোধ হয় পালিয়েছে। কিন্তু যদি ধরা পড়ে তাহ'লে মেয়েটির সম্বন্ধে আপনাকে বিবেচনা ক'রতে হবে।

সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো! তার কোন অনিষ্ট হবে না।

তরুণ ট্যাক্সী চালককে নির্দ্দেশ করিতে করিতে বহু পথ অতিক্রম করিয়া, বহু জনবিরল ও কর্ম্মমুখর পল্লী অতিক্রম করিয়া

এক পরিত্যক্ত পল্লীর একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। চাংলীর আড্ডাবাড়ীর সদর দ্বার কোন্ দিকে তাহা সে জানিত না; খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় ছিল না। সে লোকজন লইয়া বাড়ীর পিছনের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মিঃ ডেভেনহ্যাম তখন অনুচরদিগকে বাড়ী ঘিরিবার আদেশ দিলেন। কয়েকজন বাড়ীর সম্মুখে, কয়েকজন বাড়ীর উত্তর-দক্ষিণে এবং কয়েকজন পিছনের অংশে পাহারা দিতে লাগিল। খিড়কী-দ্বার বন্ধ! মিঃ ডেভেনহ্যাম হরনাম সিংকে পাঁচীল ডিঙাইয়া ভিতরে নামিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

হরনাম সিং যেমন শক্তিমান, তেমনি কর্ম্মঠ। পাঁচীল ডিঙাইতে, সাঁতার কাটিতে, লাঠি খেলিতে এবং অপরাপর দৈহিক শক্তির পরিচায়ক কার্য্যে তাহার সমকক্ষ সহযোগীদের ভিতর অতি অল্পই ছিল। আদেশ পাইবামাত্র সে নিমেষের মধ্যে পাঁচীল এর উপর উঠিয়া নীচে নামিয়া পড়িল।

দ্বার খোলা হইলে সকলে মিলিয়া সাবধানে ও সন্তর্পণে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই; চারিদিক নিস্তব্ধ। তরুণ পথ দেখাইয়া সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল। প্রত্যেকের হাতেই গুলিভরা উদ্যত পিস্তল। সকলের অন্তরে আশু ও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের আশঙ্কা!

ধীরে ধীরে নীচের তলা হইতে সকলে মিলিয়া উপরে উঠিল। কিন্তু তবুও জন প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। মিঃ ডেভেনহ্যাম তরুণের দিকে চাহিলেন। তরুণ হতাশাব্যঞ্জক মুখ-ভঙ্গী করিল। সকলে বুঝিল—পিঞ্জর শূন্য! শিকার পলাইয়াছে!

ঘরের মেঝের উপর শ্বেতবর্ণের কি একটা জিনিষ পড়িয়া

আছে এবং তাহারই উপর ঝুকিয়া পড়িয়া একজন চীনালোক অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বলিতেছে !

সহসা পিছনে পদ শব্দ শুনিয়া লোকটি মাথা তুলিয়া চাহিল সে সবিস্ময়ে দেখিল, তিন-চারিটী পিস্তল একেবারে তাহার মস্তকের উপর উদ্যত ! দেখিবামাত্র তরুণ চিনিল—লোকটি আর কেহ নয়, ক্রুরকর্ম্মা দস্যু-দলপতি চাংলী ! তরুণের ইঙ্গিতে দুইজন সিপাহী গিয়া তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল, একজন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার হাতে হাত-কড়া লাগাইয়া দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চাংলী নিরাপদে বন্দী হইল !

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ ভাবে অল্প একটু হাসিয়া জামার হাতায় চোখ দুইটা মুছিয়া চাংলী কহিল—দুর্ব্বলতাই পাপ ! আর সেই পাপেই মৃত্যু ! মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বলতার বশীভূত হয়েছিলাম ব'লেই তোমরা আমায় আজ ধ'রতে পারলে !

তারপর অঙ্গুলি সঙ্কেতে পায়ের নীচে দেখাইয়া কহিল—এ আমারই মেয়ে। স্বহস্তে ওকে হত্যা করেছি। কিন্তু জানিতাম না—ওর প্রতি আমার এতখানি স্নেহ ছিল। কিছুতেই ওকে ছেড়ে যেতে পাচ্ছি নে। গিছলাম, কিন্তু আবার ওকে দেখবার জন্যে আসতে হ'ল, সেই অবসরে তোমরা—

তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—একটি চীনা তরুণী রক্তাপ্লুত দেহে মাটির উপর লুটাইতেছে ; যেন একটি ক্ষীণাঙ্গী কপোতী শ্যেন কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া রক্তাপ্লুত ছিন্ন কণ্ঠে আকাশ হইতে ধূলায় পড়িয়াছে ! অতি করুণ মর্ম্মভেদী দৃশ্য ! সকলে মমতায়—দুঃখে অভিভূত হইল।

তরুণ ক্ষিপ্রপদে মেয়েটীর পাশে আসিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া

বসিল, তারপর তাহার নিস্পন্দ শীতল দেহ কোলের উপর তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া হতাশ হইয়া পুনরায় তাহাকে মেঝের উপর শোয়াইয়া দিয়া পাশের চাদরখানি দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল।

মিঃ ডেভেনহ্যাম অনুমানে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছিলেন, এইবার মাথার টুপী খুলিয়া মাথা নীচু করিয়া মৃতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার দেখা দেখি অন্য সকলেই সেইরূপ করিল। তাহা দেখিয়া চাংলী কহিল—সাহেব! তোমাদের ধন্যবাদ! কিন্তু জানো না—আমার এই মেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতা ক'রলে আমি কারুকে নিষ্কৃতি দিই না—নিজের মেয়েকেও না। এই,—এই কালো বাঙালীটার জন্যেই আজ আমার মেয়ে প্রাণ হারালো এবং আমি ধরা পড়লাম। একবার ছাড়া পেলে আমি ওকে—

চাংলীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সমস্ত ঘর যেন কাঁপিয়া উঠিল। মিঃ ডেভেনহ্যাম সঙ্কেত করিতেই সিপাহী দুইজন তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। বাহির হইতে চাংলী কহিল—সাহেব! আমার মেয়ের শেষ সৎকার যেন হয়! এটুকুও কি তোমার কাছে আশা ক'রতে পারি না?

—নিশ্চয় পারো। আমি এখুনি একজন চীনা পুরুত আনিয়ে শবের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি! কিন্তু চাংলী, তোমার চেয়ে আমাদের সেই মুক্তার মালাটায় বেশী প্রয়োজন। সেটা কোথায় রেখেছো বল।

উন্মাদের মতো চাংলী বিকট অট্টহাস্য করিয়া উঠিল—মুক্তোর মালা নেবে? হা হা হা হা !!! নির্ব্বোধ তোমরা, তোমাদের

সাধ্য কি আমার কাছ থেকে সে জিনিষ আদায় ক'রতে পারো। কোন আশা নেই, বন্ধু, সে মালা এখন অনেক দূরে চ'লে গেছে! কালকের মধ্যে তাকে নিয়ে যাবো, আরও, আরও দূরে!

এই কথা বলিয়া চাংলী পিছন ফিরিয়া ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে কহিল—বিদায়, মাগো; তোর সঙ্গে জন্মের মতো বিদায়! পারিস্ যদি, স্বর্গ থেকে তোর এই নিষ্ঠুর পিতাকে ক্ষমা করিস্ মা!

শেষের দিকে কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৯

সহরে সেদিন চঞ্চলতার আর অবধি নাই। সকলের মুখেই এক কথা—চাংলী ধরা পড়িয়াছে! এতদিন লোকে যা অসম্ভব ও অসাধ্য বলিয়া জানিত আজ সেই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে! এতদিন পরে আজ কলিকাতার পুলিশ অফিসারদের মুখে স্বল্প আত্মপ্রসাদের হাসি দেখা দিয়াছে; এতদিন তাহারা নিজেদের অকৃত-কার্য্যের লজ্জায় যেন ম্রিয়মাণ হইয়াছিল।

কাগজে কাগজে চাংলীর ফটো; বড় বড় হরফে তাহার বিচিত্র জীবনেতিহাসের মর্ম্মকথা!! চীন ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে নানাবিধ গোপনীয় টেলিগ্রামের বিনিময় হইতেছে। চাংলীকে লইয়া এখন কী করা হইবে? চীন কনসলের চিহ্নিত মোটরখানা প্রায়ই আজ দুদিন ধরিয়া লালবাজারে যাতায়াত করিতেছে।

একজন মাত্র লোক, খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণকায় লোক,—তাহাকে লইয়া দুইটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজশক্তির উত্তেজনার আর অন্ত নাই!

চীন গভর্ণমেণ্ট চাংলীকে চাহিলেন। ভারত সরকার জানাইলেন—চাংলী ভারতে যে অপরাধ করিয়াছে তাহার বিচার এখানে আগে শেষ হউক, তারপর তাহাকে তাহার দেশীয় রাজ-শক্তির হাতে সমর্পণ করা হইবে। চাংলীর বিচার করিবার জন্য এখানে একটি বিশেষ ট্রাইবিউন্যাল গঠিত হইল এবং বিচারের দিন-ক্ষণ ধার্য্য হইল।

চাংলীর নিকট হইতে মুক্তামালার সন্ধান বাহির করিবার জন্য এ-কদিন তাহার উপর অনেক উপরোধ-অনুরোধ ও নির্য্যাতন করা হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না। চাংলীর নিকট কোন কথাই পাওয়া গেল না। মিঃ ডেভেনহাম তখন স্বয়ং তাহার সহিত আসিয়া দেখা করিলেন। তিনি দেখা করিলেন সম্পূর্ণ অন্য ভাবে; অর্থাৎ অন্যান্য পুলিশ অফিসার যেরূপ ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত দেখা করিতেছিল, চতুর মিঃ ডেভেনহাম সাহেব একেবারে তাহার উল্টা পথ ধরিলেন। তিনি আসিয়া চাংলীর সহিত প্রথমে করমর্দ্দন করিলেন এবং জানাইলেন যে, তাহাকে এ-ভাবে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে তিনি অতীব দুঃখিত; কিন্তু পুলিশের কর্ত্তব্য বড়ই কঠোর! তাহার জন্য চাংলী যেন কিছু মনে না করে।

চাংলী কহিল—তোমার সৌজন্যের জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু দশ-বারোজন সহকারীর পর এখন তুমি নিজে এলে? তা এসো, কিন্তু কোন ফল হবে না। মুক্তার মালা কী আমার

অনুচরদের সংবাদ আমায় কেটে টুকরো ক'রে ফেল্‌লেও আমি ব'ল্‌ব না।

মিঃ ডেভেনহ্যাম জিব কাটিয়া বলিলেন—না না, সে-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে চাই না। ক্ষমতা থাকে, আমরা মুক্তোর মালা খুঁজে বার ক'রবো। আমি অন্য কথা জান্‌তে এসেছি।

কি কথা?

তুমি কেমন ক'রে ওই মুক্তোর মালার সন্ধান পেলে? রাণীর বাপের সঙ্গেই বা পরিচয় হ'ল কোথায়? আর বাগান-বাড়ীতে মণিলাল লোকটি নিহত হ'লই বা কেমন ক'রে এবং কার দ্বারা —এই কথাগুলো জান্‌তে চাই। আশা করি, এই কথাগুলি ব'লতে তোমার আপত্তি হবে না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর চাংলী কহিল—না, এ-কথাগুলো ব'লতে আমার আপত্তি নেই।

তারপর বিস্তারিত ভাবে সে যাহা সাহেবকে জানাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

রাণীর পিতা এখানে আসিয়া এক ধনবান পাঞ্জাবী ব্যবসাদারের নিকট মুক্তাহারের কথা বলে; বলে যে, তাহারা দুইজনে মিলিয়া (রাণীর পিতা আর সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক) সেই মুক্তার মালা বিক্রয় করিবে। মুক্তার মালার কথা শুনিয়া পাঞ্জাবীর অত্যন্ত লোভ হয়। কিন্তু নিজে অত দর দিতে সক্ষম না হওয়ায় একজন চীনা রত্ন-ব্যবসায়ীর নিকট যাইবার প্রস্তাব করে এবং রাণীর পিতাকে লইয়া পরদিন তাহার কাছে যায়। চীন হইতে পলাইয়া আসিয়া চাংলী উক্ত চীনা মহাজনের বাড়ীতেই ছিল। তাহার আশ্রয়দাতার সহিত উল্লিখিত পাঞ্জাবী ও রাণীর পিতার

যে সকল কথা হয়, পাশের ঘর হইতে চাংলী সব শোনে। তারপর ঐ মুক্তার মালাটি নিজে সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করে। চীনা মহাজনের সহিত পরামর্শ করিয়া সে ঘটনার দিন রাত্রে চারিজন অনুচর লইয়া ঘটনাস্থলে যায় এবং পিছন হইতে গলায় ফাঁস দিয়া রাণীর পিতাকে হত্যা করে। হত্যার পর অনুচরগণ মৃতদেহ লইয়া চলিয়া যায়। চাংলী একাকী মণিলালের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু রাণীর সহিত তার পিতার যে একটি সাঙ্কেতিক বন্দোবস্ত ছিল, চাংলী তাহা জানিত না। মণিলাল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া পাঁচীল হইতে অন্ধকারে চাংলীকে দেখিয়া সেই সাঙ্কেতিক শব্দটি উচ্চারণ করে। কিন্তু চাংলী তাহার কোন উত্তর দিতে পারে নাই। মণিলালের সন্দেহ হওয়ায় সে কাছে আসিয়া বুঝিতে পারে যে সে ব্যক্তি রাণীর পিতা নহে; তখন সে আবার লাফ দিয়া বাগানের পাঁচীল অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। চাংলী তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এবং শিকার হাতছাড়া হয় দেখিয়া, তাহার পথরোধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। মণিলাল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া পাঁচীল ডিঙাইবার চেষ্টা না করিয়া রাস্তা দিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে; চাংলীও তাহার অনুসরণ করে। কিছুদূর ছুটিয়া মণিলাল এই আখ্যায়িকার প্রধানতম ঘটনাস্থল সহরতলীর পূর্ব্বকথিত বাগান-বাড়ীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাংলী তাহার বিশ ত্রিশ হাত পিছনে ছিল। এমন সময় আর এক ঘটনা ঘটিল। উক্ত বাগান-বাড়ীর কর্ম্মচারী বাড়ী ফিরিতেছিল, সহসা তাহাদের বাড়ীর প্রাচীরের ধারে একজন লোককে ওরূপ ব্যস্ত ভাবে আসিতে দেখিয়া তাহার মনে ভীষণ সন্দেহ উপস্থিত হয়।

সে ছুটিয়া গিয়া কোন কথা না বলিয়া একেবারে মণিলালকে জড়াইয়া ধরে। চাংলীকে দেখিতে পায় নাই। মণিলাল এক বিপদ হইতে পলাইতে গিয়া আর এক বিপদে পড়িয়া বিব্রত হইয়া উঠিল। সে লোকটির বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে টানাটানি করিতে লাগিল। চাংলী তাঁহাদেরই অনতিদূরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া ব্যাপারটি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। ধস্তাধস্তি করিতে করিতে একসময়ে মণিলালের হাত হইতে মুক্তার মালাটি মাটিতে পড়িয়া যায়। তাহা দেখিতে পাইবামাত্র কর্ম্মচারীটি ক্ষিপ্রহস্তে মালাটি কুড়াইয়া লয় এবং মণিলালকে ছাড়িয়া দিয়া নিজেই সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করে। তাহা বুঝিতে পারামাত্র মণিলাল তাহাকে জাপ্‌টাইয়া ধরে এবং দুজনে আবার কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিতে থাকে। সেই সময় হরেন্দ্র সেই পথে আসিয়া পড়ে। তাহাকে দেখিয়াই কর্ম্মচারীটি ভীত হইয়া এক ঝট্‌কায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লাফাইয়া বাগানের ভিতর পড়ে এবং মণিলালও তাহাকে অনুসরণ করে। পরক্ষণেই অন্ধকারাবৃত অংশ দিয়া চাংলীও বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশ করিয়া চাংলী দেখিল, উভয়ে নীচেকার একটি ঘরে ঢুকিল। চাংলী সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়া ঘরের পিছনের জানালার নীচে দাঁড়ায় এবং তাহার ফাঁক দিয়া তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখে। ভিতরকার লোকদুটীর কথাবার্ত্তা বুঝিতে না পারিলেও এটুকু চাংলী স্পষ্টই জানিতে পারে যে বাগানের কর্ম্মচারীটি মণিলালের সহিত রফা করিবার চেষ্টা করিতেছে। মণিলাল ব্যগ্র কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া পুনঃপুনঃ শিরশ্চালনা করিতেছে। কর্ম্মচারীটি

তখন সেই মহামূল্য কণ্ঠহারের নেশায় উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে; তাহার দুইচোখ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে। কথা কহিতে' কহিতে সে সহসা ঘরের বিছানার ভিতর হইতে একখানা বৃহদাকার ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে তাহা মণিলালের বুকে আমূল বসাইয়া দিল। তারপর ছুরি লুকাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মৃতদেহ সম্মুখের ইজি চেয়ারের উপর বসাইয়া কণ্ঠহারটি হস্তগত করিয়া যেমন বাহির হইতে যাইবে সেই সময় দ্বার ঠেলিয়া উপরের মুন্সেফ্ বাবুটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনিও গলার আওয়াজ পাইয়া সন্দেহ বশতঃ নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন এবং দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথাই শুনিয়াছিলেন। মুন্সেফ্ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মচারীকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। শেষে ভাগ দিবার অঙ্গীকার করিয়া মুক্তার মালাটি লইয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। ভোর হইয়া আসিতেছে দেখিয়া চাংলী তখন বাগান হইতে সরিয়া পড়ে এবং আড্ডায় গিয়া দুইজন অনুচরকে মুন্সেফ ও কর্ম্মচারীর আকৃতি বর্ণনা করিয়া তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। পরদিন রাত্রে আরও জনকয়েক অনুচর লইয়া চাংলী সেই বাগান-বাড়ীতে আসে। তারপর সেখানে যা কিছু ঘটনা ঘটে,—তাহা পাঠকবর্গ সবিশেষ অবগত আছেন।

মিঃ ডেভেনহাম সমস্ত কথা মন দিয়া শুনিলেন। তারপর অন্যান্য নানা বিষয়ে চাংলীর সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

কয়েকদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রমের পর অত্যন্ত অবসাদে তরুণের সমস্ত দেহ সেদিন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকদিন ধরিয়া আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, তাহার উপর মায়ামমতাহীন শত্রুদের হাতে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন! মানুষের শরীর কতক্ষণ আর এ অত্যাচার সহ্য করিতে পারে?

সেই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার ফল শীঘ্রই দেখা দিল। চাংলী গ্রেপ্তার হইবার পরদিন সকালে যখন অধিক বেলায় তরুণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহার সারা দেহে দারুণ বেদনা; মাথা যেন খসিয়া পড়িতেছে। গায়ের উত্তাপও স্বাভাবিক নয়।

ধীরে ধীরে সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। এ সময় জ্বর স্থায়ী হইলে তো চলিবে না—তাহার এখনো অনেক কাজ বাকী। প্রথমতঃ, চাংলীর বিচারের সময় তাহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য; দ্বিতীয়তঃ, হরেন্দ্রকে আজিকার মধ্যেই হাজত হইতে বাহির করিয়া তাহাকে মায়ার কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

হাজতে হরেন্দ্রের অসুখ করিয়াছে! সেখানে তাহার সেবা-শুশ্রূষা কিরূপ হইতেছে তাহা তরুণ জানে না। যদি অসুখ বাড়িয়া থাকে? তরুণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে যে মায়ার কাছে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে—হরেন্দ্রকে সে সুস্থ শরীরে মায়ার কাছে ফিরাইয়া আনিবে। সে প্রতিজ্ঞা কি সে রক্ষা করিতে পারিবে না!

মায়ার কথা স্মরণ করিয়া তরুণ মনে মনে একটি অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতা অনুভব করিল! অসামান্য মেয়ে এই মায়া! তাহাকে

ভগ্নীরূপে লাভ করিয়া তরুণ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছে।

মায়ার পত্রখানি এখনো তাহার টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। মায়া লিখিয়াছে—

দাদা ; কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। এই দিন আমাদের বাঙালী মেয়েদের একটী পবিত্র স্মরণীয় দিন। এই দিনে এতদিন পর্য্যন্ত নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যহীনা মনে করিতেছিলাম ; কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে সে দুঃখ আমার দূর হইয়াছে। কাল আপনি অবশ্য অবশ্য সন্ধ্যার পর আসিবেন। কালিকার শুভদিনে আমাদের পবিত্র সম্পর্ককে পাকা করিয়া লইয়া ধন্য হইব। ইতি

আপনার স্নেহধন্যা মায়া।'

পত্রখানি কাল আসিয়াছে। আজ সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ।

এ নিমন্ত্রণ তরুণকে রক্ষা করিতেই হইবে। শুধু নিমন্ত্রণ রক্ষাই নয়, আজ তাহার প্রতিজ্ঞাও পালন করিতে হইবে। একটি অপরিচিতা তরুণীর নিকট হইতে সে যে স্নেহ ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তরুণ সেই মেয়েটির জীবনের চরম দুঃখকে দূর করিবে।

মায়া আজিকার উৎসব-অনুষ্ঠানে তরুণের জন্য যত যত্ন সহকারেই আয়োজন করুক, তাহার মন যে স্বামীর আকস্মিক বিপদে অনুক্ষণ আর্ত্ত হইয়া আছে—তাহা তো তরুণের অবিদিত নাই। তাই আজিকার এই সান্ধ্য উৎসবে মায়া প্রকাশ্যে প্রফুল্লচিত্ত থাকিলেও মনে মনে সে যে স্বামীর বিরহে অধিকতর বেদনাতুর হইয়া উঠিবে—তাহা তরুণ নিশ্চিত জানে।

তাই তরুণ স্থির করিয়াছে যে আজ সন্ধ্যার সময় একা না গিয়া হরেন্দ্রকেও তাহার সঙ্গে লইয়া গিয়া মায়ার উৎসবকে সে পরিপূর্ণ সার্থক করিয়া তুলিবে। কিন্তু আজই তাহার দেহ এমন করিয়া তাহার সহিত অভদ্র ব্যবহার সুরু করিল!

তরুণ উঠিয়া বসিয়া ভৃত্য রামচরণকে ডাক দিল।

রামচরণ তাহার বহুদিনের বিশ্বাসী ভৃত্য। সেই তরুণের আত্মীয় স্বজনহীন গৃহের সমস্ত কিছু ব্যাপারের তদন্ত করে। গৃহস্থলীর কাজ-কর্ম্মে রামচরণ সিদ্ধহস্ত!

সে আসিলে তরুণ তাহার হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া কহিল—চরণ, একবার ডাক্তার বাবুর কাছে যাও! রাত থেকে জ্বরবোধ কর্‌ছি!

ডাক্তার বাবু বলিতে রামচরণ তাহাদের প্রতিবেশী ডাক্তার রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়কেই বুঝিল। রঞ্জিত তরুণের বন্ধু! প্রয়োজন হইলে সেই তাহার চিকিৎসা করে।

পত্র খানি হাতে লইয়া রামচরণ কহিল—জ্বর বেশী হয়েছে নাকি?

না; বেশী নয়।

বেশী হ'লেই বা কর্‌ছি কি! এতেও জ্বর হবে না তো কিসে হবে। নাওয়া খাওয়া শিকেয় উঠ্‌লো—সারা দিন টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ান; মানুষের শরীরে একি সহ্য হয়? কতদিন ধ'রে বল্‌ছি বাবু—

তরুণ হাসিয়া তাহাকে থামাইয়া বলিল—আচ্ছা লেক্‌চার দিও পরে। এখন যাও; নইলে রঞ্জিত আবার বেরিয়ে যাবে।

রামচরণ বিড়-বিড় করিয়া বকিতে বকিতে বাহির হইয়া

গেল। তরুণ সেদিনের সংবাদপত্র খানা তুলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল!

মিনিট দশেকের মধ্যেই রঞ্জিত আসিয়া উপস্থিত হইল। পরীক্ষা করিয়া বলিল—কিছু না! এর জন্যে আবার ওষুধ কি! স্রেফ ক্লান্তি—অত্যধিক পরিশ্রম জনিত দেহের অবসাদ! এক কাপ গরম দুধ তোমায় চাঙ্গা ক'রে দেবে, তার সঙ্গে ফোঁটা দশেক ভাইনাম গ্যালিসাই—অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে। আর এই পিল্ দুটো; এখন একটা আর সন্ধ্যায় একটা; আর দুপুর বেলা এক গ্লাস hot lemonade (গরম নেবুর জল)—ব্যাস, কাল সকালে তুমি যেমন ছিলে, তেমনি।

তরুণ হাসিয়া কহিল—কাল সকালের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় নেই; আজ বিকেলের মধ্যেই আমি যেমন ছিলাম তেমনি হ'তে চাই; তার জন্যে যা ওষুধ দেবার তাই দাও!

আজ বিকেলের মধ্যেই! তার মানে কি?

মানে হচ্ছে—বিকেলে আমায় বেরুতেই হবে। অত্যন্ত জরুরী কাজ! তা ছাড়া রাত্রেও নিমন্ত্রণ আছে।

বিকেলে বেরুতে তুমি পারবে; কিন্তু আমার মনে হয় রাত্রের নিমন্ত্রণটা বাদ দিতে পারলেই ভালো হয়!

অসম্ভব! আজকের নিমন্ত্রণে আমায় যেতেই হবে।

ডাক্তার চোখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—তাই নাকি! এমন জরুরী নেমন্তন্ন! আচ্ছা, আমার এই বড়ি খেলেই হবে! চল্লাম এখন। কাল সকালে আসবো! গুড-ডে!

গুড-ডে!

ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুসারে পথ্য ও ঔষধ বড়ি খাইয়া তরুণ অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। গায়ের বেদনারও উপশম হইল। সে তখন একখানা ট্যাক্সী আনাইয়া গায়ে একখানা মোটা চাদর জড়াইয়া ডেভেনহাম সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইল।

তাহাকে দেখিয়া সাহেব আদর করিয়া বসাইলেন; তরুণের অসুস্থ শরীরের কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও সে বাড়ীর বাহির হইয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিলেন।

তরুণ কহিল—আজ বেরুতাম না। কিন্তু একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে এসেছি আপনার কাছে!

আমার কাছে! কি কাজ, বল।

তরুণ কহিল—হরেন্দ্রের স্ত্রীর কথা তো আপনাকে ব'লেছি। বেচারী যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে একাকী কত কষ্টের মধ্যে দিন যাপন ক'রছে, তা ব'লে শেষ করা যায় না। তার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি—যত শীঘ্র পারি হরেন্দ্রকে তার কাছে ফিরিয়ে আনবো। আজ হরেন্দ্রের স্ত্রী আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। তাই আমি মনে করছি, আজ একা না গিয়ে, হরেন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো। সেইজন্যে আপনার কাছে এসেছি!

মিঃ ডেভেনহাম ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—বুঝেছি। হরেন্দ্র যাতে আজকেই ছাড়ান পায় তুমি আমায় তার ব্যবস্থা ক'রতে ব'লছ! কিন্তু আমি কি তা পারি, তরুণ? তাতে বে-আইনী করা হবে যে। তাছাড়া, মামলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত—

তরুণ জোর দিয়া কহিল—তা আমি জানিনে। হরেন্দ্রকে আজ মুক্তি দিতেই হবে আপনাকে! আপনি ইচ্ছে ক'রলে পারেন!

তরুণের কথা শুনিয়া মিঃ ডেভেনহাম একটু হাসিয়া বলিলেন—ছেলেমানুষ!

তারপর একজন সার্জ্জেণ্টকে ডাকিয়া সার হার্ব্বাটের ঘরে দেখা করিবার জন্য পত্র পাঠাইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক আসিল। মিঃ ডেভেনহাম তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে হরেন্দ্র মুক্তি পাইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মায়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া তরুণকে খাওয়াইবার জন্য আয়োজন করিয়া তাহা'র অপেক্ষায় বসিয়া আছে। প্রথম যখন তাহার স্বামী হঠাৎ পুলিসের কবলে পড়ে তখন সহায়-সম্বলহীন মায়া কি যে করিবে তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া শুধু তাহার অন্তরের আকুল কাকুতি ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়াছে!

এমনি সময় ভগবানের আশীর্ব্বাদের মতো তরুণ আসিয়া দাঁড়ায়! তাহাকে পাইয়া সেই দিগন্ত-বিহীন অন্ধকারের মধ্যে মায়া ক্ষীণ আশার আলোক দেখিতে পায়। তরুণকে নিজের অগ্রজের পদে অভিষিক্ত করিয়া সে অনেকখানি আশান্বিতা হইয়াছে!

সহসা তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া ডাক আসিল—কৈ, মায়া কোথায় গেলে?

এই যে দাদা, যাই।

মায়া ত্বরিত পদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তরুণকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। সম্মুখের খোলা দাওয়ার ওপর আসন বিছাইয়া দিয়া কহিল—দাদার শরীরটা তো তেমন ভাল দেখাচ্ছে না। অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি?

সহাস্যে তরুণ কহিল—করেছিল। এখন সম্পূর্ণ ভাল আছি। কিন্তু মায়া, একটা কথা আছে।

কি কথা দাদা?

আমার একটি বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়—আমার ছোট ভাই-এর মতো সে—আমার সঙ্গে এসেছে। তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি! আমার ইচ্ছা সে-ও আজ আমার সঙ্গে এইখানে নেমন্তন্ন গ্রহণ করুক!

মায়া কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইয়া কহিল—বেশ তো দাদা! আপনার বন্ধু যখন, তখন এর মধ্যে আর কথা কি আছে। তাঁকে ডেকে আনুন।

শুধু তো ডেকে আন্‌লেই হবে না। তাকে তোমায় খাতির ক'রতে হবে। আমি তো ঘরের লোক, আমায় যত কর আর না কর—তাকে বিশেষ যত্ন ক'রে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতে হবে। তাহ'লে তাকে আনি ডেকে?

মায়া নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল। তরুণ হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে বন্ধুটিকে লইয়া সে যখন পুনরায় ভিতরে আসিল, তখন মায়া সেখান হইতে সরিয়া গিয়া ঘরের মধ্যে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়াছে।

তরুণ হাঁকিল—কই, মায়া গেলে কোথায় ?

তারপর বন্ধুটিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—জানো ভাই ভগ্নীটি আমার অতিশয় লাজুক ! অতিথি সৎকারে মোটেই পটু নয়। কই, মায়া বেরিয়ে এসো !

ধীরে ধীরে অবগুন্ঠিতা মায়া বাহির হইয়া আসিয়া অতিথিকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। ওধার হইতে সশব্দে হাসিয়া তরুণ কহিল—মায়া, আমার বন্ধু প্রণাম গ্রহণ করেন না। তার সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড্ (করমর্দ্দন) ক'রতে হয়।

এই বলিয়া সহসা অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে মায়ার একখানা হাত টানিয়া লইয়া পার্শ্বস্থিত বন্ধুটির দক্ষিণ করের সহিত যুক্ত করিয়া দিল।

তরুণের এই আকস্মিক আচরণের জন্য মায়া মোটেই প্রস্তুত ছিল না ; সে শীর্ণ-বিবর্ণ মুখে তাহার হাত টানিয়া লইতে গেল কিন্তু পারিল না। দেখিল, অতিথি-মহাশয় বেশ শক্ত করিয়াই তাহার হাতখানি ধরিয়া আছেন !

মুহূর্ত্তমাত্র !

পরক্ষণেই সেই হাতের উপর চোখ পড়িতেই সে চকিত হইয়া উঠিল। তারপর অতিথির স্মিত-প্রফুল্ল মুখের পানে নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া মায়া তাহার বুকের উপরেই চেতনা হারাইয়া পড়িল।

১১

চাংলীর বিচারের দিন।

আদালতের বাহিরে অসম্ভব জনসমাগম হইয়াছে। আদালতের বিশেষ অধিবেশনে বিশেষভাবে তাহার বিচার হইবে। বিচারকগণ বিশেষ-ভাবে নির্ব্বাচিত।

আদালতে দর্শকের মঞ্চে সেদিন জনসাধারণের প্রবেশ বন্ধ। শুধু নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, কার্ড দেখাইয়া প্রবেশাধিকার পাইতেছেন। কিন্তু সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সংখ্যাই সেদিন এত অধিক যে গ্যালারিতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। আদালতের বাহিরে সে এক বিরাট ব্যাপার! গাড়ীতে মানুষে একাকার—পথের উপর যেন সমস্ত পৃথিবী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বিচার দেখিতে দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, মগ, বার্মিজ, জাপানী, মাদ্রাজী, সাহেব, বাঙালী —সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া সমস্ত স্থানটিকে কোলাহলে—উন্মাদনায় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে!

বেলা এগারটায় বিচার আরম্ভ হইবে। সকাল আটটা হইতেই আদালতের সম্মুখের পথ-ঘাট বন্ধ। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও বাড়িয়া চলিল,—ক্রমে এমন হইল যে পুলিসে আর ট্রাফিক চালনা করিতে সক্ষম হইল না—সেই উত্তাল-উদ্বেলিত জনসমুদ্রকে আয়ত্ত করিবার সকল চেষ্টা তাহাদের স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতই ভাসিয়া গেল। তখন আদালতের বাহিরের গণ্ডগোল আরও বাড়িয়া উঠিল।

আদালতের ভিতরে সেদিন অত্যন্ত কড়া পাহারা! ভিতরে যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল সকলেই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বিচারের প্রতীক্ষা করিতেছিল! সকলেই ঔৎসুক্যে ও কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িতেছে। এধার ওধার হইতে কদাচিৎ নিম্ন কণ্ঠের ফিস্ ফিস্ শব্দ কিম্বা কোন পুলিস-পাহারার জুতার শব্দ শ্রুত হইতেছিল। উপরওয়ালার আদেশ ছিল, আদালতের ভিতরে কিম্বা বাহিরে কোথাও কোন চীনাম্যান যেন দাঁড়াইয়া না থাকিতে পায়; ত্রিসীমানার মধ্যে তাহাদের দেখিতে পাওয়া মাত্র যেন তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখা হয়।

আদালতের দ্বারে দ্বারে সতর্ক পাহারা। ভিতরের একটি দ্বার দিয়া বিচারকগণ, সরকার পক্ষের উকিল এবং সাক্ষিগণ গমনাগমন করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল। ডেভেনহাম সাহেব ও তরুণ দশটা বাজিবার পরেই আদালতে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের মুখ অতিশয় গম্ভীর! তরুণও খুব বিচলিত ছিল না।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে ডেভেনহাম সাহেব মৃদুকণ্ঠে তরুণকে বলিলেন—যতক্ষণ মকর্দ্দমা না শেষ হ'য়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই! এ পর্য্যন্ত দলের কাউকে ধ'রতে পারলুম না। চাংলীর উদ্ধার করবার জন্যে তারা যে গোপনে চেষ্টা ক'রছে—এ নিশ্চিত। কিন্তু আমরা তার কিছুই ক'রতে পারছি না।

দুইজনে উঠিয়া নির্দ্দিষ্ট কাম্‌রায় প্রবেশ করিলেন। মিঃ ডেভেনহাম একটা চুরুট ধরাইয়া সেদিনকার খবরের কাগজ খানা সম্মুখে ধরিয়াছেন, এমন সময় আরদালী আসিয়া সেলাম করিয়া জানাইল—জজ সাহেবেরা উপস্থিত!

তরুণকে সঙ্গে লইয়া সাহেব বিচার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলেই সমাগত। সকলের মুখেই গভীর চিন্তার রেখা! বিচারক তিন জনেই স্ব স্ব আসনে আসিয়া বসিয়াছনে,—প্রত্যেকের মুখেই আশঙ্কার ছায়া!

তরুণ মিঃ ডেভেনহ্যামের পাশে বসিয়া চারিদিক দেখিয়া লইল, তারপর তাহার সতর্ক দৃষ্টি গ্যালারির উপর পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সে ডেভেনহ্যাম সাহেবকে চুপি চুপি কহিল—গ্যালারীতে একটা চীনা মেয়ে মানুষ রয়েছে দেখছি। কিন্তু কেমন ক'রে এলো? কোন চীনালোককে এর মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না—এই রূপই তো আদেশ ছিল!

—নিশ্চয়।

ডেভেনহ্যাম সাহেব তরুণের ইসারা অনুসরণ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই তো! একটি চীনা মহিলা গ্যালারীর এক কোণে বসিয়া একখানা সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছে! তাহার পরণে বহুমূল্য রঙীন রেশমের পোষাক, মাথায় ইংরেজ মহিলার টুপী, মুখে ভেইল! ডেভেনহ্যাম সাহেব বিস্মিত হইলেন। চাপরাশীকে ডাকিয়া গ্যালারীর দ্বাররক্ষীকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ দিলেন।

রক্ষী আসিয়া হাজির হইল। সাহেব কহিলেন—একটি চীনা মহিলা গ্যালারীতে ঢুকেছে, জানো?

রক্ষী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! জানি বৈকি।

—টিকিট দিয়েছিল নিশ্চয়। কোন্ টিকিট দিয়েছিল, সেখানা বার ক'রে দিতে পারো?

রক্ষী বিনা বাক্যে তাহার হাতের তাড়া হইতে একখানি টিকিট বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিল। সাহেব তাহাকে স্বস্থানে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিলেন। সে চলিয়া গেল।

তখন ডেভেনহ্যাম সাহেব উঠিয়া ভিতরে গিয়া যে কর্ম্মচারী কার্ড ও টিকিট বিতরণ করিতেছিল তাহার কাছে গেলেন এবং হাতের টিকিটখানি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন—এ টিকিট কার নামে দেওয়া হয়েছে, তা ব'লে দিতে পারো?

কর্ম্মচারী টেবিলের উপরকার মোটা খাতাখানা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিল—আপনার নামে, স্যার!

আমার নামে? অসম্ভব!!

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই যে আপনার নাম!

কিন্তু আমি যে দশখানা নিয়েছিলাম, সেগুলো আমি বিতরণ করেছি নিজের হাতে, তার মধ্যে এ নম্বর ছিল না।

কেরাণী বিনীতভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তা ঠিক। কিন্তু তারপর আপনি একখানা পত্র দিয়ে একটি মুসলমান ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলেন—তার হাতে আপনার নামে আর একখানি কার্ড দেবার জন্য। এ সেই কার্ড!

মনে মনে ডেভেনহ্যাম সাহেবের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না! কহিলেন—সে চিঠিখানা ফাইলে আছে?

আজ্ঞে আছে বৈকি; বলিয়া কেরাণী ফাইল হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া সাহেবের হাতে দিল। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তিনি দেখিলেন, তাঁহারই অফিসিয়াল চিঠির কাগজ, তাঁহারই হস্তাক্ষর এবং নীচে তাঁহারই স্বাক্ষর—একেবারে হুবহু!!! এরূপ অদ্ভুত জাল তিনি আর-কখনো দেখেন নাই।

নিজের হস্তাক্ষর নকল করা হইয়াছে অথচ তিনি নিজেই ধরিতে পারিতেছেন না—অন্যের কি কথা !!

অবাক হইয়া তিনি পত্রখানি দেখিতেছেন এমন সময় সহসা এজলাস হইতে একটা গোলমাল শোনা গেল ! ডেভেনহ্যাম সাহেব বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তরুণ ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার দিকেই আসিতেছে।

ব্যাপার কি তরুণ ?

যা ভয় করেছিলাম, তাই ! চাংলী পালিয়েছে।

বল কি !

আদালতে আনবার জন্যে যখন তার কুঠরীর দরজা খোলা হয়-তখন দেখা গেল, সে নেই। তার কম্বলের বিছানার ওপর একখানা চিঠি প'ড়ে আছে—

ডেভেনহ্যাম সাহেব দ্বিতীয় কথা না বলিয়া এজলাসের দিকে ছুটিলেন। আদালতের কর্ম্মচারী-মহলে তখন ছুটাছুটি ব্যস্ততার আর অবধি নাই। দর্শকের দল কানাঘুসায় ব্যাপারটা অনুমান করিয়া নিম্নস্বরে কলরব করিতেছে। চারিদিকে যেন একটা ত্রস্ত অভিভূত ভাব।

ডেভেনহ্যাম সাহেবকে দেখিয়া প্রধান ট্রাইবিউন্যাল বৃদ্ধ বিচারপতি গ্রীয়ার সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন —মিঃ ডেভেনহ্যাম ! আসামী পালিয়েছে—

ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

ডেভেনহ্যাম সাহেব মিঃ গ্রীয়ারের অতখানি বিচলিত ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নিকটে গিয়া তাঁহার হাত হইতে

চাংলীর পত্রখানি লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ শেষ হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, কেন গ্রীয়ার সাহেব ওরূপ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। পত্রে লেখা ছিল—

প্রিয় ডেভেনহাম !

আমাকে বাঁধিয়া রাখিবে মনে করিয়াছিলে? ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইবার সাধ ছিল বোধ হয়! কি স্পর্দ্ধা তোমার!! আমার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারো—এমন ক্ষমতা তোমার বা তোমাদের ভারতীয় পুলিশের নাই। আমি চলিলাম—সাধ্য থাকে ধরিও। আজ আমাকে বিচার করিবার যে ধৃষ্টতা তোমাদের হইয়াছিল তাহার জন্য তোমাকে কিছু বখশিষ দিব। যে বৃদ্ধ প্রধান বিচারপতি আমাকে ফাঁসী কাষ্ঠে লট্‌কাইবার জন্য বিশেষ সাজসজ্জা করিয়া আসিয়াছে, আমার ফাঁসীতেই সে আজ মরিবে! ইতি

তোমার অতি প্রিয়—

"চাংলী।"

পত্র পড়িয়া ডেভেনহাম সাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নির্গত হইল না। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া, সম্মুখের ভিড় সরাইয়া অগ্রসর হইয়া জনসঙ্ঘকে উদ্দেশ করিয়া আদেশ করিলেন—আদালত-ঘরের সমস্ত দ্বার বন্ধ ক'রে দাও। কিছুক্ষণের জন্যে কেউ ঢুক্‌তে বা বেরুতে পাবে না। জেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ কৈ?

বলিদানের পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট

আসিয়া হাজির হইল। তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কঠোর কণ্ঠে মিঃ ডেভেনহ্যাম কহিলেন—আপনাকে আমি বিশেষভাবে ব'লেছিলাম—আপনার সমস্ত শক্তি ওই কয়েদীর প্রতি নিযুক্ত থাকুক! তবুও সে পালিয়ে গেল। যাক্, আপনার কথা পরে হবে; কাল যারা ওই পলায়িত আসামীর পাহারায় ছিল তাদের প্রত্যেককে এখুনি হাতে হাতকড়ি দিয়ে হাজতে বন্ধ করুন! নিশ্চয় কেউ বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে! যে অপরাধী তাকে এর জন্যে চরম শাস্তি গ্রহণ ক'রতে হবে।

ডেভেনহ্যাম সাহেবের মূর্ত্তি দেখিয়া বিচারপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পেয়াদা পর্য্যন্ত সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রাগে তাঁহার কপালের পাশে শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে! সমস্ত মুখ রক্ত বর্ণ! ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ!—সারা দেহ ঘেরিয়া যেন ক্রুদ্ধ সিংহের বিক্রম বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। উত্তেজিত দর্শকবৃন্দকে উদ্দেশ করিয়া তিনি হাঁকিয়া বলিলেন—ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা অনর্থক কলরব ক'রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রবেন না। আমি এইমাত্র যে আদেশ দিলাম—অত্যন্ত প্রয়োজনবোধেই সে আদেশ আমায় দিতে হয়েছে;—তাতে আপনাদের কোন ভয় নেই, ইংরাজের আদালতের ভিতরে দাঁড়িয়ে যারা নিরপরাধ তাদের কোন শঙ্কা নেই, শুধু অপরাধীকে খুঁজে বার করবার জন্যই—

মিঃ ডেভেনহ্যাম! মিঃ ডেভেনহ্যাম!!

দ্বিতীয় বিচারপতি টম্‌সন্ সাহেবের ব্যাকুল আহ্বানে তাঁহার বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—কি ব'লছেন, মিঃ টম্‌সন্?

একবার চট্ ক'রে এদিকে আসুন; গ্রীয়ার সাহেব মূর্চ্ছা গেছেন !!!

সেকি! বলিয়া ডেভেনহ্যাম সাহেব এক-লাফে গ্রীয়ার সাহেবের কেদারার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গ্রীয়ার সাহেবের মাথাটি এক ধারে হেলিয়া পড়িয়াছে; চোখ দুটী মুদ্রিত; হাত দুইটী কেদারার দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে!

মিঃ ডেভেনহ্যাম ক্ষিপ্রগতিতে তাঁহার নাড়ী দেখিলেন, তারপর বুকের উপর হাত রাখিলেন। আরও নীচু হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইতেই তাঁহার নজরে পড়িল, গ্রীয়ার সাহেবের গলদেশের চতুষ্পার্শ ঘেরিয়া একটি অতি সূক্ষ্ম রেশমের ফাঁস! নিমেষেই বোঝা গেল—এ মূর্চ্ছা আর ভাঙিবে না।

ডেভেনহ্যাম সাহেব তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত জনসঙ্ঘকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—প্রধান বিচারপতি মিঃ গ্রীয়ার নিহত হয়েছেন!

১২

মিঃ ডেভেনহ্যামের আদেশ অনুসারে গ্রীয়ার সাহেবের দেহ স্থানান্তরে পাঠানো হইল। তারপর চলিল আদালতে উপস্থিত সমস্ত লোকদিগকে সার্চ্চ করিবার পালা! কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

বিশেষ করিয়া গ্যালারীর সেই চীনা-রমণীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যে-সকল সার্জ্জেণ্ট-দের পাঠানো হইয়াছিল, তাহাদের পরিশ্রমের শেষ রহিল না। সমস্ত আদালত-বাড়ী তাহারা

একবার দুইবার তিনবার ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল কিন্তু সেই চীনা-রমণীর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। সার্জ্জেণ্টদের এই ব্যর্থতায় ডেভেনহাম সাহেব দ্বিগুণ উত্তেজিত আবার তাহাদের খুঁজিতে পাঠাইলেন। আবার তাহারা বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিবার আদেশ দিয়া তিনি গাড়ী করিয়া পুলিস-আপিসে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আপিসে আসিয়া তিনি কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া পাইপ ধরাইয়া নিজের চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। কেহ তাঁহার সহিত কোন কথা কহিতে আসিবার সাহসও করিল না।

আজিকার ঘটনায় ডেভেনহাম সাহেবের স্বভাবতঃ শীতল মস্তিষ্ক অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল! এরূপ ঘটনা ও নিজের এরূপ পরাজয় তাঁহার জীবনে তিনি কখনো ভোগ করেন নাই। শুধু সে জন্যেও নয়, অন্য আর একটি কারণেও তাঁহার ক্ষোভ এবং দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আদালত হইতে বাড়ী আসিবার সময় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তিনি তরুণকে খুঁজিয়া পান নাই। গোলমালের মধ্যে সে কোথায় অদৃশ্য হইল। তাঁহার বিনা অনুমতিতে সে যে কোথাও চলিয়া যাইবে—এমন ছেলে তরুণ নয়। তবে? শেষে, ঐন্দ্রজালিক চাংলী কি তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গেল? কে জানে!

সকালের ঘটনাটি তিনি আগাগোড়া আর একবার ভাবিয়া দেখিলেন। চাংলী যে নিজের মুক্তির জন্য একবার শেষ-চেষ্টা করিবে তাহা তিনি জানিতেন এবং তাহা জানিতেন বলিয়াই

তাহার জন্য ভাল করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কয়েদ ঘরগুলির যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় সেই অংশেই তিনি চাংলীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার ঘরের আশে পাশের কোন ঘরে কোন কয়েদীকে রাখিতে দেন নাই। চাংলীকে পাহারা দিবার জন্য কোন ভারতীয় সিপাহী রাখেন নাই—বাছাই করা ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন!

কিন্তু এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েদী অদৃশ্য হইল! শুধু অদৃশ্যই নয়, তারপর আদালতের ভিতর আসিয়া যাহা করিল তাহা যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনি লজ্জাদায়ক! দুইশত সতর্ক প্রহরীর মধ্যে, অসংখ্য পুলিস-অফিসারগণের চোখের সম্মুখে এজলাসে বসিয়া প্রধান বিচারপতি শত্রুহস্তে নিহত হইলেন এবং সে শত্রু নিরাপদে পলাইয়া গেল—ইহার চেয়ে লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে?

তারপর তরুণ! তরুণের কথা মনে হইতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোথায় তরুণ? কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে?

এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। সাহেবের মুখ দিয়া বাহির হইল—তরুণ! ফিরে এলে?

মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—তাঁহার আরদালী দ্বারে দাঁড়াইয়া! সে সেলাম করিয়া জানাইল, একটা ট্যাক্‌সী-ড্রাইভার এক খানা জরুরী রোকা আনিয়াছে। সে নিজে তাহা সাহেবের হাতে দিতে চায়। অন্য কাহাকেও দিবে না।

ডেভেনহাম সাহেব বিস্মিত হইয়া লোকটিকে আনিতে আদেশ দিলেন। ট্যাক্সী-ড্রাইভার ঘরে প্রবেশ করিয়া সুদীর্ঘ এক সেলাম করিয়া হাতের কাগজ খানি সাহেবের হাতে দিল।

এক টুক্‌রা কাগজে এক ছত্র লেখা। কিন্তু সেই সামান্য লেখাটি পাঠ করিয়াই সাহেবের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাতে লেখা ছিল—

গ্রীয়ার সাহেবের হত্যাকারিণীর অনুসরণ করিলাম। কোথায় যায় জানি না! —তরুণ

মিঃ ডেভেনহাম তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা ধরিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তিনি লোকটির নিকট হইতে যাহা জানিলেন তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

দেখা গেল সম্মুখের গাড়ী হইতে একটী চীনা স্ত্রীলোক গঙ্গার তীরে নামিয়া একখানি নৌকাতে উঠিয়া বসে।

আমাদের গাড়ীখানি তথায় উপস্থিত হইলে—বাবুটী গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাকে এই পত্রখানি দিলেন এবং বলিয়া দিলেন—এখনি আপনার নিকট দিবার জন্য। এজন্য তিনি দশ টাকা বখশিসও দিয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুটী তাহার পর কি করিল?

তিনি তারপর একজন সাহেবের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। তা দেখেই আমি গাড়ী নিয়ে চ'লে এলাম।

সাহেব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া ড্রাইভারকে বিদায় দিলেন।

১৩

আদালতে প্রবেশ করা অবধি তরুণ একটি বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছিল; প্রথম হইতেই সে চীনা-স্ত্রীলোকটির উপর নজর রাখিয়াছিল। চাংলীর পলায়নের খবর দিয়াই তরুণ ডেভেনহাম সাহেবের পিছু পিছু ছুটিয়া আদালতে আসিয়া প্রবেশ

করিল এবং ডেভেনহাম-সাহেব যখন অন্য কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিলেন, সে তখন গ্যালারীর একটি বিশেষ অংশে নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দেখিল, স্থান শূন্য। চীনা স্ত্রীলোকটি সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।

তরুণ যাহা আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই ঘটিল নাকি? শেষ অবধি রমণীটি কি পলাইল? তরুণ অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল বিচারকের আসন মঞ্চের দিকে। চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। কেহ কাহারো দিকে নজর দিতেছে না। সকলেই নিজ নিজ প্রাণের আশঙ্কায় ত্রস্ত বিচলিত। সেই হট্টগোলের মধ্যে তরুণ দেখিল, কয়েক জনের পশ্চাতে প্রধান বিচারপতির আসনের পিছন দিকে একটি রঙীন গাউনের প্রান্ত ভাগ বিদ্যুৎ ঝলকের মতো অদৃশ্য হইয়া গেল। তরুণ চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে ধাবমান হইল।

প্রধান বিচারকের খাস-কামরা ও এজলাসে বসিবার আসন-মঞ্চের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে। বিচারপতি অবসর কালে ঐ দ্বার দিয়াই খাস কামরায় যান এবং ঐ পথেই স্বীয় আসনে আসিয়া বসেন। দ্বারের উপর একটি পরদা টাঙানো আছে। ভীড়ের ভিতর দিয়া স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদের অংশ দেখিয়া তরুণ প্রাণপণে সেই দিকে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মঞ্চে কেহ নাই, শুধু পিছনের পরদাটা বিপুল বেগে দুলিতেছে এবং তাহারই পিছনে চকিতের ন্যায় কে যেন ছুটিয়া যাইতেছে।

মুহূর্ত্তমাত্র! তরুণ বিহ্বল হইয়া একবার পরদার দিকে আর একবার গ্রীয়ার সাহেবের আসনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

দেখিল, গ্রীয়ার সাহেব কি রকম যেন হইয়া গেছেন—ধীরে ধীরে তাঁহার মাথাটি হেলিয়া পড়িতেছে! তাঁহার কণ্ঠ বেড়িয়া অতি সূক্ষ্ম একটি রেশমের ফাঁস!

এক নিমেষেই তরুণ ব্যাপারটি বুঝিতে পারিল। তারপর আর অন্য কোন দিকে মন না দিয়া সে পরদাটা দুহাতে ঠেলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, তাহার অপর প্রান্তের দ্বার বন্ধ রহিয়াছে! তাহা হইলে অপরাধিনী কোন্ পথে পলাইল? এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিয়া তরুণ দেখিল, ঘরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত বাথ-রুমের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘরের যে পথ দিয়া মেথর গমনাগমন করে সেই পথের দ্বার খোলা। সে তখন সেই দিকে ধাবিত হইল।

কল ঘরের পিছনে মেথরের উঠা নামা করিবার ঘোরানো সিঁড়ি। সেই সোপান-শ্রেণী যেখানে শেস হইয়াছে, সে-স্থানটি আদালতের সংলগ্ন হইলেও, অত্যন্ত আবর্জ্জনা পূর্ণ; সেখানে মেথর বা ঝাড়ুদার ভিন্ন অন্য কেহ যাতায়াত করে না। সেই অপরিষ্কৃত প্রাচীরের ধারে পথে বাহির হইবার একটি ছোট দরজা আছে।

তরুণ দেখিল, সে দরজাটি খোলা এবং তাহা পার হইয়া সেই চীনা-স্ত্রীলোকটি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া যাইতেছে। চীৎকার করিয়া লোক জড় করিলে হয়ত কাজ হইতে পারে; হয়ত ঐ স্ত্রীলোকটিকে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু তরুণ নিশ্চিত জানিত, আসল কাজ তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। তাহাকে ধৃত করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির করা যাইবে না; এদিকে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ

সংগ্রহ করাও সহজ হইবে না। তাই তরুণ সে চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে অনুসরণ করিবার মনস্থ করিল ; তারপর যাহা করিবার তাহা পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে। সে ক্ষিপ্র পদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল।

তরুণ যখন খোলা দরজা দিয়া রাস্তায় উপস্থিত হইল, তখন স্ত্রীলোকটি একটি মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল ; গাড়ীখানি দেখিতে দেখিতে তীর বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ভাগ্যক্রমে সম্মুখেই একখানা ট্যাক্সী পাওয়া গেল। লাফ দিয়া তাহার উপর তরুণ চড়িয়া বসিয়া, ড্রাইভার কিছু বুঝিতে পারিবার আগেই, সে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া শক্ত করিয়া ষ্টীয়ারিং ধরিয়া গাড়ীর গতি হুহু করিয়া বাড়াইয়া দিল।

এইবার শিখ ড্রাইভার দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কি একটা বলিয়া তাকে বাধা দিবার উদ্যোগ করিল। তরুণ তখন একটা হাত পকেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একমুঠা টাকা বাহির করিয়া সেগুলা ড্রাইভারের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল—আমি পুলিশের লোক ! ঐ সামনের গাড়ীতে একজন খুনী আসামী পালাচ্ছে, ওকে ধ'রতেই হবে। তুমি আমায় বাধা দিও না। পুলিশের কাছে তুমি অনেক পুরস্কার পাবে।

ব্যাপার বুঝিয়া ও অর্থলোভে সন্তুষ্ট হইয়া শিখপুঙ্গব নিরস্ত হইল। তরুণ গাড়ীর গতি আরও বাড়াইয়া দিল। গঙ্গার তীরের ফাঁকা রাস্তা দিয়া দুইখানা মোটর নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে— যেন তাহারা বাজী খেলিতেছে। কলিকাতা সহরের উপর দিয়া এত জোরে গাড়ী চালানো পুলিশের নিষেধ। আজ সেই নিষেধ এরূপভাবে অমান্য হইতে দেখিয়া পথের মোড়ে মোড়ে

কনেষ্টবল্‌-সার্জ্জেণ্টদের দল রোষ-কষায়িত লোচনে গাড়ী দুইটার প্রতি তাকাইতেছে এবং তাহাদের নম্বর টুকিয়া লইতেছে।

দেখিতে দেখিতে তাহারা খিদিরপুর ডক-এর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখের গাড়ীখানি পঞ্চাশ-ষাট্‌ হাত আগে ছিল। সহসা সেখানি থামিয়া গেল এবং রমণী ক্ষিপ্রপদে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া জাহাজ-ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিল।

সে-স্থানে পৌছিয়াই তরুণ গাড়ী হইতে নামিল এবং ছুটিয়া গিয়া লক্ষ্য করিল, রমণী ঘাটে নামিয়া একখানি শাদা রঙের পান্‌সীর উপর উঠিয়া বসিল। নিমেষে পান্‌সীখানি ঘাট ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইল।

তরুণ ফিরিয়া আসিয়া নিজের নোট বই হইতে পাতা ছিড়িয়া তাহাতে একছত্র লিখিয়া সেখানি ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে দিয়া কহিল—এই চিঠিখানি সোজা পুলিশ আপিসে নিয়ে যাবে এবং নিজে পুলিশের খোদ কর্ত্তা ডেভেনহ্যাম-সাহেবের হাতে এই পত্রখানি দেবে। এ-কাজে অবহেলা ক'রো না; তোমার নম্বর আমার কাছে রাখলাম। পরে যাতে তোমার ভাল হয়, সে ব্যবস্থা আমি ক'রব।

ড্রাইভার সেলাম করিয়া চিঠি লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। তরুণ ফিরিয়া পুনরায় ঘাটের দিকে যাইল। জেটির গায়ে একখানি মোটর-লাঞ্চ দাঁড়াইয়া ছিল। তরুণের ইচ্ছা, যদি কোন রকমে ঐ লাঞ্চখানা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে অনায়াসেই ওই সুদূর-যাত্রী নৌকাখানার অনুসরণ করিতে পারে।

জেটির উপর উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, তাহার পরিচিত ও ডেভেনহ্যাম-সাহেবের বন্ধু মিঃ ডেন দাঁড়াইয়া অন্য একটি

সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন। মিঃ ডেন খিদিরপুর ডকের বড় সাহেব। তরুণ তাঁহার শরণাপন্ন হইল।

তরুণের কথা শুনিয়া ডেন সাহেব বলিলেন—আমার যতটুকু সাধ্য আমি আপনাকে সাহায্য ক'রব। এক বিষয়ে আপনার অদৃষ্ট ভাল। মোটর লাঞ্চখানা আমারই। চলুন এই মুহূর্ত্তেই ওদের অনুসরণ করি।

দুইজনে ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া লাঞ্চে উঠিলেন। সাহেব নিজেই লাঞ্চ চালাইতে সুরু করিলেন। কয়েক মিনিট পরেই দূরে অগ্রগামী পানসীখানি দেখিতে পাওয়া গেল। সাহেব লাঞ্চের গতি আরও বাড়াইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া তরুণ তাঁহাকে গতি হ্রাস করিতে অনুরোধ করিল। সাহেব বলিলেন —কেন! চল না ওদের গিয়ে ধ'রে ফেলা যাক।

তরুণ কহিল—না, তাতে ফল হবে না, ওদের দল আছে। চাংলীর দল। সেই দলের কাছে ওরা যাচ্ছে বোধ হয়। এখন ওদের ধ'রলে সেই দলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে ওদের অনুসরণ ক'রে ওদের আড্ডা দেখে আসি, পরে দলবল নিয়ে আক্রমণ ক'রব। এখন ওরা না জান্‌তে পারে যে কেউ ওদের পিছু নিয়েছে।

সাহেব কথাটা বুঝিলেন; বুঝিয়া, মোটর বোটের গতি মৃদু করিয়া দিলেন এবং বোটের মধ্যকার একটি চামড়ার ব্রাক্স হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া তরুণের হাতে দিলেন।

দূরবীণ পাইয়া তরুণ মহা খুসী হইল। ঠিক এই বস্তুটিই সে তখন কামনা করিতেছিল। একটু আড়ালে বসিয়া দূরবীণের সাহায্যে সে নৌকাখানির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

নৌকার দাঁড়ি ছয়জন প্রাণপণ শক্তিতে বাহিয়া যাইতেছে। নৌকাখানি এ-দেশীয় পান্‌সী নয়। হয়ত কোন বিদেশী-ব্যবসাদারের সখের তরণী। মাঝিগুলিও হিন্দুস্থানী নয়। চট্টগ্রামী মুসলমান কিম্বা মগ হইবে। নৌকার মধ্যস্থলে বসিয়া রমণীটি এক একবার পিছনে চাহিতেছিল, তারপর উত্তেজিত-ভাবে মাঝিদিগকে কি আদেশ দিতেছিল।

এই সময় দূর হইতে দম্ করিয়া তোপের শব্দ আসিল,—অর্থাৎ শহরের সমস্ত ঘাট বন্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ দেখিল দক্ষিণ দিক হইতে একখানি মোটর লাঞ্চ নৌকার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে এবং নৌকাখানিও তাহার গতি হ্রাস করিয়া দিয়াছে। ক্রমে নৌকাখানি লঞ্চের গায়ে লাগিল এবং নৌকা হইতে রমণীটি ক্ষিপ্র পদে লাঞ্চের উপর উঠিলে লাঞ্চের মুখ ঘুরাইয়া নক্ষত্রবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটিল। তরুণের অনুরোধে ডেন-সাহেবও তাঁহার বোটের গতি বাড়াইয়া দিলেন।

গাঙে তখন জোয়ার আসিয়াছে; প্রতিকূল স্রোত ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু ডেন সাহেব পাকা মাঝি। এ-অঞ্চলে তিনি বহুবার লাঞ্চ চালাইয়া যাতায়াত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কখনো ঘাটের নিকট দিয়া কখনো মাঝ-গঙ্গার উপর দিয়া পূর্ণ বেগে এবং সুকৌশলে লাঞ্চ চালাইয়া শীঘ্রই আগের লাঞ্চখানির কয়েক গজ পিছনে রহিলেন। দেখা গেল লাঞ্চখানি তখন প্রকাণ্ড একখানা বিদেশ-গামী মানোয়ারী জাহাজের গায়ে ভিড়িতেছে।

পিছনের লাঞ্চ দেখিয়া জাহাজের আরোহী ও সেই রমণীর বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। তাহারা ঘন ঘন এই দিকে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর কি বলাবলি করিতেছিল। দূর হইতে তরুণ জাহাজের আরোহীদের এই ভাবান্তর দেখিয়া বলিল—দেখুন, আমি এক কাজ করি। হালের নীচে যে ছোট খুবরি-টা রয়েছে আমি ওর মধ্যে ঢুকি। আপনি খুবরিটার সামনে একখানা কম্বল চাপা দিয়ে দিন। তারপর আপনি বোট নিয়ে জাহাজের সামনে দিয়ে যাতায়াত করুন, ওরা দেখুক যে বোটের মধ্যে আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নাই।

সাহেব ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া তরুণের কথায় সম্মত হইলেন। তরুণকে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি মোটর-বোট লইয়া সেই নোঙর করা জাহাজের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। লাঞ্চের অন্যান্য ব্যক্তিগণ তখন জাহাজের উপর উঠিয়া রেলিংএর ধারে দাঁড়াইয়া ডেন-সাহেবের লাঞ্চ-এর গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ডেন সাহেব জাহাজের উপরকার দর্শকদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—আমি খিদিরপুর ডক্-এর ম্যানেজার এবং পোর্ট কমিশনারের একজন কমিশনার। এ জাহাজ পরশু ডক্ থেকে বেরিয়েছে তা জানি এবং এখানে এসে আবার খারাপ হ'য়ে গেছে তাও জানি। আমি জানতে চাই, জাহাজ সারাবার জন্যে ডক্ থেকে মিস্ত্রীরা এসে কাজ ক'রে গেছে কিনা। এ-জাহাজের কাপ্তেন কোথায়? আমি তার সঙ্গে কথা কইতে চাই।

উপরের লোকগুলা এতক্ষণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লাঞ্চের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতেছিল অন্য কোন লোক তাহার মধ্যে আছে কিনা। যখন দেখিল যে অন্য কেহ নাই তখন একজন ছুটিয়া গিয়া কাপ্তেনকে ডাকিয়া আনিল।

চীন-যাত্রী জাহাজ। কাপ্তেন জাপানী। সাহেবের প্রশ্নের

উত্তরে জানাইল—হ্যাঁ, মিস্ত্রীরা আসিয়া আজিকার কাজ সারিয়া গিয়াছে। কাল সকালে আবার আসিবে। কাজ অল্পই বাকী আছে। আশা করা যায় কাল দুপুর নাগাদ তাহারা জাহাজ চালাইতে সক্ষম হইবে।

সাহেব গম্ভীরভাবে কাপ্তেনকে জানাইলেন যে, যত শীঘ্র পারা যায় তাহারা যেন জাহাজ সরাইয়া লইয়া যায়, কারণ এরূপ অস্থানে জাহাজ থামাইয়া রাখা বে-আইনি। তবে কিনা, এই জাহাজের মালিক তাহাদের পুরাণো খরিদ্দার তাই। অন্য কেহ হইলে, তাহাদের ফাইন করা হইত।

কাপ্তেন সসম্ভ্রমে জানাইলেন যে আগামী কাল তাহাদের জাহাজ নিশ্চয় এ-স্থান ত্যাগ করিবে। সাহেব তখন লাঞ্চ ঘুরাইয়া উত্তর-মুখো হইলেন। দূরে পশ্চিমাকাশে সূর্য্য অদৃশ্য হইল।

একটা বাঁকের মুখ ঘুরিতেই তরুণ বাহির হইয়া আসিল, কহিল—থাক, অনেক দরকারী খবর জানা গেছে। ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছিলাম তাই। ওঃ! আপনাকে কত যে ধন্যবাদ—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—থাক্! আগে তোমার কাজ উদ্ধার হোক তারপর। এখন কি ক'রবে?

আমি এখন এখানে নেমে যাবো। তীর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে সাঁতরে ওই জাহাজের ওপর উঠ্‌বো।

একলা? ক্ষেপেছো নাকি?

আজ্ঞে না। আমি প্রকৃতিস্থ-ই আছি। এ-ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আজ রাত্রে জাহাজে উঠে আমায় ওদের ওপর নজর রাখতেই হবে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে—যদি জাহাজ ওরা এখুনি ছেড়ে দেয়—তাহ'লেই সর্ব্বনাশ!

না, সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি ঐ জাহাজ খানার ইতিবৃত্ত জানি। ওর মালিক আমাদের অনেক দিনের মাশুল পাওনা রেখেছে। তাই ওখানা সারিয়ে দিতে আমরাও দেরি করছি। ইচ্ছে ক'রলে, কাল মিস্ত্রীদের ব'লে দিলে—পাঁচদিন ওর যাওয়া বন্ধ রাখতে পারি।

তরুণ কহিল—আজ রাতে তো আর চালাতে পারবে না। তাহ'লেই হোল। আমি এইখানেই নামি। আপনি এককাজ করুন। সোজা ডেভেনহ্যাম-সাহেবকে গিয়ে খবর দিন। তিনি সদল বলে এসে উপস্থিত হ'লে—যা করণীয় তাই করা যাবে। ইতিমধ্যে আমি জাহাজে উঠে ওদের ওপর লক্ষ্য রাখি।

সাহেব কহিলেন—বেশ তবে তাই হোক। এই নাও, এই রবারের টুপীর মধ্যে তোমার ও আমার এই পিস্তল দুটো ভ'রে দড়ি দিয়ে টুপীর মুখ বন্ধ ক'রে সঙ্গে রাখো। আমি যথা-সম্ভব শীঘ্র মিঃ ডেভেনহ্যামকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসছি। ইতিমধ্যে খুব সাবধানে থাকবে। কোন রকম হঠকারিতা ক'রে নিজের অনিষ্ট ক'রো না।

সাহেবের শুভকামনায় তরুণের চিত্ত আর্দ্র হইল। সে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, পিস্তলের মোড়কটি নিজের হাফ্-প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে বাঁধিয়া জলে নামিয়া পড়িল। সাহেব নক্ষত্র বেগে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

গভীর অন্ধকার রাত্রি। নদীর উভয় পারে নানা জাতীয় কারখানার বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি নদীর জলে প্রতিফলিত হইতেছে। মাথার উপরে অসংখ্য তারা উঠিয়াছে। তাহারাও নদীর জলে তাহাদের ছায়া ফেলিয়াছে। প্রকাণ্ড জাহাজখানা নেশায় অচৈতন্য দানবের মতো যেন নির্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। নদীর জলে তাহার বিরাট কালো ছায়া। জাহাজের নীচের তালার কক্ষগুলি হইতে নানা-প্রকারের শব্দ হইতেছে; সারেঙ্গ-খালাসীর দল নিজেদের নৈশ-আহার সমাধা করিয়া তাহাদের তৈজস-পত্র পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত। খোলা ডেক! জনশূন্য। তাহারই এক-প্রান্তে একটা শূন্য-গর্ভ মদের-পিপার মধ্যে তরুণ বসিয়া বসিয়া শ্রান্তিতে ঝিমাইতেছে।

এমনি ঝিমাইতে ঝিমাইতে আরও একঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে নীচেকার শব্দ কমিয়া আসিল, সমস্ত জাহাজময় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তরুণ বুঝিল, নাবিকগণ বিশ্রাম করিতে-যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিয়াছে।

তখন সে পিপার ভিতর হইতে বাহির হইল। পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া গুড়ি মারিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া নীচে নামিবার সিঁড়ি খুঁজিতে লাগিল। একে উন্মুক্ত নদীবক্ষ, তাহার ওপর হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে। তরুণের ভিজা পরিচ্ছদ-শোভিত অঙ্গে কাঁপুনি ধরিল।

সিঁড়ি পাইয়া সাহসে ভর করিয়া সে একেবারে নীচে নামিয়া গেল। সম্মুখেই বয়লার। তাহা হইতে ঈষৎ উত্তাপ

বাহির হইতেছে। তরুণ বয়লারের গা ঘেঁসিয়া আরও আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া নিজের পরিচ্ছদ-আদি শুষ্ক করিয়া লইল ; তারপর উঠিয়া তাহার অনুসন্ধান সুরু করিল।

নীচের তলায় থাকে খালাসীর দল। তাহাদের তখন নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইয়াছে। দ্বিতলে উঠিয়া তরুণ দেখিল—সম্মুখেই একটি ছোট ঘর—শূন্য। বোঝা গেল, এ-ঘরে কেহ থাকে না। মাল বোঝাই হয়। তাহার পাশের ঘরের দরজায় লেখা—কাপ্তেন। এ-পাশের ঘর গুলি বাহির হইতে তালা বন্ধ। ভিতরে মাল বোঝাই! তরুণ ত্রিতলে উঠিল। ত্রিতলে ঘর বেশী নাই। ফাঁকা স্থানই বেশী। প্রয়োজন হইলে এখানেও মাল রাখা যাইতে পারে। পিছন দিকে স্নান-এর ঘর, পর পর দুটী তিনটি সারবাঁধা।

সহসা খট্ করিয়া শব্দ হইতেই তরুণ নিমেষে পাশের স্নানাগারের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল এবং দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিল। দেখিল, ওধারে একটি ছোট ঘরের দ্বার খুলিয়া একটি চীনাম্যান বাহির হইয়া নীচে নামিয়া গেল। তরুণ আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সেই চীনাটা পুনরায় উপরে উঠিয়া আসিল। তরুণ দেখিল, প্রকাণ্ড একটা গাম্‌লায় করিয়া খাদ্যদ্রব্য লইয়া লোকটা সেই ছোট ঘরেই প্রবেশ করিল।

তরুণ তাহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া অতিসন্তর্পণে রেলিংএর ধার ঘেঁসিয়া সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া সে শুনিবার চেষ্টা করিল, ভিতরে কোন কথাবার্ত্তা হইতেছে কি না। কিন্তু না ; ঘর নিস্তব্ধ। তরুণ সাহস অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে দরজাটি ঠেলিয়া ঘরের

ভিতরে উঁকি মারিয়া দেখিল—শূন্য ঘর, জন-প্রাণী নাই। সে তখন সেই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

যাহা অনুমান করিয়াছিল, তরুণ দেখিল, ঠিকই তাহাই। সেই ঘরের মধ্য দিয়া অন্য আর-একটি কক্ষে যাওয়া যায় এবং সম্মুখেই তাহার দ্বার। দরজা ঠেলিয়া দেখিল—বন্ধ নাই; দ্বার খোলাই আছে। ভিতরে চীনাম্যানের দুর্ব্বোধ্য কিচির মিচির ঘরটিকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

দুইটী ঘরের মধ্যে কাঠের পার্টিশান। তরুণ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানকার পার্টিশানের মধ্য দিয়া অপর ঘরে দৃষ্টি চালনা করিবার মত ফাঁক আছে। সেই ফাঁকের মধ্যে চোখ রাখিয়া সে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে ভিতর-কার লোকগুলিকে দেখিতে লাগিল।

চাংলী বসিয়া আছে সবার পিছনে একটা উঁচু গদীর উপর। তাহার সম্মুখেই একটি খোলা কৌটার মধ্যে সেই মুক্তার মালা! চাংলীর মুখে নিশ্চিন্ততার বিজয়-উল্লাস।

আহার সমাপ্ত করিয়া সকলে তখন শুইয়া পড়িয়াছিল। কেবল একা চাংলী বসিয়া সম্মুখের আর একটি অনুচরের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতেছিল।

ক্রমে সেই অনুচরটির হাই উঠিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া চাংলী হাসিয়া তাহাকে পা দিয়া ধাক্কা মারিতেই সে গড়াইয়া ঘরের এক প্রান্তে চলিয়া গেল এবং সেই খানেই লম্বা হইয়া শুইয়া নাক ডাকাইতে সুরু করিল। ঘরের মধ্যে উগ্র চণ্ডুর গন্ধ পার্টিশানের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

চাংলী তখন আর-একবার কণ্ঠহারটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, তারপর সেটিকে কৌটায় বন্ধ করিয়া সবার অলক্ষ্যে ঘরের

গাত্র-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গহ্বরের মধ্যে রাখিয়া গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। তরুণ আপনমনে হাসিল। চাংলী মনে করিতেছে —কেহই কিছু দেখিতে পাইল না, সবাই ঘুমে অচেতন। কিন্তু জানিতে পারিল না, সেই মুহূর্ত্তে বাহিরে তাহার সর্ব্বনাশ ঘনাইয়া আসিতেছে।

কিন্তু একাকী তরুণ কি করিবে? যদিও সে দেখিল, সেখান হইতে সরিয়া গিয়া চাংলী তাহার নিজের বিছানায় শুইয়া কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইতে আরম্ভ করিল, তথাপি সে ঘরে ঢুকিয়া ওই মুক্তার মালা চুরী করিতে সাহসী হইল না। দশ-পনের জন চীনা শুইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন কেউ জাগিয়া উঠিলেই হইল। তাহা হইলে মুক্তার মালা তো দূরের কথা, নিজের প্রাণ লইয়া ফিরিয়া যাওয়াই অসম্ভব হইবে।

ভাবিতে ভাবিতে তরুণ ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া ডেকের উপর আসিল। কাল সকালেই হয়ত তাহারা জাহাজ ছাড়িবে। তখন তাহাদের সঙ্গে এমনি লুকাইয়া থাকিয়া অনাহারে অনিদ্রায় সে কতদিন যুঝিবে? একমাত্র ভরসা ডেন সাহেব যদি মিঃ ডেভেনহ্যামকে খবর দিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যদি সময় মত আসিয়া পড়েন, তবেই। কিন্তু রাত্রিও বেশী বাকী নাই। দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

তরুণ শ্রান্ত পদে উপরে উঠিতেই সহসা তাহার কাঁধের উপর বিরাট এক চড় আসিয়া পড়িল। তরুণ টলিয়া পড়িল। পরক্ষণেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল উদ্যত করিতেই সে দেখিল— তাহার সম্মুখে সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া, মিঃ ডেভেনহ্যাম !!

তরুণকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহ কণ্ঠে সাহেব

বলিলেন—তোমায় যে ফিরে পাবো তরুণ, এ-আশা আমার ছিল না! তারপর খবর কি বল।

ডেভেনহ্যাম সাহেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না—আনন্দে সে এমনি অভি-ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষিপ্রকণ্ঠে সে সকল-কথা সাহেবের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিল। শুনিয়া সাহেব বলিলেন—সাহসী ছেলে! তোমায় নিয়ে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে!

তরুণ কহিল—চিঠি পেয়েছিলেন।

নিশ্চয়। খুব বুদ্ধি খাটিয়েছিলে। ঘাটে এসে নিরাশ হয়ে চ'লে যাবার কিছুক্ষণ পরেই—মিঃ ডেন গিয়ে হাজির। আর কি শুনবে বল?

একা এসেচেন? ডেন সাহেব আসেন নি?

নিশ্চয় এসেছে। শুধু কি সে-ই। সঙ্গে এক ডজন সার্জ্জেণ্ট ও তাদের উপযুক্ত এমুনিশান। চল, তাদের ওপরে আনি।

তখন দুই জনে নোঙর-এর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন; ডেভেন-হ্যাম সাহেবের ইঙ্গিত পাইতেই নীচের মোটর-লাঞ্চ হইতে একে একে সার্জ্জেণ্ট-দের দল নোঙর বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে লাগিল। সব শেষে আসিলেন—ডেন সাহেব।

সবাই স্থির হইয়া দাঁড়াইলে ডেভেনহ্যাম সাহেব সকলকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন। স্থির হইল, তরুণ অগ্রে অগ্রে গিয়া দরজা দেখাইয়া দিবে, তারপর সকলে মিলিয়া এক যোগে চীনাদের আক্রমণ করিবে। প্রথমে তাহাদের আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইবে। তাহা যদি হয় ভালই।

নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য্য। তখন সকলে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে তরুণের পিছনে পিছনে চলিল।

আকাশে-বাতাসে তখন রাত্রি শেষের শীতল স্তব্ধতা। দূরে পরপারের কোন কারখানার কুলি-ব্যারাক হইতে কোরাস সঙ্গীতের বেতালা সুর ভাসিয়া আসিতেছে। নিথর জলের উপর থাকিয়া থাকিয়া ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে জলের ভিতর হইতে দুই একটা মাছ বা জল জন্তু লাফাইয়া জলের উপর পড়িতেছে।

ধীরে ধীরে অভিযান নিদ্রিত চীনাদের ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ডেভেনহ্যাম তখন তরুণকে ইসারা করিতেই সে সরিয়া আসিয়া সবার পিছনে দাঁড়াইল। তারপর—

দড়াম করিয়া লাথি মারিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই নিদ্রিত চীনা-গুলা হত চকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। চাংলী সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন চীনারা সভয়-বিস্ময়ে দেখিল একেবারে কতকগুলি বন্দুকের নল ঘরের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া তাহাদের প্রতি উদ্যত! ভয়ে বিস্ময়ে চীনাগুলা বিহ্বল হইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাংলীর আদেশ অপেক্ষায় তাকাইয়া রহিল।

মিঃ ডেভেনহ্যাম পিছন হইতে চীনা ভাষায় বলিলেন—সকলে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা তোমাদের মরণ নিশ্চিত।

ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। সকলেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে। শুধু পিছন দিকে সবার আড়ালে চাংলী ধীরে ধীরে এক পাশ হইতে আর এক পাশে সরিয়া যাইতেছে।

তরুণ সবার পিছনে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য রাখিয়াছিল,—মুক্তাহার

যে গহ্বরটির ভিতর ছিল, সেই গুপ্ত গহ্বরের প্রতি। সে দেখিল, ধীরে ধীরে এক খানা হাত সেই গহ্বরের দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে পিস্তলের গিয়ার টিপিল।

অবর্থ লক্ষ্য। ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে গুলি সেই হাত ভেদ করিল।

ডেভেনহ্যাম সাহেব বলিলেন—বৃথা চেষ্টা। পারবে না। তার চেয়ে, আত্মসমর্পণ কর।

চাংলী কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর সহচরদিগকে উদ্দেশ করিয়া কি বলিয়া উঠিল। তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গেই চীনাগুলা লাফাইয়া উঠিয়া যে যাহার পিস্তল বাহির করিতে লাগিল।

তখন উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই অবসরে চাংলী মুক্তার মালাটি লইবার আর একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তরুণ একাগ্র হইয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল,—ফলে চাংলী পুনরায় আহত হইল।

এ পক্ষের দুই জন সার্জ্জেণ্ট সাঙ্ঘাতিক আহত হইল। যুদ্ধ শেষ হইলে, ঘরে ঢুকিয়া হতাহতদের নির্ব্বিচারে বাঁধিয়া ফেলা হইল এবং তাহাদের দেহ অনুসন্ধান করিয়া পিস্তল-ছোরা প্রভৃতি যাহা পাওয়া যাইল বাহির করিয়া লওয়া হইল। তরুণের লক্ষ্য সে-সব দিকে ছিল না। সে ছুটিয়া গিয়া সেই গহ্বর খুলিয়া ফেলিয়া কণ্ঠহারটি বাহির করিয়া লইল এবং তাহা ডেন-সাহেবের জিম্মায় রাখিল।

ডেভেনহ্যাম সাহেব সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—তরুণ, চাংলী কৈ?

সে কি! এর মধ্যেই আছে।

তখন অনেক খোঁজা খুঁজি হইল কিন্তু চাংলীকে পাওয়া গেল না। শুধু দেখা গেল, সেই ঘরের এক কোণে খানিকটা স্থান ফাঁক হইয়া রহিয়াছে; সেখান দিয়া উঁকি মারিয়া দেখা গেল—সেই ফাঁকের নীচে বিস্তৃত জলরাশি আন্দোলিত হইতেছে। হয় ত যুদ্ধের সময় চাংলী এই স্থান দিয়াই লাফাইয়া পড়িয়াছে!

কাপ্তেনকে ডাকিয়া আনা হইল। সকল কথা শুনিয়া সে বেচারা তো ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল। প্রচুর ঘুষ খাইয়া সে এই চীনাগুলাকে শান্তিপ্রিয় ব্যবসাদার মনে করিয়া তাহাদের জাহাজে তুলিয়াছিল। কাপ্তেনকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু চাংলীকে পাওয়া গেল না।

ভোর হইলে, দুইখানা লাঞ্চে আহত চীনাদের সঙ্গে লইয়া অভিযান কলিকাতা অভিমুখে ফিরিল। ডেভেনহাম সাহেব বলিলেন—এত ক'রেও সে-লোকটাকে ধ'রতে পারলাম না। আফ্‌শোষ র'য়ে গেল। যাক্, মুক্তোর মালাটা যে পেয়েছি এই যথেষ্ট।

উপসংহার

কলিকাতা সহরে আর একবার হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। নগরের সমস্ত কাগজে খবর বাহির হইল বঙ্গোপসাগরের উপর ভীষণ যুদ্ধের পর চাংলীর দল ধরা পড়িয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত চাংলী সে-যুদ্ধে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। অসমসাহসী তরুণ গুপ্তের জন্যই এই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

বড় বড় অক্ষরে তরুণের নাম কাগজে কাগজে ছাপা হইল। অজস্র অভিনন্দন-জ্ঞাপক চিঠি ও টেলিগ্রামে তাহার টেবিল ভরিয়া উঠিল।

খুব সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য শেষ হইল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, প্রত্যেককেই গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তাহাদের মধ্যে একজন সরকার-পক্ষের সাক্ষীরূপে এজাহার দিল।

কেমন করিয়া চাংলী জেল হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং কি করিয়া গ্রীয়ার সাহেব নিহত হইলেন, এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে সে যাহা বর্ণনা করিল তাহা যেমন বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

প্রথমে সে জেলখানা হইতে চাংলীর পলায়নের কথা বলিল। তাহাদেরই দুই সহচর নিশিন ও চাংসি জেলখানা হইতে চাংলীকে উদ্ধারের ভার লইল। চাংসির উপর ভার পড়িল জেল সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে কয়েদ-ঘরের চাবি গোপনে লইয়া তাহা হইতে মোমের ছাঁচ তুলিয়া লইবে এবং নিশিন বাকী বন্দোবস্ত করিবে। কয়েক দিন ক্রমান্বয়ে চেষ্টার পর চাংসি একদিন রাত্রে বিষাক্ত বাষ্প প্রয়োগ করিয়া নিদ্রিত সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে অজ্ঞান করিয়া সে তাহার কার্য্য উদ্ধার করিল। এদিকে নিশিনও কোন

সুযোগ সুবিধা করিতে না পারিয়া—বিচারের একদিন পূর্ব্বে সে এক সার্জ্জেন প্রহরীর ঘরে দেখা করিল। তাকে টাকার লোভ দেখাইয়া কিছুতেই যখন রাজী করিতে পারিল না তখন নিশিন কোনও কৌশলে তাহাকেও বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া আপন পলায়ন পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। সার্জ্জেণ্ট সে কথা প্রকাশ করিল না।

তাহার পর স্থির হইল বিচারের পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রে যে কোন উপায়ে হোক কাজ শেষ করিবে। কয়েদীর ঘরে যে লোকটী প্রত্যহ চাংলীর খাবার লইয়া যাইত সে প্রত্যহ খাবারের থালাটী কয়েদ-ঘরের কিছুদূরে নামাইয়া বিড়ি ধরাইয়া লইত। সেদিন এই সুযোগে খাবারের থালার মধ্যে আমরা একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন চাংলীর নিকট পাঠাই। সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন পাইয়া চাংলী পলাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

সেদিন শেষ রাত্রে—দলের তিনজন লুকাইয়া জেলখানায় উপস্থিত হইল। স্থির হইল চাংলীর ঘর হইতে প্রায় বিশ হাত দূরে আর একটী কয়েদীর ঘরের সম্মুখে যে প্রহরী পাহারায় থাকিবে—তাহাকে ফাঁস লাগাইতে হইবে। সেই গণ্ডগোলের মধ্যে অন্য সকলে যখন ব্যস্ত হইয়া পড়িবে—সেই সুযোগে চাংলীকে উদ্ধার করা হইবে।

ঘটনাও ঠিক তাহাই হইল। একজন ভারতীয় প্রহরীকে যখন ফাঁস লাগান হইল—সে হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই সময় চাংলীর ঘরের সম্মুখে চারজন প্রহরীর মধ্যে তিন জন ছুটিয়া যাইল—একজন বসিয়া রহিল। নিদ্রায় তাহার চক্ষু তখন বুজিয়া আসিতেছিল।

এই সুযোগে নিশিন ও চাংসি দৌড়াইয়া সেই প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া পিছন হইতে কাপড় দিয়া চাংসি তাহার মুখ ও চোখ বাঁধিয়া ফেলিল। লোকটা বোধ হয় অতিরিক্ত মদ্য পান করিয়াছিল। সে বিশেষ কিছু বলিল না। নিশিন নকল চাবি দিয়া চাংলীকে উদ্ধার করিয়া পলাইল। চাংসি তখন লোকটার মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া অন্ধকারে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রহরী তিনজন ফিরিয়া আসিল। বোধ হয় নিদ্রিত মনে করিয়া সেই সার্জ্জেণ্টকে কোন কথা না বলিয়া তিন জনে অন্য কথা কহিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কেহই সন্দেহ করিল না—চাংলী পলাইয়াছে।

তারপর চাংলীর কথা। জেল হইতে পলাইয়া চাংলীর সাহস বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল প্রধান বিচারপতিকে সেই ফাঁসী দিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবে। তখন সব বন্দোবস্ত হইল। নিশিন একজনকে দিয়া একখানা নিমন্ত্রণ পত্র চুরি করাইল এবং ডেভেনহাম সাহেবের সহি অবিকল নকল করিয়া কার্ড খানা চাংলীকে দিল। সহি নকল করিতে নিশিন অদ্বিতীয়। যথাসময়ে চাংলী ও চীনা রমণীর ছদ্মবেশে আদালত গৃহে সেই কার্ড লইয়া প্রবেশাধিকার পাইল।

এদিকে চার পাঁচখানা মোটর গাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইল—নিরাপদে চাংলীর পলাইবার জন্য।

যখন তরুণ গুপ্ত চীনা রমণীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া ডেভেনহাম সাহেবকে খবর দিল ও কাহার দেওয়া কার্ড লইয়া এই চীনা রমণী প্রবেশ করিল এই সমস্ত অনুসন্ধান চলিতেছিল সেই সুযোগে চাংলী সেখান হইতে গ্রীয়ার সাহেবের খাস কামরায় প্রবেশ

করিল। পর্দ্দার পার্শ্বেই সাহেব বসিয়া ছিলেন। কাজেই ফাঁস পরাইতে চাংলীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল না।

দুঃসাহসী চীনাদের এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখে কোন কথা বাহির হইল না।

তাহার পরের ঘটনা তরুণ প্রকাশ করিয়া বলিল।

বিচার শেষ হইলে, সকলের সাক্ষাতেই ডেভেনহাম সাহেব তরুণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত হ'য়েছেন, সবাই শুনুন। এই ভয়ানক বিপদ-সঙ্কুল অভিযানের যা কিছু কৃতিত্ব তা এই তরুণ গুপ্তের একার প্রাপ্য। তার সাহস ও বুদ্ধির সাহায্যেই আমরা কৃতকার্য্য হ'তে সক্ষম হয়েছি।

সমুদ্রগড়ের রাজা ও রাণী উভয়েই আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া তরুণকে অভিনন্দিত করিলেন।

শেষ